

ক্যাশিকি উত্থাপন করাত—কবি মতানব্ধি । ১৩৭৫
 ৥ শ্রীশুক-গৌরাক্ষৌ জয়তঃ ॥
 নন্দ্যাপ ত্যক্ত জ্ঞান পণ্ডিত্যকন তর্ক চন্দ্রমাসচতুর্ভুত তর্ক চন্দ্রমাসচতুর্ভুত তর্ক চন্দ্রমাসচতুর্ভুত

দশমঃ স্কন্ধঃ
 চতুঃশ্লোকশতমোঃধ্যায়ঃ
 [১৩৭৫]

শ্রীশুক উবাচ ।
 ইতি সর্বে সুসংরদ্ধা বাহানাকুহ দংশিতাঃ ।
 শৈঃ শৈঃ বৈঃ বৈঃ পরিক্রান্তা অদ্বীযুঃ তকান্মু'কাঃ ॥ ১ ॥

১। অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ [হে রাজন্ !] ইতি (অহো দিক্‌শ্চান্ ইত্যেবং বদন্তঃ)
 সর্বে সুসংরদ্ধাঃ (অতি ক্লেমাধিষ্টাঃ) দংশিতাঃ (কৃতকবচবন্ধনাঃ) ধৃতকান্মু'কাঃ (ধনুর্ধারিণাঃ) সর্বে
 শৈঃ শৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বৈঃ (সৈন্যৈঃ) পরিক্রান্তা (পরিবেষ্টিতা সন্তুঃ) বাহান্ (অশ্বাদীনি বাহনানি)
 আকুহ অদ্বীযুঃ (পশ্চাৎ ধাবিতা বভূবুঃ)

১। শ্রীশুক উবাচ ৩ ৫৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধাদিকে পরাজিত এবং কৃষ্ণীকে বিরূপকরণ—কৃষ্ণীগীকে
 প্রবোধ দান এবং দ্বারকায় কৃষ্ণ-কৃষ্ণীগীর বিবাহ উৎসব বর্ণিত হয়েছে ।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ 'হায় হায়! আমরা দিকে দিকে এইরূপে সকলে নিজেদের
 দিক্‌কার করত নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে কবচ বন্ধন ও ধনুর্ধারণ পূর্বক নিজ নিজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে
 অশ্বাদি যানারোহণে কৃষ্ণাদির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হল ।

১। শ্রীজীব বৈ• জ্ঞো• টীকা ৩ বাহান্ গজাদীনাং হেতি, ধৃতকান্মু'কা ইতি চ পুরা
 বিমুচছেন উজ্জ্বিতাজ্জতয়া গজাদিত্যে ভূমৌ পতনাং ॥ জী• ১ ॥

১। শ্রীজীব বৈ• জ্ঞো• টীকা শ্রীশুক উবাচ ৩ বাহান্—গজাদিতে আরোহন বরত এবং ধৃত
 কান্মু'কা ইতি—ধনুর্ধারী জরাসন্ধাদির সৈন্যসকল পরে 'বিমুচ' অর্থাৎ মুহূর্ত্তাগত হওয়ার গজাদি থেকে
 ভূমিতে পতিত হয়ে কৃষ্ণাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হল ॥ জী• ১ ॥

তানাপত্যত আলোক্য যাদবানীকযুথপাঃ ।

তস্মুস্তংসম্মুখা রাজন্ বিক্ষুর্জ্য স্বপ্রবৃংষি তে ॥ ২ ॥

২। অন্নয়ঃ হে রাজন্ পরীক্ষিৎ ! তে (শ্রীবলদেবেন সহ আগত) যাদবানীকযুথপাঃ (যাদবানাং 'অনীকানি' সৈন্যানি, তেবাং যুথাঃ সমূহাঃ তান্ 'পাঃ' পাস্তি রক্ষন্তীতি তথা, শ্রীবলদেবা-দয় ইত্যর্থঃ) আপত্যতঃ (স্বাভিমুখং আগতান্) তান্ (জরাসন্ধ প্রমুখান্ নৃপান্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) স্বধনুংষি (স্বকীয়ানি অসাধারণানি ধনুংষি) বিক্ষুর্জ্য (টঙ্কারয়িত্বা) তংসম্মুখাঃ (তেবাং অভিমুখাঃ সন্তঃ) তস্মুঃ (স্থিতাঃ) ।

২। 'মুলাবুবাদঃ' হে রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণৈক প্রিয় শ্রীবলদেব প্রভৃতি যাদব-সৈন্যাদিপতিগণ সেই জরাসন্ধ প্রমুখ নৃপগণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হতে দেখে নিজেদের অসাধারণ ধনুকের টঙ্কার দিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন ।

১। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাঃ চতুঃপঞ্চাশত্তমঃ হরিজয়ো রুক্মিবিরূপতা ।

ভৈরব্যাঃ প্রবোধ উদ্ধাহো দ্বারকায়ামিতীয়াতে ॥ বি° ১ ॥

১। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদঃ ৫৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধাদি বিপক্ষ বীরদের পরাজিত এবং রুক্মীকে বিরূপতাকরণ—রুক্মিণীকে প্রবোধ দান এবং দ্বারকায় কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহ-উৎসব বর্ণিত হয়েছে ॥ বি° ১ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাঃ ত ইতি পূর্বমেতদর্থমেব শ্রীরামেন সহাগতাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ য ইত্যর্থঃ । স্বান্যসাধারণানি ধনুংষি ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাবুবাদঃ ত ইতি—এই তারা কারা ? এরই উত্তরে—পূর্বে এই প্রয়োজনই শ্রীরামের সহিত আগত এবং প্রসিদ্ধও যারা । স্বপ্রবৃংষি—নিজেদের অনন্যসাধারণ ধনুতে ।

(সমান্তন—ত—যারা শ্রীবলদেবের সহিত পূর্বে এসেছিল কৃষ্ণের সাহায্যার্থে সেই বীরগণ । মহাবল-পরাক্রমাদি দ্বারা প্রসিদ্ধ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণেরই একান্ত প্রিয় যাদবদের সৈন্যসমূহ, যাদবানীকযুথপা এই সৈন্য সকলের যুথপতি শ্রীবলদেবাদি । স্বপ্রবৃংষি—এই যুথপতিদের অসাধারণ ধনুতে বিক্ষুর্জ্য—টঙ্কার দিয়ে । রাজন্—অতিশয় হর্ষে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন ॥ শ্রীসনাতন ॥] ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাঃ বিক্ষুর্জ্য টঙ্কারয়িত্বা ॥ বি° ২ ॥

২। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদঃ বিক্ষুর্জ্য—ধনুকে টঙ্কার দিয়ে ॥ বি° ২ ॥

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেহস্তকোবিদাঃ ।

মুমূচুঃ শরবর্ষণি মেঘা অজিহ্বপো যথা ॥ ৩ ॥

পত্ন্যবলং শরাসারৈশ্চহ্নং বীক্ষ্য স্তমধ্যমা ।

সত্রীড়মৈক্ষং তদ্বক্ৰং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥

৩। অন্নয়ঃ মেঘাঃ অজিহ্ব অপঃ (জলানি) যথা [মুকুস্তি তথা] অস্ত্রকোবিদাঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ) [তে] অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে (রথানাং উপরিস্থঃ প্রদেশে চ স্থিতাঃ সন্তঃ) শরবর্ষণি মুমূচুঃ (যাদবসৈন্যে বাণবৃষ্টিং কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ) ।

৩। স্ত্রীড়মৈক্ষঃ তখন যুদ্ধনিপুণ জরাসন্ধাদি বীরগণ অশ্বপৃষ্ঠে-গজস্কন্ধে-রথোপরি আসনে অবস্থিত থেকে যাদবসৈন্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করতে লাগলো। মেঘমালার পর্বতোপরি বারিবর্ষণের মতো ।

৪। অন্নয়ঃ স্তমধ্যমা [সঃ রুক্মিণী] পত্ন্যঃ বলং (সৈন্যঃ) শরাসারৈঃ (বাণানাং 'আসারৈঃ' বেগবদ্বর্ষণৈঃ) হ্নং (ব্যাপ্তং) বীক্ষ্য ভয়বিহ্বললোচনা [সত্রী] তদ্বক্ৰং (তদ্বপভ্রাঃ শ্রীকৃষ্ণ মুখার-বিন্দং) সত্রীড়ং ঐক্ষং (ঐক্ষত) ।

৪। স্ত্রীড়মৈক্ষঃ নারীর সৌন্দর্য্যছোতক কৃশকটদেশঃ রুক্মিণীদেবী ঐ বাণনিবহের প্রবল বর্ষণে পতির সৈন্যদের সম্যচ্ছন্ন দেখে ভয়বিহ্বল হয়ে তাঁর পতির মুখারবিন্দের দিকে লজ্জিত নয়নে চেয়ে রইলেন ।

৩। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : রথোপস্থে তদুপরিস্থিত-নীড়ে, কোবিদা যুদ্ধাভিজ্ঞা জরাসন্ধমুখাঃ ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাবুবাদ : রথোপস্থে ইতি-রথের উপরিস্থিত উপযুক্ত স্থানে কোবিদা-যুদ্ধাভিজ্ঞা জরাসন্ধমুখা ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অজিহ্বিত। তে শরা যদুনামকিক্রিংকরা অভুবন্বিত্তি ভাবঃ ॥ বি° ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : মেঘা অজিহ্বপো যথা-জলধররাশি পর্বতোপরি যেমন বারিবর্ষণ করে ॥ বি° ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : স্তমধ্যমেতি-লজ্জয়া নম্রত্বেন ভঙ্গুরমধ্যাহব্যাঙ্কেঃ ॥ জী° ৪ ॥

৪। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাবুবাদ : স্তমধ্যমা ইতি-লজ্জায় নম্রতা হেতু কটিদেশের ভঙ্গ প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে। যা নারীর সৌন্দর্য্যের ছোতক ॥ জী° ৪ ॥

প্রহস্তু ভগবানাহ মাস্ত্র ভৈরবামলোচনে।

বিনজ্জ্যত্যাধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥ ৫ ॥

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ।

অমৃগমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজানু রথান ॥ ৬ ॥

৫। অর্থঃ : ভগবান্ (সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহস্তু (উচ্ছিন্নসিদ্ধা) আহ বামলোচনে (হে মনোহরাক্ষি !) মাস্ত্র ভৈঃ (ভয়ং মা কুরু) এতৎ শাত্রবং (শত্রুপক্ষীয়ং) বলং (সৈন্যং) অধুনা (এব তাবকৈঃ (স্বলীয়েঃ বলৈঃ) বিনজ্জ্যতি (বিনাশং যাস্ততি)

৬। মুদ্রাবাদ : সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন—হে মনোহরাক্ষি ! ভয় করো না, এখনই তোমার সৈন্যের দ্বারা শত্রুসৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

৬। অর্থঃ : গদ-সঙ্কর্ষণাদয়ঃ বীরাঃ তেষাং (বিপক্ষাণাং) তদ্বিক্রমং অমৃগমাণাঃ (অসহমানাঃ) [সন্তুঃ] নারাচৈঃ (নারাচ নামক তীক্ষ্ণবাহুঃ) হয়-গজানু-রথানু জঘ্নুঃ (বিনাশয়া-মানুঃ)।

৬। মুদ্রাবাদ : শত্রুসৈন্যদের সেই স্বাভাবিক বিক্রম সাহসের বাইরে চলে যাওয়ায় শ্রীগদ-বসদেবাদি বীরগণ নারাচ নামক তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণে তাদের অশ্ব-গজ-রথনিবহ বিনাশ করতে লাগলেন।

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ঐক্ষৎ ঐক্ষত । বি° ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : ঐক্ষৎ—নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ॥ বি° ৪ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : প্রহস্তুতি—নির্ভয়ে তস্মাভয়দর্শনাৎ তন্নিসনেচ্ছাতম্ : হে বামলোচনে ইতি সম্বোধনম্, তদানীমান্মনি প্রথমার্ণিত-তংসৌন্দর্য্যবিশেষানুভবেন সুখাভিব্যাক্তেঃ। তাবকৈর্হেতুভিবিনজ্জ্যতি, স্বয়মেব মরিয়াতি। তাবকহনির্দেশস্তুত্যাং পরমপ্রণয়ব্যঞ্জকঃ। বহুত্বং স্বসৈন্যস্ত বাহ্যব্যাজকং শত্রুবলশ্চেক্ষৎ চ স্বরপ্রায়ব্যাজকম্। তচ্চ সর্বং তস্মাৎ এবাশ্বাসনার্থম্ ॥ জী° ৫ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদ : প্রহস্তুতি—ভয়শূন্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণগীর ভয়দর্শন হেতু ও উহা নিরসন ইচ্ছায় উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে নববধূকে সম্বোধন করলেন। হে বামলোচনে—মনোহরাক্ষি ! তৎকালে নিজের হৃদয়ে প্রথমার্ণিত নববধুর সৌন্দর্য্য বিশেষ অনুভবের মুখ-অভিব্যক্তি হেতু এই সম্বোধন। বিনজ্জ্যতি ইতি—তোমার নিজসৈন্যের পরাক্রমের সম্মুখে উহার নিজে

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি ।

সকুণ্ডলকিরীটানি সোম্মীষাণি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

হস্তাঃ সাসিগদেদ্বাসাঃ করভা উরবোহজ্রয়ঃ ।

অশ্বাশ্বতরনাগোষ্টধরমর্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥

৭-৮। **অর্থ :** [তদা] রথিনাং (রথাঃ এবাং সন্তীতি তে তেষাং—রথারূঢ়ানাং) অশ্বিনাং (অশ্বারূঢ়ানাং) গজিনাং (গজারূঢ়ানাং সৈন্যানাং) চ কোটিশঃ সকুণ্ডলকিরীটানি—সোম্মীষাণি (উক্ষীষ যুক্তানি) [চ] শিরাংসি ভুবি পেতুঃ (পতিতবস্তু) ।

(তথা, তেষাং) সাসিগদেদ্বাসাঃ (অসিচ্চ গদা চ 'ইব্যাসঃ' ধনুচ্চ তৈঃ সহ বর্তমানাঃ) হস্তাঃ করভাঃ (মণিবন্ধাং কনিষ্ঠা পর্যন্তঃ করস্ত বহির্ভাগাঃ) উরবঃ (উরুভাগাঃ) অজ্রয়ঃ (পাদাঃ) [তথা] অশ্বাশ্বতর নাগোষ্টধরমর্ত্যশিরাংসি (অশ্বা, 'অশ্বতরাঃ' গর্দভাং অশ্বায়াং জাতাঃ পশবঃ, 'নাগাঃ' গজাঃ, উষ্ট্রাঃ, 'খরাঃ' গর্দভাঃ 'মর্ত্তা' মানবাঃ—তে তেষাং শিরাংসি চ পেতুঃ) ।

৭-৮। **মূল্যাবাদ :** তখন রথারোহী-অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্যদের কুণ্ডল-কিরীট মণ্ডিত-উক্ষীষ যুক্ত কোটি কোটি মস্তক ভূতলে পতিত হতে লাগল ।

তথা তাদের অসি-গদা-ধনু সমন্বিত হাত-করভা অর্থাৎ কনুইর দীচের থেকে হাতের কজী পর্যন্ত অংশ, উরুভাগ, পা এবং অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী-উট-গর্দভ ও মানুষের মাথা এবং পতাকা প্রভৃতি ছিন্ন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল ।

নিজেই বিনষ্ট হবে। এখানে তাবকঙ্ক নির্দেশ অর্থাৎ যাদব সেনারা যে এই নববধূরই, এরূপ নির্দেশ। নববধূতে পরম প্রণয়ব্যাঞ্জক। **তাবাকঃ**—নিজসৈন্যেব বহুবচন প্রয়োগ বাহুল্য ব্যাঞ্জক আর 'শাত্রবং বলাং' এক্রপে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বেলায় একবচন প্রয়োগ স্বল্পতা ব্যাঞ্জক। এ সবকিছুই বলা হল দেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য। **জী° ৫ ॥**

৫। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** মান্ন ভৈঃ মাভবীঃ। তাবাকরশ্রুতিঃ শ্বেষাং স্বীয়নির্দেশ-স্বপ্নাং পরমপ্রণয়ব্যাঞ্জকঃ ॥ বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদ :** মান্ন ভৈঃ—ভয়পেও না। **তাবাকঃ**—এখানে নিজের সৈন্যদের নববধুর সৈন্য বলে নির্দেশ তাঁর প্রতি পরম প্রণয়ব্যাঞ্জক ॥ বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীবৈ° ভো° টীকা :** তদ্বিক্রমমিতি—সমাসেন বিক্রমশ্চ তাদৃশঃ স্বাভাবিকঃ দর্শয়তি—নীলোৎপলমিতিবং। অযুধ্যমাণা অসহমানা গদস্তাদৌ উক্তিভক্তিবিশেষণাগ্রে ভবনাং

হনুমানবলানীকা বৃষ্টিভিজ্জয়াকাজিক্ৰিভিঃ ।

রাজানো বিযুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরুষরাঃ ॥ ৯ ॥

৯। অর্থঃ : জয়াকাজিক্ৰিভিঃ 'জয়ভিলাষিভিঃ' বৃষ্টিভিঃ (যাদবসৈন্যৈঃ) হনুমানবলানীকাঃ (হনুমানানি 'বলানীকানি' সৈন্যসমুদায়াঃ যেবাং তে) জরাসন্ধপুরুষরাঃ (জরাসন্ধপ্রমুখা) রাজানঃ বিযুখাঃ (সন্ত) জগ্মুঃ (পলায়নং চক্ৰ) ।

৯। মূল্যাবাদ : অনন্তর জয়াকাজিক্ৰী যাদবগণ কর্তৃক সৈন্যনিবহ নিহত হতে থাকলে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যুদ্ধে পরাধীন হয়ে পলায়ন করল ।

হয়ানামতিচঞ্চলতাং প্রথমং হয়ানাং, ততো গজানাং স্থূল-স্থূলত্বাৎ সর্বান্তে পরাজয়-পূর্ণতচ্ছয়া সর্বতো মুখানাং রথায়ামিতি নির্দেশ ক্রমাভিপ্রায়ঃ ॥ জী° ৬ ॥

৬। শ্রীজীবৈব. তো. টীকাবুবাদ :—ভট্টিক্রমঃ—এই বাক্যটি সমাসবদ্ধভাবে থাকায় বিক্রমের তাদৃশতা যে স্বাভাবিক, তাই দেখান হল। নীলোঃপল শব্দটিতে নীল রংটি 'উৎপল' অর্থাৎ পদ্ম শব্দটির সহিত সমাসবদ্ধ অবস্থায় থাকায় যেমন পদ্মটি যে স্বভাবতই নীল, এরূপ বুঝা যায় সেরূপই এখানেও এদের বিক্রমের স্বাভাবিকতা বুঝা যাচ্ছে। অধ্বামাণা—অসহমানা। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভাই-গদের নামটি প্রথমে উক্ত হল ভক্তি বিশেষে অগ্রে স্থিতি হেতু। শত্রুপক্ষের অশ্বাদির ধ্বংসের ক্রমটি এরূপ, যথা—হনুগজান্—অশ্ব অতি চঞ্চল হওয়া হেতু ধ্বংস করলেন প্রথমেই। হস্তী স্থূলকায় হওয়া হেতু সকলের শেষে। সর্বান্তে রথধ্বংস করা হল শত্রুপক্ষের পরাজয় পূর্ণতা ইচ্ছায় ॥ জী° ৬ ॥

৭। শ্রীজীবৈব. তো. টীকা : পেতুরিতি যুগাকম্। রথাদীনাক্ষ যথাপূর্বং যুদ্ধে শ্রৈষ্ঠ্যান্ততৎক্রমেণ শিরঃপতনং, কুণ্ডলাদীনাং যথাসম্ভবং সমচয়ঃ পার্থক্যঞ্চ ইতি তেষামাধিকানুচনেন বীরেষু মহত্বং সূচিতম্ : কোটিশ ইত্যন্ত পরত্নাপি সর্বৈবরথঃ ॥ জী° ৭ ॥

৭। শ্রীজীবৈব. তো. টীকাবুবাদ : পেতুঃ—'ভূমিতে পতিত হতে লাগল। এই বাক্যটি ৭-৮ এই দুটি শ্লোকেই অধিত করে, একসঙ্গে বাখ্যা। বখিত্যাম্ ইতি—রথারোহী, অশ্বরোহী ইত্যাদি যথাক্রমে যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হওয়া হেতু সেই সেই ক্রমে 'শিরপতন। কুণ্ডলাদির যথা সম্ভা সংযুক্ত এবং পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে—এইরূপে এদের আধিকা সূচনের দ্বারা যোদ্ধাদের আধিক্য সূচিত হচ্ছে। পরেরও কোটিশঃ—কোটি কোটি অর্থাৎ অসংখ্য শব্দটি 'শিরপতনাদি' সর্বত্র অর্থ ॥ জী° ৭ ॥

৬-৭। শ্রীবিষ্ণুস্বাথ টীকা : তত্তদা স চাসৌ বিক্রমশ্চ তমিতি বা ॥ বি° ৬-৭ ॥

৬-৭। শ্রীবিষ্ণুস্বাথ টীকাবুবাদ : তৎবিক্রমকং—'তৎ' তদা। বা সেই বিক্রম ॥ বি° ৬-৭ ॥

শিশুপালং সমভ্যোত্য হতদারমিবাতুরম্ ।

নষ্টদ্বিষং গতোৎসাহং শুশ্রূষদনমস্ক্রবন্ ॥ ১০ ॥

১০। অন্নয়ঃ [তে] হতদারমিবাতুরম্, (যথা হতদারঃ কাশ্চিদাতুর ভবতি তথাভূতম্,) নষ্টদ্বিষং (নষ্টা 'দ্বিট্' কাস্তির্ন্যস্তাং) গতোৎসাহং শুশ্রূষদনম্, শিশুপালং সমভ্যোত্য (উপগম্য) অক্রবন্ (বক্ষ্যমাণ বিষয়ং কথয়ন্তি স্ম)

১০। য়লাবুবাদঃ পলায়ন করত তারা হতদার সদৃশ ব্যাকুল, নিপ্রভ, নিরুৎসাহ, শুকমুখ শিশুপালের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন বক্ষ্যমাণ বিষয় ।

৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাঃ করভা ইতি তৈর্য্যাখ্যাতম্ । তত্র 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্ত করভো বহিঃ' ইত্যনুসারেণ লক্ষণ্যৈব প্রকোষ্ঠাবচনম্ । প্রকোষ্ঠস্তদুপরিভাগঃ, পক্ষে ক্রমনিয়মাৎ করভা ইব করভা ইতি ॥ জী° ৮ ॥

৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ করভা ইতি—করভাঃ প্রকোষ্ঠা অর্থাৎ কনুইর নীচে থেকে 'মণিবন্ধ' হাতের কজী পর্যন্ত অংশ ॥ জী° ৮ ॥

৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাঃ জয়কাশিভিঃ জিতকাশিভিঃ, 'জিতকাশী জিতাহবঃ' ইতি ক্ষীরস্বামী । জয়কাজ্জিভিরিতি পাঠঃ স্পষ্টঃ ॥ জী° ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ জয়কাশিভিঃ—[সনাতন—জয়কাশিভিঃ—'জয়কাশিযুতঃ' জয় প্রকাশ করাই স্বভাব যাঁদের সেই যাদবরা, অথবা 'জয়ঃ' শ্রীকৃষ্ণ উহাকে প্রকাশন-শীল সেই ভক্তশ্রেষ্ঠদের দ্বারা ।]

জিতকাশিভিঃ—ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষে এর অর্থ 'জিতাহব' এই শব্দটির পাঠান্তর 'জয়কাজ্জিভিরিতি' যা স্পষ্ট ॥ জী° ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাঃ নষ্টদ্বিষমিত্যাদিনা হিড়নাশাদিনা কায়মনোবাচাং ক্রমেণ শত্ৰুপক্রম উহাঃ ॥ জী° ১০ ॥

১০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ নষ্টদ্বিষং—নষ্টপ্রভা ইত্যাদি দ্বারা কায়-মন-বাক্য ক্রমানুসারে শিশুপালের শক্তিনাশ অনুমিত হচ্ছে ॥ জী° ১০ ॥

৮-১০। শ্রীবিষ্মবাতা টীকাঃ করভাঃ 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্ত করভো বহিঃ'রিত্যমরঃ ॥ বি° ৮-১০ ॥

ভো ভোঃ পুরুষশাৰ্দূল দৌৰ্গমনশ্চমিদং ত্যজ ।

১০। ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

যথা দারুময়ী যোষিং নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া ।

(১০। ১১।) এবমীশ্বরতন্ত্রোহয়মীহতে সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

১১। অর্থঃ ৩ ভো ভোঃ পুরুষশাৰ্দূল ! (পুরুষ শ্রেষ্ঠ !) ইদং দৌৰ্গমনশ্চ (মনোদুঃখং) ত্যজ [যতঃ] রাজন্ ! দেহিষু (দেহিণাং মধ্যে) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখ-দুঃখয়োঃ) নিষ্ঠা (স্থিৰ্য্যং) ন দৃশ্যতে ।

১১। মূল্যাবাদঃ ৩ ভো ভোঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই মনোদুঃখ ত্যাগ কর । যেহেতু হে রাজন্ ! নানা দেহে ভ্রাম্যমান জীবের মধ্যে সুখ-দুঃখের স্থিরতা দেখা যায় না ।

১২। অর্থঃ ৩ দারুময়ী যোষিং (কাষ্ঠপুত্তলিকা) যথা কুহকেচ্ছয়া (ঐন্দ্রজালিকশ ইচ্ছা-নুসারেণ) নৃত্যতে এবং (তথা) ইশ্বরতন্ত্রঃ (ইশ্বরেচ্ছাবশীভূতঃ) অয়ং (সর্বোহপি জীবঃ) সুখদুঃখয়োঃ দৃশ্যতে (প্রবর্ততে) ।

১২। মূল্যাবাদঃ ৩ কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ ইশ্বরেচ্ছাবশীভূত জীবসকলও সুখ-দুঃখে প্রবর্তিত হচ্ছে ।

৮-১০। শ্রীবিষ্ণুনাথটীকাবুবাদঃ ৩ কবচাঃ—মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত করের বহির্ভাগ ॥ বি-৮-১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ-ভো-টীকাঃ ৩ শ্রীমুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠাং বাকোনৈব তমুপহসতি—ভো ভো ইত্যাদিনা বীষা, মহার্ঘশ্চ তদ্বৎ বলাদাভিমুখ্যর্থম্ । হে পুরুষশাৰ্দূলেতি—সংপূসো দৌৰ্গমনশ্চ হিন যোগ্যমিতি ভাবঃ । দেহিষু নানাদেহং প্রাপ্তবন্তু জীবেষু তচ্চ হয়া বৃধাতে এবৈত্যাঙ্কঃ—হে রাজন্নিতি ॥ জী-১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ-ভো-টীকাবুবাদঃ ৩ শ্রীমুনীন্দ্র শুকদেব জরাসন্ধাদির বাক্যের দ্বারাই সেই শিশুপালকে উপহাস করছেন—ভো ভো ইত্যাদি কথ'র ব্যাপ্তি ইচ্ছায় ছবার বলা হল—মহার্ত শিশুপালকে তাদের বক্ষ্যমাণ কথার শ্রবণ অভিমুখী কর'র জন্ত ।

হে পুরুষশাৰ্দূল ইতি—সংপুরুষগণের পক্ষে মনোদুঃখ যোগ্য নয়, একরূপ ভাব । দেহিষু—নানা দেহে ভ্রাম্যমান জীবের মধ্যে সুখদুঃখের স্থিরতা দেখা যায় না—সে তো রাজা বলে আপনি বোঝেনই, এই আশয়ে সম্বোধন করলেন—হে রাজন্ ইতি ॥ জী-১১ ।

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ ।

১১৬ ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম ॥ ১৩ ॥

১৩। অন্নয়ঃ শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণ সকাশাৎ) অহং ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈঃ সপ্তদশ সংযুগানি (যুদ্ধানি ব্যাপ্য) পরাজিতঃ বৈ (পরাজিতঃ অভবমিতি প্রসিদ্ধিঃ) অহং পরং (কেবলম্, অন্তিমং বা) এক জিগ্যে (জিতবান্) ।

১৩। মূল্যাবাদঃ সকলে মিলে বললেও যখন শিশুপালের বিধ্বস্ততার নিবৃত্তি হল না, তখন জরাসন্ধ স্বয়ংই তাঁকে স্বানুভব প্রদর্শন পূর্বক সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যথা—আমি ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক সেনাসমূহ সমভিযাহারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি—ইহা প্রসিদ্ধই আছে, তবে শেষে এক যুদ্ধে আমি জিতেছিও ।

১১। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাঃ নিষ্ঠা স্তৈর্যম্ ॥ বি° ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাবাদের নিষ্ঠা—স্তৈর্য ॥ বি° ১১ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাঃ তচ্চ কুত? তব্রাহঃ—যথেন্তি । যোষিদিতি তৎপ্রতি-মায়া এব কটিকরঞ্জন বিষয়ি-প্রবর্তন্তথাহি তব্রাহঃ । নৃত্যতে নৃত্যতি অয়ং সর্বোইপি জন ইহতে প্রবর্ততে, তুঃখন্ত পশ্চাত্তুষ্টিঃ, সুখে স্বত এব প্রবর্তত ইতি চেৎ ন তুঃখেইপি তদর্শনাদিতি বোধয়তি । ঈশ্বরঃ ‘অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা’ (শ্রীশ্বে ৩।১৯) ইত্যাত্মজলক্ষণঃ, ‘সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ’ (শ্রীশ্বে ৩।১৪) ইত্যাদিলক্ষণো বেতি রাজ্ঞাং ভাবঃ । এবমীশ্বরমাত্র-জ্ঞানেইপি পূর্ণ-তদা-বিভাবনরাকৃতি-পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণবৈমুখ্যাৎ সর্বং তদ্বিধানং ভস্মনি ছতমিতি তু শ্রীমুনীন্দ্রস্য ॥ জী° ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাবাদের : [শ্রীসনাতন টীকা—তচ্চ কুতঃ জগদীশস্যোচ্চত ইতি বক্তুং জগতন্তরীণীনহং সদ্যঃ স্তম্ভ মাছঃ যথেন্তি যোষিদিতি দীপ্যামেব নৃত্যো প্রাধান্যাৎ নৃত্যতে নৃত্যতি অয়ং সর্বোইপি জনঃ ইহতে প্রবর্ততে সুখাদিৎসায়াং তস্য সত্যং সুখেহা, তুঃখদিৎসায়াঞ্চ তুঃখেহা, ততচ্চ সুখেহণ প্রাস্য পাপ্শুঃ, তুঃখেহাচাপ্রিয়স্যোত্যর্থঃ । তুঃখসা পশ্চাত্তুষ্টিরতা-স্বাতন্ত্র্যবোধনার্থং অতঃ পূর্বোক্তক্রমো নাপেক্ষিতঃ । ঈশ্বরেচ্ছায়াঞ্চ কারণানুসন্ধানমীশ্বরহৃদেব নিরন্তর-অগাথা স্বাতন্ত্র্যাহান্যামীশ্বরতাপ্রসক্তিঃ ॥ ১২ ॥]

শ্রীসনাতন—কি করে জগদীশ ইচ্ছায়?—এরই উত্তর দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তাঁর জগতের অদীনতা সদ্যঃ স্তম্ভ যথা ইতি—যথা দাক্ষমণী নারী ইত্যাদি । নারীদের নৃত্যে প্রাধান্য থাকা হেতু বর্তমানে নৃত্যপরায়ণ এই নারী সকল জনকেই ইহাতে—নিযোজিত করে সুখের পথে, তার সুখের ইচ্ছা থাকায়

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রস্রয্যামি কহিচিৎ ।

কালেন দৈবযুক্তেন জ্ঞানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥

১৪। অন্নয়ঃ : তথাপি অহং দৈবযুক্তেন (‘দৈবম্’ অদৃষ্টং তদযুক্তেন) কালেন জগৎ বিদ্রা-
বিতং (সংকোভিতং) জ্ঞানন্ [সন্] কহিচিৎ (কদাপি) ন শোচামি ন প্রস্রয্যামি।

১৪। স্মৃত্যবুদ্ধ্যাদিঃ : তথাপি অদৃষ্টযুক্ত কাল কর্তৃক জগৎ সংকোভিত, এজেনেই আমি
কখনও পরাজিত হলেও শোক করি না, আবার জয়ী হলেও আনন্দিত হই না।

আর দুঃখের দিকে প্রবর্তিত করে দুঃখের ইচ্ছা থাকায়। দুঃখের পশ্চাৎ উক্তি অস্বাভাব্য বোধনার্থ।
সুখ দুঃখের পূর্বোক্তকম অপেক্ষাও নেই। ঈশ্বর ইচ্ছার ক্রম অনুসন্ধানও করা যাবে না সুখ-দুঃখেও—
তার ঈশ্বিতা হেতুই উহা নিরস্ত। অত্যাশ্রিত হানি হয়, অনীশ্বরতা প্রসক্তি এসে যায়।

[জীবলদেব - মায়া মর্ত্যিতা ঈশ্বরতান্দ্ৰাহমিতি—কলবাদী জরাসন্ধাদি বীরগণ কালকেই
ঈশ্বর বলে মনে করে, তার নিয়ন্ত্রণও যে কক্ষ, রূপ মনে করে না, অতএব ইহাই এদের
অশ্রুত ॥ জী° ১২ ॥]

১২। জীবিশ্বনাথ দীক্ষা : কুহকো মর্ত্যিতা তস্যোচ্চয়া এবময়ং জীবলোকঃ। কদাচিৎ
সুখ কদাচিৎ দুঃখং ঈশ্বতে চেৎপতে প্রাপ্তত ইতি যাবৎ। ঈশ্বরাদীন ইতীশ্বরং মানিতবতামপি তেষাং
কক্ষবৈমুখ্যাদেবাস্রুতম্ ॥ বি° ১২ ॥

১২। জীবিশ্বনাথ দীক্ষাবাদ : কুহক নাচার—তার ইচ্ছা দ্বারা এই জীবলোক কদাচিৎ
সুখ কদাচিৎ দুঃখং—ঈহাত—প্রবর্তিত হচ্ছে। ঈশ্বরতত্ত্বঃ যাবৎ ঈশ্বরাদীন। ঈশ্বরকে মানিলেও
তাদের কক্ষবৈমুখ্য হেতুই অশ্রুত ॥ বি° ১২ ॥

১৩। জীজীব বৈ° ভো° দীক্ষা : এবং সর্গৈঃ সংহত্যোক্তেহপি তস্য দৌর্গাস্যাত্যাগমদৃষ্টা
স্বয়ং জরাসন্ধ এব স্মানুভবপ্রদর্শনেন সাস্থয়তি শৌর্যেরিতি। ত্রয়োবিংশত্যর্কোহিনীসংখ্যঃ সৈন্যৈঃ
সহ অহং শৌরিত পরাজিতোভবম্। বৈ প্রসিক্তো। যদ্বা, আর্ষী কর্তৃরি যদ্বা, শৌর্যেণৈত্যাঃ।
শ্রুতমুদ্বৈনশ্রুতং মিহু যতে প্রোচিৎক। তত্রাপি নিজমানরক্ষার্থং কথ্যতে—জিগো ইতি ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। জীজীব বৈ° ভো° দীক্ষাবাদ : (এইরূপে সকলে মিলে বললেও যখন শিশুপালের
বিষয়তার নিবৃত্তি হল না, তখন জরাসন্ধ তাকে স্বয়ংই স্মানুভব প্রদর্শন পূর্বক সাস্থনা দিচ্ছেন।)
—শৌর্যঃ ইতি। ত্রয়োবিংশতি অর্কোহিনী সংখ্যক সৈন্যসহ আমি কুষের কাছে পরাজিত

অধুনাপি বয়ং সৰ্ব্বৈ বীরযুথপযুথপাঃ।

পরাজিতাঃ কঙ্কতস্ত্রৈর্যত্নভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্নয়ঃ : অধুনাপি সৰ্ব্বৈ বীরযুথপযুথপাঃ (বীরগণঃ যুথপতিঃ, তেষাং যুথপতিঃ) বয়ং কৃষ্ণপালিতৈঃ (নন্দগোপপুত্রৈঃ পালিতৈঃ) কঙ্কতস্ত্রৈঃ (স্বল্পসৈন্যৈঃ) যত্নভিঃ (যাদবৈঃ) পরাজিতাঃ।

১৫। যুগ্মাবাদঃ : অধিক কি বলব ? এইমাত্র আমরা সকলে গোয়ালপুত্র পালিত স্বল্প সৈন্য সমন্বিত যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হলাম।

হয়েছি। অথবা কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়েছি। বৈ—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ‘কৃষ্ণ না বলে শৌরে শব্দটির উল্লেখে কৃষ্ণ তার নাতী এরূপ ইঙ্গিত করত কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব গোপন করা হল। তত্রাপি নিজের মান রক্ষার্থে বলস জিগ্য—শেষে এক যুদ্ধে আমি জিতেছি ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : শৌরেঃ সকাশাৎ সংযুগানি ব্যাপ্য সংযুগেষু বা পরাজিতঃ পরাভূতঃ। ত্রয়োবিংশত্যর্কোহিণীসৈন্যৈঃ একং পরং একস্মিন্নস্তিম্ এব সংযুগে জিগ্যে জিতবানস্মি ॥ বি° ১৩।

১৩। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুদাদঃ : শৌরেঃ—ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক সেনাসমূহ সমভিব্যাহারে সংযুগানি—সপ্তদশবার ব্যাপিয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হয়েছি। একম্ পরম্—এক শেষ-যুদ্ধে আমি জয়লাভ করেছি ॥ বি° ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তথৈবাহ তথাপীতি। পরাজয়েনাপি ন শোচামি, জয়েনাপি ন প্রহৃষ্ট্যামীত্যর্থঃ। কহিচিদিদাত্তোভয়ত্রাপ্যম্বয়ঃ। বিদ্রাবিতং সংক্ষোভিতম্। ননু কালস্ত সৰ্বত্র সাম্যেন ন তস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তিঃ কুতঃ স্মাৎ ? তত্রাহ—দৈবেতি, স্বকৰ্ম্মণাং বৈচিত্র্যাদিত্যর্থঃ। পূৰ্ব্বমীশ্বরেচ্ছব কারণমুক্তম্ ; অধুনা তু দৈবসংযুক্তঃ কাল ইত্যস্তাঃ ভাবঃ। জীবস্ত দৈবমনাদি-সিদ্ধবাদনস্তম্বেব বর্ততে, তত্রেশ্বরচেষ্টাশ্চকাল-বিশেষো দৈববিশেষমুপাদত্ত ইতি ॥ জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাদঃ : তথাপীতি—পরাজয়েও শোক করি না, জয়েও আশ্লাদিত হই না। ‘কহিচিং’ বাক্যটি শোক-আশ্লাদ উভয় দিকেই অম্বয়। বিদ্রাবিতং—সংক্ষোভিতং। আচ্ছা কালের সর্বত্র সাম্য হওয়া হেতু তার থেকে প্রিয়-অপ্রিয় প্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে দৈবঘুঞ্জনকারণে—অদৃষ্টযুক্ত কালের দ্বারা হয়। নিজ নিজ কর্মের বিচিত্রতা হেতু। পূর্বে ঈশ্বর ইচ্ছাকেই কারণ বলা হয়েছে, অধুনা কিন্তু বলা হল দৈবযুক্ত কাল—এর ভাব এরূপ যথা—জীবের দৈব অনাদি সিদ্ধ হওয়া হেতু উহা অনন্ত হয়ে থাকে, তথায় ঈশ্বরের মনের চালনাত্মক কাল বিশেষ দৈববিশেষ উৎপাদিত করে ॥ জী° ১৪ ॥

রিপবো জিহ্মারধুনা কাল আত্মানুসারিণি।

তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। অর্থঃ : অধুনা রিপবঃ কালে আত্মানুসারিণি (আত্মনঃ ‘অনুসারিণি’ অনুকূলে সতি)
জিহ্মাঃ (জয়িনঃ বভূবুঃ) যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ (অস্মাকং অনুকূল ভবেৎ) তদা বয়ং বিজেষ্যামঃ
(তজ্জয়াদপি বিশেষেণ জেষ্যামঃ) ।

১৬। মূলানুবাদঃ : এক্ষণে কাল শত্রুদের অনুকূলে তাই তারা জয়ী হল। আবার যখন
কাল আমাদের অনুকূলে আসবে তখন আমরা অধিক হেনস্তায় ওদেরকে পরাজিত করব।

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দৈবমদৃষ্টং তদযুক্তেন বিদ্রাবিতং সংকোভিতম্ ॥ বি° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : দৈবম্—অদৃষ্টং, এই অদৃষ্টের সংযোগে এই জগৎ বিদ্রা-
বিতং—ধ্বংসিত হয়ে থাকে ॥ বি° ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : প্রকৃতলজ্জা-তুঃখাপলাপে তৎ সর্বং যোজয়তি—
অধুনা পীতি, সম্প্রতি পি পণ্ডিতার্থঃ। বয়মিতি সর্বাপেক্ষয়া। পুংঃ সর্বোবামেবৈতানি বচনানীতি
বা। কৃষ্ণেতি—মূলনামগ্রহণমপ্যবজ্ঞাসূচমার্থম্ ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদঃ : প্রকৃত লজ্জা-তুঃখ অস্বীকার বিষয়ে পূর্বের ‘সর্বং’ অর্থাৎ
(এই সকল কথা) শব্দটি নিয়োজিত করা হয়েছে। এই শ্লোকেও তাই করা হচ্ছে। অধুনা পি ইতি—
সম্প্রতিও দেখ-না, ‘বয়ম্’ আমরা—এই বয়ম্, শব্দটি সকল মহাবীরগণের অপেক্ষায়। অথবা পুনরায়
সকলেরই এই সকল কথাবার্তার অপেক্ষায়। কৃষ্ণ ইতি—ভগবানের মূল নাম গ্রহণও অবজ্ঞা সূচকভাবে
অর্থাৎ ‘গোয়ালার পুত্র’ বলে বুঝাবার জন্য জী° ১৫। [শ্রীবিষ্ণুনাথ—ফল্লভাঙ্গঃ—তুচ্ছ পরি-
চ্ছদধারী জী+বি°]

১৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ফল্লভাঙ্গঃ তুচ্ছপরিচ্ছদৈঃ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : ফল্লভাঙ্গঃ—ফল্লভাঙ্গঃ সমন্বিত (যাদবগণ কতৃক) ॥ বি° ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : পুনস্তৎ সর্বমাস্থাসনে যোজয়তি—রিপব ইতি।
আত্মানোহনুসারিণি অনুকূলে সতি তজ্জয়াদপি বিশেষেণ জেষ্যামঃ। বয়ম্ ইতি পাঠে বয়মপি ॥ জী° ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদঃ : পুনরায় সেই বীরসকলকে আশ্বাসিত করবার জন্য আর
কিছু কথা সংযুক্ত করা হচ্ছে—রিপব ইতি অর্থাৎ শত্রুগণ ইত্যাদি। আত্মানোহনুসারিণি—নিজেদের

শ্রীশুক উবাচ।

এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চত্বোহগাং সানুগঃ পুরম্।

হতশেষাঃ পুনস্তেহপি যযুঃ স্বং স্বং পুরম্ নৃপাঃ ॥ ১৭ ॥

কুম্বী তু রাক্ষসোদ্ধাহং কুম্বদ্বিড়সহন্থ স্বসুঃ।

পৃষ্ঠতোহঙ্গমং কুম্বমকৌহিণ্যা বৃত্তো বলী ॥ ১৮ ॥

১৭। অর্থঃ মিত্রৈঃ (জরাসন্ধপ্রমুখৈঃ বান্ধবৈঃ) এবং প্রবোধিতঃ সানুগঃ (অনুচরৈঃ সহিতঃ) চৈত্ৰঃ (শিশুপালঃ) পুরঃ (নিজপুরম্) অগাং (যযৌ), হতশেষাঃ তে নৃপাঃ অপি পুনঃ স্বং স্বং পুরং যযুঃ।

১৭। মূল্যবুবাদঃ হিতৈবী জরাসন্ধাদিনৃপগণ কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয়ে অনুচর-গণের সহিত শিশুপাল নিজপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করল, আর হতাবশিষ্ট অগ্ন্যান্য রাজগণও নিজ নিজ পুরে প্রস্থান করল।

১৮। অর্থঃ কুম্বদ্বিট্ (কুম্বদেবী) বলী (বলবান্) কুম্বী তু স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) রাক্ষসো-দ্ধাহং অসহন্থ (অসহমানঃ) অকৌহিণ্যা বৃত্তঃ (পরিবৃত চ সন্) কুম্বং পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) অঙ্গমং (অনুজগাম)।

১৮। মূল্যবুবাদঃ শ্রীকুম্বদেবী বলবান্ কুম্বী ভগিনীর রাক্ষসবিবাহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে অকৌহিণী সেনা-সঙ্গে শ্রীকুম্বের পিছে পিছে ধাবিত হল।

অনুকূল হলে বিজয়যাত্রা — উহাদের জয় থেকেও বিশেষরূপে তাদিকে জয় করব। 'বয়স্ চ' পাঠে বয়মপি আমরাও ॥ জী° ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ হতশেষাঃ শেষা ইতি, বহবো হতা ইতি জ্যোত্যাতে ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ হতশেষাঃ—হত হওয়ার পর যারা অবশিষ্ট রইল!—এই কথার দ্বারা জ্যোতিত হচ্ছে—হতের সংখ্যা বহু ॥ জী° ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ পূর্বোক্ত-যুদ্ধারম্ভে কল্পিণো বৃদ্ধিমাহ—কুম্বী ইতি। পৃষ্ঠতঃ পশ্চাদিতি শ্রীবলদেবাদিষু যুদ্ধভারঃ বিবৃণু দ্বারকাঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থানং। তথা চ হরিবংশে—'আদায় কল্পিণীঃ কৃষ্ণো জগামাশু পুরীং প্রতি। রামে ভারং সমাসজ্য যুযুধানে

ক্লম্যমর্ষী সুসংরক্তঃ শৃংগাং সর্বভূভুজাম্ ।

প্রতিজ্ঞে মহাবাহুদংশিতঃ সশরাসনঃ ॥ ১৯ ॥

অহম্মা সমরে ক্লম্যপ্রত্যা চ ক্লম্মগীম্ ।

কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদব্রবীমি বঃ ॥ ২০ ॥

১৯-২০ । অর্থঃ : অমর্ষী (অসহমানঃ) সুসংরক্তঃ (ক্রোধাবিষ্টঃ) দংশিতঃ (কৃতকবচবন্ধনঃ) সশরাসনঃ (ধনুর্ধারী) মহাবাহুঃ ক্লম্মী শৃংগাং সর্বভূভুজাং (সর্বেষাং রাজ্যাং সমীপে) প্রতিজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্) — [সমরে ক্লম্য অহম্মা ক্লম্মগীম্ অপ্রত্যা (অগৃহীত্ব) চ কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি, বঃ (যুগ্মান্) এতং সত্যং ব্রবীমি ।] মহাবাহুঃ অমর্ষী (অসহনঃ) [অতএব] সুসংরক্তঃ (অতি ক্রোধী) ক্লম্মী দংশিতঃ (কবচিতঃ) সশরাসনঃ (শরাসনেন ধনুযা সহিতঃ চ সন্) শৃংগাং সর্বভূভুজাং (শৃংগং সর্বভূভুজং) প্রতিজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাং চকার) সমরে ক্লম্য অহম্মা ক্লম্মগীম্ অপ্রত্যা (অনানীর) চ কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি, এতদ, সত্যম্, ব্রবীমি (বদামি)

১৯-২০ । যুগ্মাবাদঃ : মহাবাহু অসহনশীল স্তবরাং অতিক্রোধী ক্লম্মী বর্ম এটে ধনুর্ধারণ করত সমস্ত নৃপতিগণকে শুনিয়া শুনিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল।— আমি ইহা সত্য করে বলছি—যুদ্ধে ক্লম্মকে নিহত ও ক্লম্মগীকে আনয়ন না করে কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করব না।

চ বীৰ্য্যবান্ ॥ অক্রুরে বিপৃথৌ চাপি গদে চ কৃতবর্ষণি । চক্রদেবে স্তদেবে চ সারণে চ মহাবলে ॥ নিবৃত্তশত্রৌ বিক্রান্তে ভঙ্গকারে বিদূরথে । উগ্রসেনাশ্রজে কঙ্কে শতছায়ে চ কেশবঃ । রাজাধিদেবে যদবে প্রাসনে চিত্রকে তথা ॥ অরিনাস্তে বৃহদুর্গে স্বকঙ্কে সত্যকে পৃথৌ । বৃক্ষাক্ষকেষু চাত্তেষু মুখোষু মধুসূদনঃ ॥ ইতি । স্ববজ্রনি স্থিতাংস্তান্ বক্ষয়িত্বৈতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী' ১৮ ॥

১৮ । শ্রীজীবৈবন্তোঃ টীকাবৃত্তাদঃ : পূর্বোক্ত যুদ্ধ আরম্ভে ক্লম্মীর আচরণ বলা হচ্ছে— ক্লম্মী তু ইতি । পৃষ্ঠোত্তোহস্তগম্যং ক্লম্মম্— ক্লম্মী ক্লম্মের পিছে পিছে ধাবিত হল—শ্রীবলদেবের উপর যুদ্ধভার দিয়ে দ্বারকার দিকে ক্লম্মের প্রস্থান হেতু হরিবংশেও এরূপই আছে, যথা—বীৰ্য্যবান্ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা অভিযুখে যাত্রা করলেন—নিজ জন বলরাম, যুধাণ, অক্রুর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্মা, চক্রদেব, স্তদেব, মহাবল, সারণ, নিবৃত্তশত্রু, বিক্রান্ত ভঙ্গকার বিদূরথ, উগ্রসেনাশ্রজ কঙ্ক, শতছায়া, রাজাধিদেব যদব, প্রাসেন, চিত্রক, অরিনাস্ত, বৃহদুর্গ, স্বকঙ্ক, সত্যক, পৃথু এবং অত্যাশ্র বৃষ্ণি ও অঙ্কগণের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পণ পূর্বক স্বরাশ্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণগী সমভিব্যাহারে।—নিজ পথে অবস্থিত শত্রুগণকে ধোঁকা দিয়ে ॥ জী' ১৮ ॥

১৬-১৮ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : প্রদক্ষিণঃ অনুকূলঃ যদা স্মাং ॥ বি' ১৬-১৮ ॥

ইত্যুক্তা রথমারুহ সারথিং প্রাহ সত্তরঃ ।

চোদয়াস্থান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্ত মে সহযুগং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

২১। অন্নয় : [রথী] ইতি (এবং) উক্তা রথং আরুহ [সঃ] সত্তরঃ (স্বায়ুক্তঃ সন্) সারথিং প্রাহ (উবাচ) যতঃ (যত্র) কৃষ্ণঃ [বর্ততে তত্র] অস্থান্ চোদয় (পরিচালয়) তস্ত (কৃষ্ণস্ত) মে (ময়া সহ) সহযুগং (যুদ্ধং) ভবেৎ ।

২১। যুদ্ধাবুবাদ : রথী একপ বলে রথে আরোহণ পূর্বক সারথিকে বলল, হে সারথে ! যথায় কৃষ্ণ আছে সে স্থানে তুমি শীঘ্র শীঘ্র অশ্ব ছুটাও । কারণ আমার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হবে ।

১৬-১৮। শ্রীবিষ্মবাতা টীকাবুবাদ : [আত্মাবুদারিণি—নিজ অনুকূলে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ আমাদের অনুকূল হবে—বলদেব]

প্রদক্ষিণঃ—অনুকূল যখন হইল ॥ বি° ১৬-১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অমর্ষী অসহনঃ, অতএব সুসংরক্ত অতিশয়েন ব্রহ্মঃ, অতএব শৃংখতাং শৃংখন্তু সর্বভূজাং সর্বভূতঃ তস্য প্রতিজ্ঞাযোগ্যতাং বোধয়ন্ মহাশূরঃ লক্ষয়তি—মহাবাহুরিতি, অনেন তদানীং বাহুখাপনমপি জ্ঞেয়ম্ ; অতঃ পূর্বমেব দংশিত ইত্যাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অমর্ষী—অসহন, অতএব সুসংরক্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ অতএব শৃংখতাং—সর্বভূজাং—‘সর্বভূতঃ’ সর্ব নৃপতিগণের কাছে ঐ রথীর প্রতিজ্ঞা যোগ্যতা বোধাতে গিয়ে মহাবলবাহকে লক্ষ্য করত ‘মহাবাহু’ শব্দটির প্রয়োগ।—এর দ্বারা তদানীং তাঁর বাহু উত্থাপনও যে হয়েছিল, তা বুঝে নিতে হবে । অতঃপর পূর্বের মতোই দংশিত অর্থাৎ বর্মাবৃত দেহ ইত্যাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্মবাতা টীকা : অমর্ষী অসহিষ্ণুঃ সুসংরক্তঃ অতিক্রোধী ॥ বি° ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্মবাতা টীকাবুবাদ : অমর্ষী—অসহিষ্ণু । সুসংরক্তঃ—অতিক্রোধী ॥ বি° ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : সঙ্গরে, ন তু মায়াদিনা ; অপ্ৰত্যাহ অনির্বর্ত্ত্য ন কুণ্ডিনঃ প্রবেক্ষ্যামীতি পৌরজনেষু নিজমুখদর্শনাযোগ্যতাদিয়ঞ্চ দৈবী গীর্ভাবিহাং ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : যুদ্ধে মায়াদি দ্বারা নয় । অপ্ৰত্যাহা—ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করব না।—নিজমুখ দর্শনের অযোগ্য হওয়া হেতু । এও দৈবী বা বাণী, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সূচক ॥ জী° ২০ ॥

অজ্ঞাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালশ্চ সুহৃদ্যতেঃ ।
নেষ্যে বীৰ্য্যমদং যেন স্বস্যা মে প্রসভং হতা ॥ ২২ ॥

২২। অন্নয়ঃ : অত্র অহং নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) বাণৈঃ (শরৈঃ) সুহৃদ্যতে (অতি দুর্ব্বন্ধে)
গোপালশ্চ (খেতুরক্ষকশ্চ কৃষ্ণশ্চ) বীৰ্য্যমদং (পরাক্রম গৰ্ব্বঃ) নেষ্যে (হরিষ্যামি) যেন [কৃষ্ণেন]
মে (মম) স্বস্যা (ভগিনী) প্রসভং হতা (বলেন অপহৃত) ।

২২। মূল্যাবাদঃ : অজ্ঞ আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা অতি দুর্ব্বদ্ধি গরুর রাখাল কৃষ্ণের
পরাক্রম গর্ব হরণ করব, সে আমার ভগিনীকে গায়ের জোরে হরণ করেছে ।

২১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : চোদয়েতি নোদয়েত্যর্থঃ ; কুত্র ? যতো যত্র তত্রৈব,
পরমভূর্গদ্বারকায়ামপীত্যর্থঃ । কুতস্তশ্চ মে ময়া সহ সংযুগং ভবেৎ । কামপ্রবেদনে লিঙঃ ; তদ্ববনে
মমেচ্ছেত্যর্থঃ । হেতো বা তদ্ববনহেতোরিত্যর্থঃ ॥ জী° ২১ ॥

২১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদঃ : চোদয়—পরিচালনকর । কুত্র ? যতঃ—যথায়
কৃষ্ণ আছে তথায়ই অর্থাৎ দুঃপ্রবেশ ভূর্গ দ্বারকায়ও । কেন ? যে—আমার সহিত তার সংযুগং ভাবে
যুদ্ধ ‘ভবেৎ’ অতিশয় ইচ্ছা বোধে লিঙঃ—ঐ যুদ্ধ ঘটনে আমার প্রবল ইচ্ছা । অথবা উহা ঘটান
হেতু রথ পরিচালন কর ॥ জী° ২১ ॥

১০-২১। শ্রীবিষ্মবাত্ত টীকা : অহংহেতি ভারতী পক্ষে অজ্ঞাহা অপ্ৰভূহা অনির্ব্বর্ত্তা অনি-
র্মোচ্যেতি বা ॥ বি° ২০-২১ ॥

২০-২১। শ্রীবিষ্মবাত্ত টীকাবুদঃ : অহতা—নিহত না করে—সরস্বতী পক্ষে অজ্ঞাহা
মুখতা অপ্ৰভূহা—কিরিয়ে না এনে বা বন্ধন মোচা না করে ॥ বি° ২০-২১ ॥

২২। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : তচ্চ কিমর্থম্ ? তদাহ অজেতি । নেষ্যে—গময়ি-
ষ্যামি হরিষ্যামীত্যর্থঃ । ননু শ্রীকৃষ্ণনিন্দাময়ং বাক্যং শ্রীমত্তগবদ্ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-শ্রীরণকমলরজঃকণেন
তব্রভবতা বাদরাগিনা কথমন্দিতমিতি চেত্তত্রাহঃ—টীকাকৃতে গোপালশ্চেত্যাদি তস্মৈতীত্যন্তং তত্র
তস্মৈকদেবেইপি যথাকথঞ্চিদপি তংস্তু তিরুপার্বসহেভুচিতোহত্রানুবাদ ইত্যশয়ঃ । তদ্ব্যর্থশ্চায়ম্,
—গোপালশ্চ তদ্রূপলীলত্বেনৈব প্রকাশিতাপূর্ব্বসর্ব্বৈধ্ব্য-মাধুর্য্যাত্মনাত্মনস্তকালসিদ্ধবেদসিদ্ধসর্ব্ব-
মন্ত্রশ্রেষ্ঠায়োরষ্টাদশ-দশাক্ষরায়োরধিদেবস্ত স্বয়ং-ভগবত ইত্যর্থঃ । তর্হি কথং বহু নামাত্মত্র প্রবর্ত্তিঃ ?
তত্রাহ—সু সুহৃৎ, হৃঃ অতিকৃষ্ণ মতিজ্ঞানং যশ্চ তস্য নিশিতৈর্বাণৈর্নিজমেব বীৰ্য্যমদং নেষ্যে
গময়িষ্যামি ক্ষপয়িষ্যামীত্যর্থঃ । তত্র তস্য সামর্থ্যং দর্শ্যতি—যেনেতি । প্রসভং সর্ব্বানপি রাজ্ঞঃ
পরাত্ময় ইত্যর্থঃ । মে ইতি—বীৰ্য্যমদমিত্যনেনাপাশ্রিতং বা ॥ জী° ২২ ॥

বিকথমানঃ কুমতীরীশ্বরশ্চাপ্রমাণবিৎ ।

রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যাহ্বয়ৎ ॥ ২৩ ॥

২৩। অর্থঃ : ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপ্ৰমাণবিৎ (প্রমাণং ইয়ত্ত্বা ন বেতীতি তথা সঃ) কুমতিঃ (দুর্বুদ্ধিঃ সঃ) বিকথমানঃ (এবং শ্লাঘমানঃ সন্) অথ (অনন্তরং) একেন রথেন (এক রথমাত্র সহায়ঃ সন্ ইত্যর্থঃ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি (ইত্যাঙ্ক) গোবিন্দং (পৃথিব্যামবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্তং) আহ্বয়ৎ ।

২৩। মূল্যাবুদাৎ : অনন্তর মন্দবুদ্ধি কৃষ্ণমহাত্ম্যতদ্বানভিজ্ঞ কল্পী আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে একমাত্র রথসঙ্গে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ভগবানকে আহ্বান করল ।

২২। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা বুদাৎ : এ যুদ্ধও কিসের জন্তে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে এই 'অত্' ইতি শ্লোকটি। মোক্ষা বীৰ্য্যমুদং—বীরস্বর্গ নাশ করব। আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দাময় বাক্য শ্রীমদ্ভগবন্তকৃষ্ণ-বন্দা-শ্রীচরণকমলরজঃ কণের দ্বারা তার মধ্যেও আবার পূজনীয় শ্রীশুকদেবের দ্বারা কেনই বা অপ্রকাশিত থাকল না? এরূপ যদি প্রশ্ন উঠে, তারই উত্তরে এখানে টীকা করা হয়েছে, যথা—'গোপালস্য' ইত্যাদি কথার প্রয়োগে তার অংশ বিশেষে যথা কথঞ্চিৎও তার স্তুতি রূপার্থ বিস্তৃমান থাকলেও এখানে অনুচিত হয়েছে দোষারোপ উল্লেখ—ইহাই আশয় এখানে। তদ্বার্থও এইরূপ—গোপালস্য—তার রূপ-লীলা দ্বারাই প্রকাশিত অপূর্ব সর্ব ঐশ্বর্য-মাধুর্যের অনাদি অস্তু সিদ্ধ-বেদসিদ্ধ সর্বমন্ত্ৰ শ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ দশাঙ্করের অধিদেব স্বঃ ভগবানের নিশিত শরসমূহে মদীয় বীর্যগর্ব দূর করব—এইরূপই অর্থ।

তা হলে কেন বহুলোকের অত্ প্রকার অর্থে প্রতিতি? এরই উত্তরে প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে স্মৃতিঃ—'স্মৃ' স্মৃ 'জ্ঞঃ' অতিক্রমে 'মতি' জ্ঞান উদয় হয় যার সেই তার (কল্পীর) 'নিশিতৈ-বর্ণৈঃ' স্মৃতিরূপে নিষ্কপে নিজেরই বীর্য গর্ব ক্ষয় কারণ হয় তথায় সেই কৃষ্ণের তাঁর সামর্থ্যই দেখান হচ্ছে—যেন ইতি ॥ জীঃ ২২ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : বিরূপং কথ্যমানঃ, আত্মানং শ্লাঘমানঃ, অতঃ কুমতির-তোঃপ্রমাণবিৎ মহাত্ম্যানভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীবলদেবং বস্ত্রাস্তুরেণ বঞ্চয়িত্বা একেন রথেন সহ বর্তমান একাকিনা শ্রীভগবতা স্বয়মপ্যেকাকিতয়া যোদ্ধুং মহামদেন দূরতঃ সর্বসৈন্যপরিচ্যাগাৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'অবস্থাপ্য চ তং সৈন্যং কল্পী মদবলাষিতঃ। চিকীযুর্দৈরথঃ যুদ্ধ-মভ্যাগাম্যমুদনম্ ॥' ইতি। গোবিন্দং পৃথ্যামবতীর্ণ সাক্ষাৎভগবন্তমপীত্যর্থঃ। এবমগ্রে কৃষ্ণমিত্যা-দিকমপি জ্ঞেয়ম্। তথৈব মুহুর্তস্তস্তাত্যস্তাবুধাদিবোধনর্থম্ ॥ জীঃ ২৩ ॥

ধনুর্বিক্রম্য সূদৃঢ়ং জয়ে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শটৈঃ।

আহ চাত্র ক্ৰণং তিষ্ঠ যদুনাং কুলপাংসন ॥ ২৪ ॥

২৪। অর্থঃ : [কল্পী সূদৃঢ়ং ধনুঃ বিক্রম্য (আক্রম্য) ত্রিভিঃ শটৈঃ কৃষ্ণং জয়ে, আহ চ অরে (হে শত্রো ! আদর-সম্বোধনং বা) যদুনাং কুলপাংসন ! (কুলদূষণ !) ক্ৰণং তিষ্ঠ।

তদ্বার্থঃ—যদুনাং কুলপ ! (কুলশ্রুপতে !) অংসন ! (স্বয়ংকরিপু হনন চতুর !) অরেক্ৰণং ('লঘু-ক্ষিপ্ৰং অরম্-দ্রুতম্' ইতি অমরাৎ) শীঘ্রদর্শনং যথা স্যাৎ তথা) তিষ্ঠ।

২৪। যুক্তাবাদঃ : কল্পী সূদৃঢ়ভাবে ধনুর্গুণে টান দিয়ে তিনটি শরনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করত বলল—অরে যত্কুল দূষণ ! ক্ৰণকাল দাঁড়াও।

তদ্বার্থঃ—হে যত্কুলপতে, হে স্বহস্তে রিপুহনন চতুর ! যাতে আমার শীঘ্র দর্শন হয়, সেইভাবে তুমি ক্ৰণকাল দাঁড়াও।

১৩। শ্রীজীবৈবৈত্যো দীকানুবাদঃ : কল্পীকে বিক্রম করার কথাটা এখানে বলা হচ্ছে বিকশ্রম্যাতঃ—আত্মপ্রণঃসাকারী, অতএব কুবুদ্ধি—অতএব অপ্রম্যাবিৎ—কৃষ্ণের মহাত্মা অনভিস্ত। অতএব শ্রীবলদেবকে অতাপথ ধর্ম বক্ষণ করবার বাধ্যবাচক—একমাত্র রথের সতিত একাকী বিরাজমান শ্রীভগবানের সতিত নিজেও একা শীর্ণে যুদ্ধ করবার জন্ত মহাগর্বে দূর থেকেই সনৈসন্না পরিতোষণ করল কল্পী। শ্রীহরিবংশেও একপই আছে যথা—‘গর্ভাশ্রিত কল্পী তার সৈন্য সন্নিবেশ করত দৈববথ যাকে সম্মুখীন হতে আস্থান করলেন মধুসূদনকে’ গোবিন্দঃ—পৃথিবীতে অবলীর্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। এইকপ অগ্রেও ‘কৃষ্ণ’ ইত্যাদি নামের একপই অর্থ। একপই ‘কল্পীর’ ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ যজুর্ভূটকি তার অত্যন্ত নির্বুদ্ধিত ই প্রকাশ করেছে ॥ জী° ২৩ ॥

১২-১৩। অনিশ্চনাথ দীক্যঃ : নেহো গময়িষ্যামি হরিষ্যামীত্যর্থঃ। ভারতীপক্ষে—শোভনা কপাবতী তুর্হৈষপি মতির্গম্য তস্মা নিশিতৈর্বাণৈর্বাধ্যমদং স্বপরাক্রমং গর্বমদং নেহো যাপয়িষ্যামি দরীকরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ বি° ১২-২৩ ॥

১২-১৩। অনিশ্চনাথ দীকানুবাদঃ : নেহো—হরণ করব—দেবী সরস্বতীর মনোভীষ্ট তুর্হৈও শোভনা, কপাবতী মতি যাঁও তাঁর নিশিতৈর্বাণৈঃ—তীক্ষ্ণবাণে বীর্য্যমদং কল্পীর স্বপরাক্রম-গর্বমত্ততা নেহো—দূরীভূত করব ॥ বি° ১২-১৩ ॥

২৪। শ্রীজীবৈবৈত্যো দীক্যঃ : অবজ্ঞয়া তং ভৃগুংসাহয়িতুমিচ্ছয়া চ তদাহ্বান-মনাদৃত্য প্রযান্তমেব শটৈঃ পৃষ্ঠতো জয়ে, তথাপি তথৈব প্রযান্তঃ পুনরাহ ; যদ্বা, তদাহ্বানাদভি-

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাজকবদ্ধবিঃ ।

হরিশ্চেত্ত মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। অন্বয়ঃ মন্দ! (হে নিকৃষ্ট!) হবিঃ ধ্বাজকবৎ (কাকো যথা হবিমুষ্ণাতি তদং) মে (মম) স্বসারং (ভগিনীং) মুষিত্বা (অপজ্ঞতা) কুত্র (ক) যাসি (গচ্ছসি?) অত্ অ মায়িনঃ (ছলনাপটোঃ) কূটযোধিনঃ (কপটযোধিনঃ তব) মদং (গর্বং) হরিশ্চে ।—

তৎসার্থঃ—মন্দ (হে স্থির!) অধোক্ষ্যং (সহস্রাক্ষং) হবিঃ যজ্ঞসিদ্ধং স্বভাগমিব) মে স্বসারং (ভগিনীং) মুষিত্বা কুত্র যাসি (ন কুত্রাপি গন্তুমর্হসি ভয়াভাবং) [অং] মায়িনঃ (মহামায়া শক্তেঃ) কূটযোধিনঃ (কূটান্ খলান্ অস্মান্ সাধু যোধবতীতি তথা, তব) মদং (হর্বং) অত্ হরিশ্চে (মদ্বিধ খলনির্জয় লীলয়া স্বাং প্রতি প্রাপয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ) ।

২৫। দ্ব্যুত্তাববাদঃ হেনীচ! কাক যেমন যজ্ঞীয় হবি হরণ করে সেইরূপ তুমি আমার ভগিনীকে হরণ করে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আজ আমি ছলনাপটু-কপটযোধী তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করব।

তৎসার্থ—হে প্রশান্ত! যজ্ঞসিদ্ধস্বভাগের ত্যায় আমার বোনকে হরণ করত বিযুসদৃশ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?—ভয়াভাব হেতু আপনি কোথাও পালাবার 'যোগ্য' নন। 'মায়িনঃ' আপনি মহামায়া শক্তি হওয়া হেতু 'কূটযোধিনঃ' খল আমাদের 'যোধয়তি' যুদ্ধে নিযুক্ত করেন, তথা আপনাকে অত্ 'মদ হরিশ্চে' আনন্দপ্রাপ্তি করাব, আমরা সম খল-নির্জয় লীলাতে।

যথতন্য স্থিত্য জ্ঞান, তথাপি ক্রণঃ তিষ্ঠতি বীরদর্প-স্বভাবাদেবাহ—অরে হে শত্রো! যদ্বা, অব্যয়-মিদমনাদবসম্বোধনে। বাস্তবার্থঃ—অরে ক্রণঃ শীঘ্রদর্শনং যথা স্রাস্তথা তিষ্ঠতি। 'লঘু-ক্ষিপ্রমঃ দ্রুতম্' ইতি পর্যায়াৎ ॥ জী° ১৫ ॥

১০। শীঘ্রদর্শনং ততো দীক্ষাবাদঃ অবজ্ঞ দ্বারা এবং তাকে অতিশয় উৎসাহিত করবার ইচ্ছায় তার আত্মান অনাদর করত আরও দ্রুত চলতে থাকলে বাণের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে আঘাত করল, তথাপি সেইরূপই চলতে থাকলে পুনরায় আত্ম—বলল। অথবা সেই আত্মান হেতু তার অভিমুখী হয়ে দাঁড়ালে বাণে আঘাত করল। তথাপি 'ক্রণঃ তিষ্ঠ'—এরূপ বীরদর্প স্বভাবে বলল আর—হে শক। অথবা 'অরে' এই অব্যয়টি অনাদর সম্বোধনে।

বাস্তবার্থ—অরে শীঘ্র দর্শন যাতে হয়, সেইভাবে দাঁড়াও।—'লঘু-ক্ষিপ্রম্-অরং-দ্রুতম্'—সমানার্থ শব্দ হওয়া হেতু ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। জীবিশ্ববাত দীক্ষাঃ কুলশ্র পাংশুকরণং কুলপাংসন, পক্ষে—হে যত্বেকুলপালক, হে

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্ ।
 স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্চিহ্না বড়্ ভিব্যাদ কল্লিণম্ ॥ ২৬ ॥

২৬। অর্থঃ [হং] যাবৎ মে (মম) বাণৈঃ হতঃ [সন্] ন শয়ীথাঃ [তাবৎ] দারিকাং (বালিকাং ইতি যাবৎ) মুঞ্চ (পরিহর) ।

তদ্বার্থঃ—মে (মম) বাণৈঃ অহতঃ [হং] যাবৎ ন শয়ীথা [তাবৎ] দারিকাং (কর্তরীং) মুঞ্চ (ময়ি ত্যজ, মদ্বাণাক্ততয়া শয়নাথং মগদ্বা ময়ি প্রহারং কুরু ইত্যর্থঃ) অথবা—[হং] মে বাণৈঃ অহতঃ যাবৎ [এব, অতঃ] দারিকাং ন মুঞ্চ [পরন্তু] শয়ীথাঃ (অনয়া সহ পুষ্পশয্যায়ামিত্যর্থঃ) ।

২৬। মূল্যাবাদঃ : যতক্ষণ না তুমি আমার বাণে হত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন না করছ, ততক্ষণ আমার বালিকা বোনকে ছেড়ে দেও ।

তদ্বার্থ—আমার বাণে অহত আপনি যাবৎ কুলশয্যায় শয়ন করছেন তাবৎ কাটারি বাণ আমার দিকে ছুঁড়ুন । আমার বাণে যেহেতু অক্ষত আছেন । তাই আমার বোনকে ছেড়ে দিবেন না পরন্তু তার সহিত কুলশয্যায় শয়ন করুন গিয়ে ।

অংসন, রিপুঘাতি, 'অংস সমাধাতে' অরে ক্লণং ভারতীপক্ষে—অরং শীঘ্রমীক্ষণং যত্র অযথাস্থানুত্থা তিষ্ঠ ॥ বি° ২৪ ॥

২৫। শ্রীনিপুণাথ টীকাবুবাদঃ : কুলপাংসনঃ—কুলকে পাপ-মলিন করণ হেতু কুলপাংসন —পক্ষে হে যতুল পালক । হে অংসন ! হে রিপুঘাতি, 'অংস সমাধাতে' । অরং ক্লণং—সরস্বতী পক্ষে—'অরং' শীঘ্র দর্শন যেভাবে হয়, সেইভাবে দাঁড়াও ॥ বি° ২৪ ॥

১৫। শ্রীজীবনোক্তো টীকাঃ : ক ইব কিং মুষিত্বা ? তত্রাহ—ধ্বজ্জ ইব, হবির্মুষিত্বৈতি তত্র ধ্বজ্জবদিত্তি তদ্বার্থং স্তৈর্য্যাখ্যাতঃ । তত্র ধ্বজ্জস্তাবদেকাক্ষঃ, নগ্রা তদ্বিপরীতোহনেকাক্ষঃ, অনেকাক্ষত্বং পরাকার্ত্তাপন্নং সহস্রাক্ষ এবতি তত্র পর্য্যবসায়িতম্; এবমমুষিত্বা লক্ষ্যান্ত্রাংগত্যাং ত্রায়ৈনৈব লক্ষ্য । কুত্র যাসি ? ন কুত্রাপি গন্তুমহিসি, ভয়াভাবাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, মায়িনো মহামায়া—শক্তেঃ পলায়নং চেদমস্মাভিযুক্তযোগ্যমেবেত্যাহ—কুটবোধিবঃ কুটান, খলানস্মান, সাধু বোধয়তীতি, অন্তথা বরমাভিমুখ্যেন ন যোগ্যস্যাম ইতি ভাবঃ । তাদৃশস্য চ তব মদং হর্ষং হরিষ্যে, মদ্বিধখলা নির্জয়-সীলয়া হাং প্রতি প্রাপয়িষ্যামীত্যর্থঃ । ভারং গ্রামং হরতীতি বদ্বিকর্ম্মকত্বেহপি তবেতি সম্বন্ধা বিবক্ষয়া যতী ; যদা তব বিযজ্জসিকং স্বভাগমিব মে স্বসারমমুষিত্বৈতি ধ্বজ্জবৎ ক্ষুদ্রোহহমিতি চ যোজ্যম্ ॥ জী° ২৫ ॥

অষ্টভিংশতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ ।

স চাত্যক্সুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চাভিঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। অর্থঃ : [শ্রীকৃষ্ণঃ] অষ্টভিঃ [শরৈঃ] চতুরঃ বাহান্ (অশ্বান্), ত্রিভিঃ ধ্বজং, দ্বাভ্যাং সূতং (সারথিক) বিব্যাধ সঃ (রক্ষী) চ অত্য়ং ধনুঃ আদায় পঞ্চাভিঃ কৃষ্ণং [বিব্যাধ] ।

২৭। মূল্যাবাদ : শ্রীকৃষ্ণ বিদ্ব করলেন—আট বাণে রক্ষীর রথের চারটি অশ্বকে, তিন বাণে ধ্বজা ও দুইবাণে সারথিকে ।

রক্ষীও অত্য়ং ধনুঃ গ্রহণ করত পঞ্চবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ব করলেন ।

২৫। শ্রীজীবৈব ভো. টীকাবৃত্তি : কার মত? কি অপহরণ করে? এরই উত্তরে—
ধ্বজকবন্ধবিঃ—কাকের মত হোমের মত অপহরণ করে—তথায় ‘ধ্বজকবঃ ইতি’ কথায় ব্যাখ্যা পূর্ব
আচার্যদের দ্বারা করা হয়েছে—তথায় কাক সাকল্যে একাক্ষ বলে নির্ণিত হয়েছে।—এখানে কৃষ্ণপক্ষে
তার বিরুদ্ধার্থক ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা অনেকক্ষ—অনেকাক্ষ পুরাকার্তা প্রাপ্ত, অর্থাৎ সহস্রাক্ষই
কৃষ্ণের ক্ষেত্রে পর্য্যালোচনায় নির্ধারিত হয়েছে। এইরূপে এক্ষেত্রে ‘অমুখিতা’ ‘অপহরণ’ শব্দটি
নিবেধ করা হচ্ছে, কারণ রক্ষিণীদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী হওয়ায় কৃষ্ণেরই ভাগ হওয়া হেতু—হায়ানু-
সারেই লক্ষা। কুত্র যাসি—কোথায় যাও? হুমিতো কোথাও যাওয়ার যোগ্য নও—ভয় নেই
বলে। আরও মায়িতঃ—মহামায়া শক্তির পলায়নও যদি হয়, আমাদের সহিত যুদ্ধ যোগ্যই হবে।
এই আশয়ে বলা হচ্ছে কুত্র যাসিঃ—খল আমার বিগকে’ আচ্ছা করে যুদ্ধে নিযুক্ত কর অত্থা আমরা
মুখামুখি যুদ্ধ করব না, এরূপ ভাব। হবিঃ হবিঃ—তাদৃশ তোমারও হর্ব হরণ করব,
আমার মত খল-নির্জয় লীলা আপনাকে পাওয়ার জন্য। হবিঃ—‘যজ্ঞসিদ্ধ স্বভাগের মতো আমার
ভগিনীকে অপহরণ করত ইতি—এর সঙ্গে কাকের মত ক্ষুদ্র আমি রক্ষী এইটুকুও যুদ্ধ করতে
হবে ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ধ্বজক কাকঃ স যথা হবির্মুখ্যতি তদ্বৎ । পক্ষে মে স্বসারং
মহালক্ষ্মীভ্যাং ত্বনীয়ামপি ত্বং মুখিতা অমুখিতা বা কুত্র যাসি । অহং স্বসারং স্বভগিনীঃ হরিষ্ঠো ত্বভো
মোচয়িত্বা স্বগৃহং প্রতিঃনম্যামি । কাক ইব হবিঃ যজ্ঞসিদ্ধিকাস্তিক্যং ধ্বজকবঃ কাক ইব । “হবির্হোতব্য-
মাত্রো চ সর্পিষ্যপি নপুংসক”মিতি মেদিনী । তস্মাৎ মন্দশাস্তো মাণীচেতি তস্ম মম কপটযোধিনঃ
মদং গর্বং অত্য়ং খণ্ডয় ॥ বি° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবৃত্তি : ধ্বজকঃ—কাক যথা যজ্ঞীয় মত অপহরণ করে,
সেইরূপ [কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা] আমার ভগিনীকে, যে মহালক্ষ্মী হওয়া হেতু তোমারই, তাকে

অপহরণ করে ইত্যাদি। অথবা কোথায় যাচ্ছ, আমি নিজ ভগিনীকে হরণ করব। তোমার থেকে মোচন করত স্বপ্নের দিকে নিয়ে যাব, কাক যেমন যজ্ঞের কাঠের টুকরা নিয়ে যায় [“হবির্হোঁতব্যা মাত্রে চ সর্পিষাপি (যুত) নপুংসক” মিতি মেদিনী।] সেহেতু মন্দ ও মায়ী, সেই কপটবোদ্ধা আমার মদঃ - গর্ব খণ্ড খণ্ড করে দেও ॥ বি° ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকাঃ যাবদিত্যর্ককম্। অত্র চ মে মম বাণৈর্হতঃ প্রাপ্তঃ সন্ যাবন্ন শরীথাস্তেবাং তুচ্ছতাং দর্শয়িত্ব দ্বাতায়াং সাক্ষিত্যাং কল্পিণ্যাং স্বস্তো ন ভবেৎ, তাবদারিকং মুঞ্চ, তংসাস্ত্রাং তাজ তংসাস্ত্রাং মুঞ্চা যুদ্ধমেব কুরুষ্যত্যর্থঃ। স্বয়ন্ স্বয়মানঃ, পক্ষদ্বয়েপি তাদৃশোক্তে- সঙ্গতত্বাৎ। মন্তক-হস্তদ্বয়-পাদদ্বয়-মধ্যভাগাখ্য-মুখ্য-ষড়ঙ্গ বেধনার্থঃ ষড়্ভিঃ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকাবুবাদঃ [শ্রীসনাতন—অতো মম বাণৈরহতো যাবন্ন শরীথাঃ তাবৎ দাবয়তীতি দারিকং কর্ত্তরিং ময়ি মুঞ্চ মদ্বাণাক্ষততয়া শয়নার্থমগত্বা ময়িপ্রহাঃ কুর্বিব্যত্যর্থঃ। যদ্বা তব বাণৈর্হতো মে মদঃ যাবৎ হরিয়ে তাবন্ন শরীথাঃ নিশ্চিন্তো ন বর্ত্তেথাঃ দারিকাঞ্চ ন মুঞ্চ যুদ্ধে নৈশ্চিন্ত্য স্ত তংসাধনতাগচ্চ চাযোগ্যত্বাৎ মে ইত্যস্তেব বিশেষণং মন্দেত্যাদিপদদ্বয়ম-মনশ্চাসৌ মায়ীচেতি তথা তস্য মদেন হেতুনা আত্মনো নিন্দনমিদং স্বয়ন্ স্বয়মানঃ পক্ষদ্বয়েপি তস্য তাদৃশোক্তে রসঙ্গতত্বাৎ ষড়্ভিরিতি মন্তকাদি মুখ্য ষড়্ঙ্গবেধনার্থঃ।

ভাবার্থ—শ্রীসনাতন—আপনি বাণাক্ষত হেতু শয়নের নিমিত্ত গমন না করে আমাকে পহার করব (অথবা—আমি আপনাকে কথাই অস্ত্র-নিষ্ক্ষেপ করব না, অতএব আপনি এই বাল্য কল্পিনীকে পরিত্যাগ করবেন না, পরন্তু এর সহিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করুন)।]

[কল্পীর উক্তি। অতএব আমার বাণে হত না হয়ে যাবৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে শায়িত না তচ্ছ তাবৎ দারিকাম্—কাটির অস্ত্র আমাতে প্রয়োগ কর। আমার বাণে অক্ষত অবস্থায় থাকা হেতু যুদ্ধক্ষেত্রে শয়নার্থে আগত আমাতে প্রহার কর ই উচিত। অথবা তোমার বাণে হত আমার গর্ব যাবৎ হরণ করছ তাবৎ শয়ন করব না—নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না—বালিকাকেও ছেড়ে দিও না—যুদ্ধে নিশ্চিন্ত জনের সেই সাধনত্যাগেরও অযোগ্যতা হেতু। যে ইতি—এরই বিশেষণ ‘মন্দ’ ইত্যাদি পদদ্বয় মন্দ-মায়ী, একা জনের মদমত্ততা হেতু নিজেরই এই মিন্দা। স্বয়ন্,—হাসতে হাসতে—(বাইরের অর্থ ও তদ্বার্থ) এই পক্ষদ্বয়েই কল্পীর তাদৃশ উক্তি অসঙ্গত হওয়া হেতু হাসি ॥ জী° ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকাঃ অষ্টভিরিতি প্রত্যেকং দ্বাত্যামগ্রিমপাদদ্বয়-বেধনার্থম্, তং-নাহচর্যাং সূতমসি দ্বাত্যাং হস্তবাবেধনার্থম্, ত্রিভিরিতি -লক্ষণপতাকাদণ্ডানাং পৃথক্ ছেদনার্থম্; এতচ্চ শ্রীকল্পিণ্যপেক্ষয়া তত্ত্বেবেধনমাত্রং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ২৭ ॥

তৈস্তাডিভতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।

পুনরন্যুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসী শক্তি-তোমরৌ।

ঘদ্বদামুখমাদত্ত তৎ সর্বং মোহচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। অর্থঃ : অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৈঃ (রুক্মীপ্রযুক্তৈঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ) তাডিভতঃ [সন্] শরৌঘৈঃ (শরাণাং ওঘৈঃ সমূহৈঃ) ধনুঃ তু (এব চিচ্ছেদ) পুনঃ [রুক্মী] অন্যং [ততোহপি দূততরঃ ধনুঃ] উপাদত্ত (জগ্রাহ) অব্যয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদপি অচ্ছিনৎ।

২৮। মূল্যাবাদঃ : শ্রীকৃষ্ণ রুক্মী প্রযুক্ত সেই পঞ্চবাণে তাডিভত হয়ে শরসমূহের দ্বারা রুক্মীর ধনুই ছেদন করলেন। তখন রুক্মীও পূর্ব থেকে দূততর অগ্ন ধনু গ্রহণ করল। শ্রীকৃষ্ণ তাও ছেদন করে ফেললেন।

২৯। অর্থঃ : [রুক্মী] আদত্ত—পরিঘং-পট্টিশং শূলং-চর্মাসী ('চর্ম' শরীর আবরক অস্ত্র বিশেষঃ, অসিঃ খড়্গাশ্চ তৌ) শক্তি-তোমরৌ যৎ যৎ আয়ুধং অস্ত্রং) আদত্ত, সঃ (প্রিয়জনপরবশঃ) হরিঃ তৎ সর্বং অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ)।

২৯। মূল্যাবাদঃ : অতঃপর রুক্মী পরিঘ-পট্টিশ শূল-ঢাল অসি-শক্তি-তোমরাদি যে যে অস্ত্র ধারণ করল, শ্রীকৃষ্ণ তাই তাই ছেদন করলেন।

২৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীকাব্রবাদঃ : ভ্রমভিঃ—চারটি অস্ত্রের প্রত্যেক দুই দুই বাণে বিদ্ধ করলেন, রুক্মীর সাহায্যকারী হওয়া হেতু। সারথির প্রতি দুইবাণ ছুঁড়লেন, তার হস্তদ্বয় বিদ্ধ করার জন্য। তিনটি বাণ ছুঁড়লেন, চিহ্ন স্বকণ পতাকার দণ্ডগুলি পৃথক ছেদনের জন্য। এসবও শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় সেই সেই বস্তুর বেধন মাত্র ব্রূতে হবে ॥ জী° ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীকাঃ : অতএব তাডিতোহপি শরাণামোঘৈঃ সমূহৈঃ তু এব ধনুরেব চিচ্ছেদ। পুনরিত্যর্দকম্। অগ্নততোহপি দূততরম্ : অচ্যুত ইতি অব্যয় ইতি বা পাঠঃ ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীকাব্রবাদঃ : অতএব কৃষ্ণ রুক্মীর শরসমূহের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েও [তু—এব] তার ধনুই ছেদন করলেন—পুনঃ ইতি উপস্থিত অর্দ্ধ শ্লোক অবাৎ ইতি—পূর্বটির চেয়ে দূততর অগ্ন ধনু গ্রহণ করল রুক্মী। পাঠ ভেদ—'অচ্যুত' ইতি বা 'অব্যয়' ইতি ॥ জী° ২৮ ॥

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণিজিঘাৎসয়া ।

কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

তন্ত্ৰাচাপততঃ খড়্গাং তিলশচক্ষ্মচেষুভিঃ ।

ছিদ্বাসিমাদদে তিগ্মং কৃষ্ণিণং হস্তযুগ্মতঃ ॥ ৩১ ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** ততঃ (আয়ুধছেদনাং) ক্রুদ্ধঃ [ক্রুদ্ধী] রথাং অবপ্লুত্য (অবতীৰ্ণা) জিঘাৎসয়া (হস্তমিচ্ছয়া) খড়্গপাণিঃ (খড়্গপাণৌ যন্ত তাদৃশঃ সন্) পতঙ্গঃ পাবকং (অগ্নিঃ) ইব কৃষ্ণং অভ্যদ্রবৎ (অভিমুখ্যেণাধাবৎ) ।

৩০। **মূল্যবুঝাদঃ** অস্ত্র শস্ত্র ছেদন হেতু ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধী রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে কৃষ্ণকে মারণের ইচ্ছায় খড়্গহস্ত হয়ে তাঁর অভিমুখে ধাবিত হল, পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয় ।

৩১। **অন্বয়ঃ** [ত্রীকৃষ্ণঃ] আপততঃ (স্বাভিমুখং আগচ্ছতঃ) তন্ত্ৰা (কৃষ্ণিণঃ) খড়্গাং চক্ষ্ম (ঢাল) চ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) তিলশঃ (তিল প্রমাণং কৃষ্ণা) ছিদ্বা কৃষ্ণিণং হস্তং উগ্মতঃ [সন্] তিগ্মং (তীক্ষ্ণম্) অসিং আদদে (জগ্রাহ)

৩১। **মূল্যবুঝাদঃ** ত্রীকৃষ্ণ নিজ অভিমুখে আগমন পর ক্রুদ্ধীর খড়্গ-ঢাল তীক্ষ্ণ বাণে তিল তিল করে ছেদন করত তাঁকে হত্যা করতে উগ্মত হয়ে ধারাল অসি ধারণ করলেন ।

২৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা** : তদনন্তরং পরিঘাদীনি চাচ্চিনং আত্মানীতি শেষঃ । তত্র শক্তিতোমরানিতি বাহুল্যাপেক্ষয়া শক্তিতোমরাবিত্তি পাঠঃ কচিং, পটিশাশোণ শূলশক্তোশ্চেষদা-কারাদিভেদঃ ; তোমরঃ শল্যভেদঃ । অত্ৰাচ্চ বহুলং যদযদাদিত্যং, আদাতুং সমর্থ আসীদিত্যর্থঃ । হরিহুঁষ্টসংহারী, তং সর্বমচ্ছিনদিত্যেব পাঠশ্চন্দোভঙ্গোহত্র আর্থঃ, বহুসম্প্রদায়সিদ্ধশচায়াং পাঠঃ । বহুসম্প্রদায়াত্বরেণ পাঠান্তরেণ পাঠান্তরাণি তু মিথো বিপ্রতিষিদ্ধানি ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুঝাদঃ** এবপর পরিঘঃ ইতি—কৃষ্ণী পরিঘাদি যা যা গ্রহণ করল তা তা ছেদন করলেন কৃষ্ণ । **শক্তিতোমরৌ**—পাঠ ভেদে শক্তি তোমরানও আছে কোথাও কোথাও, বাহুল্য অপেক্ষায় শক্তি তোমরৌ পাঠই প্রস্তুত গ্রন্থে গৃহীত । **পটিশ-অসি-শূল-শক্তি-** এদের মধ্যে ঈষৎ আকারাদি ভেদ । **পটিশ-কুঠারাকার অস্ত্র** । **তোমরঃ**—সাবল, শল্য—পীড়া-দায়ক বাণ অত্ৰ প্রকারও বহু বহু যা যা ধারণ করতে সমর্থ হল কৃষ্ণী তা তা ভবিঃ—হুঁষ্ট সংহারী ভগবান্ সবকিছুই ছেদন করলেন । এই পাঠ বহু সম্প্রদায় সিদ্ধ । বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠান্তর হলে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে পরটি বলবান ॥ জী° ২৯ ॥

দৃষ্টা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং ক্লিষ্টা ভয়বিহ্বলা ।
পতিত্বা পাদয়োৰ্ভৰ্ত্তৃকুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ ॥

শ্রীক্লিষ্টাণ্যুবাচ ।

যোগেশ্বরপ্রমেয়াত্মন দেবদেব জগৎপতে ।

হন্তং নার্সি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভূজ ॥ ৩৩ ॥

৩২। অর্থঃ : সতী (সহজদয়াদ্রহদয়াদি সদগুণবতী) ক্লিষ্টা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং (ভ্রাতৃবধায় উদ্যোগং) দৃষ্টা ভয়বিহ্বলা [সতী] ভৰ্ত্তৃঃ পদয়োঃ পতিত্বা করুণং সকাভরং উবাচ ।

৩৩। অর্থঃ : যোগেশ্বর (হে অতর্ক্যেশ্বর্য!) অপ্রমেয়াত্মন! (হে অপরিমিতমূর্ধে!) দেবদেব! (হে ব্রহ্মাদীনাপি আরাধ্য!) জগৎপতে! কল্যাণঃ (হে জগন্মঙ্গলময়) মহাভূজ! (মহাপ্রলয় কর্তা!) মে (মম) ভ্রাতরং হন্তং নার্সি (হং ন যোগ্যো ভবসি)।

৩২-৩৩। মূলানুবাদঃ : সহজ দয়াদ্রহদয়াদি সদগুণবতী শ্রীক্লিষ্টা ভ্রাতৃবধ-উদ্যোগ দেখে ভয়বিহ্বলা হয়ে স্বামীর পায়ে পড়ে সকাভরে বললেন—হে অতর্ক্যেশ্বর্য!, হে অসীম মূর্তে!, হে ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য, হে জগৎপতে, হে জগন্মঙ্গলময়, হে মহাপ্রলয় কর্তা! আমার ভাইকে বধ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।

৩০-৩১। শ্রীভীষ্মৈব। ভোঃ টীকাঃ : অভ্যদ্রবদাভিমুখ্যেনাধাবৎ। তিগামসিং, যদ্বা, তেজসা তীক্ষ্ণমপি ক্লিষ্টম্ ॥ জী° ৩০-৩১ ॥

৩০-৩১। শ্রীভীষ্মৈব। ভোঃ টীকানুবাদঃ : অভ্যদ্রবৎ—অভিমুখে ধাবিত হল। তিগম্—অসি, অথবা তেজে তীক্ষ্ণ হলও ক্লিষ্টর অভিমুখে ॥ জী° ৩০-৩১ ॥

২৬-৩১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : যাবন্মে বাণৈহঁতঃ সন্ সংগ্রামে ন শয়ীথাস্তাবদারিকাং মুঞ্চ। পক্ষে যাবদিতোবার্থে মে বাণৈশ্চ মহত এব। অতো দারিকাং ন মুঞ্চ। 'যাবন্তাবচ্চ সাংক-ল্যেবধৌ মানৈবধারণে' ইত্যমরঃ। 'যাবৎ কাৎশ্চোইবধারণে' ইতি মেদিনী। ননু দারিকয়া মম কিং প্রয়োজনং তত্রাহ—শয়ীথাঃ। অনয়া সহ পুষ্পশয্যায়ামিতি শেষো লজ্জয়ানোক্তঃ ॥ বি° ২৬-৩১ ॥

২৬-৩১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : যাবৎ আমার বাণে হত হয়ে সংগ্রামে ন শয়ীথাঃ—ভুলশায়ী না হচ্ছ তার মধ্যে এই কণ্ঠকে ছেড়ে দেও পক্ষে—যেহেতু আমার বাণে তুমি হত হওনি, তাই এই কণ্ঠকে ছেড়ে দিও না। আচ্ছা এই কণ্ঠায় আমার কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে শয়ীথাঃ—এর সহিত পুষ্পশয্যায়, এটুকু বলেই বলা শেষ করলেন, লজ্জায় আর বললেন না ॥ বি° ২৬-৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া শুচাবশুয্যমুখরুদ্ধকর্ণয়া ।
কাতর্যাবিশ্রাসিতহেমমালয়া গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্তত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

৩৪। অন্নয়ঃ : পরিত্রাস বিকম্পিতাঙ্গয়া তয়া শুচা (শোকেন) অবশুয্যমুখরুদ্ধকর্ণয়া
কাতর্যাবিশ্রাসিত হেমমালয়া তয়া (শ্রীকৃষ্ণিণ্যা) গৃহীতপাদঃ, করুণঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণিবধাৎ] ন্যবর্তত ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—

৩৪। মূল্যাবাদঃ : হে রাজা পরীক্ষিৎ ! তখন অতিত্রাসে বিকম্পিতকলেবরা, শুকবদনা
রুদ্ধকর্ণা এবং কাতরতা হেতু স্থলিত সুবর্ণমালাবিশিষ্টা শ্রীকৃষ্ণিণী কর্তৃক নিজ শ্রীচরণকমলযুগল ধৃত
হলে দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণী বধ থেকে নিবৃত্ত হলেন ।

৩২। শ্রীজীব বৈঃ ৩০। টীকা : ভ্রাতৃঃ কেনাপি দৈবেন সাক্ষাদ্ভ্রাতৃতাং প্রাপ্তস্ত
বধোত্তমং দৃষ্ট্বা ভয়ং লোকাপবাদং কারুণ্যাদেব বা, তেন বিহ্বলা । নহু তাদৃশতুষ্ককর্ণণো বধো
যুক্ত এব, তত্রাহ—সতী পণ্ডিতা সর্বজ্ঞেত্যর্থঃ । অয়মতিক্ষুদ্রঃ শ্রীভগবতি ন কিঞ্চিদনিষ্টং বিধাতুং
শক্নোতি, কেবলমজ্ঞানেনৈব বাতকীব দীনোঅয়ং বিচেষ্টেতে, ততো মমানশ্রুশরণায়া দেহসম্বন্ধধারিণ্য-
শ্লিষ্টদায়ৈব যুক্তেতি বিচারসমর্থোত্যর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণস্ত অয়মভিপ্রায়ঃ । ময়ি কিমপি কর্তুং ন শক্ণো-
ত্যসাবিতি, সত্যমেব, কিন্তুত্যাং তাদৃশবিপৎসম্পাদকেচ্ছাং কথমস্ত সোঢ়ুং শরুয়ামিত্যাঃ প্রার্থনয়া
রক্ষিতপ্রাণস্তাপি তাদৃশ-তুশ্চেষ্টা-মর্দনী পরমা মনোরমা মানাবহানিস্ত সদানুবর্তনীয়েতি ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈঃ ৩০। টীকাবুল্লাদঃ : ভ্রাতার, কোনও দৈবযোগে সাক্ষাৎ ভ্রাতৃত্বা
প্রাপ্ত জনের বধোত্তম দেখে ভয়বিহ্বলা—লোকাপবাদ হেতু বা কারুণ্য হেতু ভয় দ্বারা বিহ্বলা ।
আচ্ছা তাদৃশ তুষ্ককর্ণকারীর বধতো যুক্তি-যুক্তই, এর উত্তরে ‘সতী’ পণ্ডিতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ । কাজেই
জ্ঞানেম আমার এ ভাইটি শ্রীভগবানের প্রতি কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করতেও সমর্থ হবে না, কেবল অজ্ঞানতা
বশতই বাতগ্রস্ত জনের মতই এই দীন জন চেষ্টাঘটিত হয়েছে । এ অবস্থায় আমার পক্ষে এই
ভগবানে অনন্ত শরণাগতিতে দেহসম্বন্ধধারী এর প্রতি দয়াই যুক্তিযুক্ত—ইহাই বিচার সমর্থ । শ্রীকৃষ্ণের
কিন্তু এই অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন, এজন আমার কিছুই অনিষ্ট করতে সমর্থ নয়, ইহা
সত্যই । কিন্তু এর তাদৃশ বিপদ-সম্পাদক ইচ্ছা কি করে সহ করতে সমর্থ হতে পারি ? এই কৃষ্ণিণীর
প্রার্থনায় তার প্রাণ রক্ষা হলেও তাদৃশ তুশ্চেষ্টামর্দনী পরমা মনোরমা সম্মান হরণ কিন্তু সদা
অনুবর্তনীয় ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : ভগিন্যাঃ পুরত এব ভ্রাতুর্বধোভূদিতি শ্রদ্ধা লোকা মাং কিং বদিগৃহীতি ভয়বিহ্বলা নতু স্নেহবিহ্বলেত্যত আসাং পুরস্ক্রবাং লোকধর্ম্যাপেক্ষা সহিত এব সমঞ্জসঃ প্রেমা নতু গোষ্ঠস্ক্রবামিব লোকধর্ম্যাপেক্ষারহিতঃ সমর্থঃ প্রেমা অতিপ্রবল ইতি জ্ঞেয়ঃ। ‘অনন্ত মমতা বিকো মমতা প্রেমসঙ্গতে’তি প্রেমসামান্যলক্ষণশ্রাব্যাপ্তিরপ্যাসু নাশক্যা। কল্পিপ্ৰভৃতিষাসামন্তঃ স্নেহভাবাদিত্যুপরিষ্টাদপি যথাস্থানং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ বি° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : বোনের চোখের সামনেই ভাই-এর বধ হল, এ শুনে লোকে আমাকে কি বলবে, এই আশঙ্কায় ভয়বিহ্বলা, স্নেহ-বিহ্বলা নয় কিন্তু, —সমঞ্জস প্রেমা অতএব পুরস্কন্দরীদের প্রেমা লোকধর্ম অপেক্ষা সহিতই, ইহা গোষ্ঠস্কন্দরী রাধাদির লোকধর্ম অপেক্ষা রহিত সমর্থ প্রেমা নয় কিন্তু, এই প্রেমা অতি প্রবল; এরূপ বৃত্তে হবে। “বিযুক্তে অনন্ত মমতা প্রেম-সঙ্গতা” ইতি প্রেমসামান্য লক্ষণের বিশিষ্টতা সম্বন্ধেও শঙ্কা করণীয় নয়। কল্পী প্রভৃতিতে অপ্রধান স্নেহ অভাষাদি উপরের ব্যাখ্যা থেকেও বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করণীয় ॥ বি° ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ তো। টীকা : তথৈবাহ—যোগেশ্বর, হে অতর্কৈশ্বর্য! অপ্ৰমেয়ায়ন হে অপরিচ্ছিন্নমূর্ত্তে! অতএব হে দেবদেব ব্রহ্মাদীনামপ্যারাধ্য! বিষ্ণু, জগৎপতে, সর্বেষামপি পালক, অতঃ সর্বেষামপি ব্রহ্মজ্ঞানবলমহাত্ম্যাদ্বাদ্য পালনীয়ত্বাচ্চ হস্তং হননমাত্রায় নাইশ্বেব, তত্রাপি হে কল্যাণেতি সর্বমঙ্গলহাং, স্মৃতরাং নাইসি, তত্রাপি মে মম হননশ্রুনাথায় ভ্রাতরং স্মৃতরামেবেত্যর্থঃ। লীলাব্যবহারতচ্চ পরমবীরত্বং নৈতদ্বিধং ক্ষুদ্রং হস্তমহঁসীত্যাহ—মহাভূজেন ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ তো। টীকাবুবাদ : উপযুক্ত আশয়েই শ্রীকৃষ্ণিণী দেবী বলছেন— যোগেশ্বর—হে অতর্ক ঐশ্বর্য। অপ্রমেয়ায়ন—হে অপরিচ্ছিন্ন! অর্থাৎ অসীম মূর্ত্তে! অতএব দেবদেব হে ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য। বিষ্ণু অর্থাৎ আরও কিছু, জগৎপাত—সকলেরই পালক, এহেতু তোমার শুদ্ধ জ্ঞান-বল মহত্ব হেতু সকলেই তাঁর দ্বারা পালনীয়ই হওয়া উচিত এ হেতু হস্তুং—হনন করা মাত্রই তোমার পক্ষে উচিত নয়। এর মধ্যেও আবার হে কল্যাণ ইতি—তুমি সর্বমঙ্গল হওয়া হেতু, বধ করা তোমার পক্ষে উচিত হয়না। এর মধ্যেও আবার তুমি আমার অনন্ত কর্তা হওয়ায় স্মৃতরাংই আমার ভাইকে বধ করা তোমার পক্ষে যোগ্য কাজ হয়ই না। আরও লীলা ব্যবহারেও পরমবীর তুমি এরূপ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বধ করার যোগ্য নও তাই বলা হল মহাভূজ—মহাপ্রলয় কর্তা ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : যোগেতি। ভ্রমতর্ক্য মহামহৈশ্বর্যঃ অসাবীশিতব্যেষপি মধ্যে নিকৃষ্টঃ ভ্রমপ্ৰমেয়স্বরূপঃ। অয়ং পরিচ্ছিন্নেষপি মধ্যে এককীটতুলাঃ। অং দেবানামপি দেবঃ অয়ং মনুষ্যেষপিধমঃ বৃদ্ধৈমুখাং। অং সর্বজগৎপালকঃ। অয়ং জগদ্বর্ত্তিহাদুষ্টোইপ্যত পালনীয় এবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ হে কল্যাণ, অকল্যাণং হে মহাভূজ, ভূজবলরহিতমিমং ন হস্তমহঁসি ॥ বি° ৩৩ ॥

চৈলেন বদ্ধা তমসাধুকারিণং সম্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ ।

তাবন্মমদুঃ পরসৈন্ত্যমভুতং যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অন্নয়ঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] অসাধুকারিণং তং (রুক্মিণং) চৈলেন (তদীয়েনৈব শিরোবেষ্টনবস্ত্রেণ) বদ্ধা সম্মশ্রুকেশং স্থানে স্থানে অবশিষ্টানি শ্মশ্রুগি কেশাশ্চ যথা ভবন্তি তথা প্রবপন্ (অসিনা গুণ্ডয়ন্) ব্যরূপয়ৎ (বিরূপং অকরোৎ), তাবৎ (যাবৎ রুক্মিণো যুদ্ধাদিকং তাবদিত্যর্থঃ) যদুপ্রবীরাঃ শ্রীবলদেবদয়ঃ যাদব বীরোত্তমাঃ) গজাঃ নলিনীং (পদ্মবনম্) যথা [তথা] উদ্ধতং পরসৈন্ত্যং ('পরস্' রুক্মিণঃ সৈন্ত্যং) মমদুঃ (দলয়ামাসুঃ) ।

৩৫। যুদ্ধাব্যুদাহারঃ : শ্রীকৃষ্ণ অনন্তর অপকারী রুক্মীকে একখণ্ড বস্ত্রে বেঁধে নিয়ে অসি দ্বারা স্থানে স্থানে অল্প অল্প চুল-দাড়ি অবশিষ্ট রেখে মুণ্ডন করত কুৎসিত করে দিলেন। ওদিকে যাবৎ কৃষ্ণ রুক্মীর যুদ্ধ চলছিল, তার মধ্যে বলদেবাদি যাদব বীরশ্রেষ্ঠগণ উদ্ধত রুক্মীর সৈন্ত্যগণকে বিদলিত করে দিলেন যেমন না-কি হস্তী পদ্মবন বিদলিত করে ।

৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : যোগেশ্বর—হে স্বামিন্! আপনি অতর্ক মহামহেশ্বর, আর এ ঐশ্বর্য প্রকাশের পাত্রের মধ্যে নিকৃষ্ট। আপনি অসীম স্বরূপ। এ সীমিতেরও মধ্যে এক কীটতুল্য। আপনি দেবতাদের মধ্যেও পরম দেবতা, আর এ জগদ্বর্তী হওয়া হেতু ছুটি হলেও আজ পালনীয়ই। সে হেতু হে কল্যাণ, হে মহাভূজ, অকল্যাণ-ভুঞ্জবল রহিত একে হত্যা করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয় না ॥ বি° ৩৩ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : করুণস্তৃপ্তাং কৃপাবান্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বভাবতঃ করুণঃ, বিশেষতঃ তয়া তথাভূতয়া গৃহীতপাদঃ ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদঃ : করুণা—রুক্মিণীর প্রতি কৃপাবান [কৃষ্ণ]। অথবা স্বভাবতই করুণ বিশেষতঃ তয়া—তথাভূত রুক্মিণীর দ্বারা গৃহীত পাদ ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : করুণঃ স্বপ্রতিকুলেহতিদুষ্টে স্বতনুত্যাগনিমিত্তীভূতেপি ভ্রাতরী দয়ায়া ভগিনীমূর্তিরিতি লে কধর্মোক্তিভয়াদেব দয়াবত্যাং রুক্মিণ্যাং সদয়ঃ ॥ বি° ৩৪ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : করুণঃ—রুক্মী স্বপ্রতিকূল অতি দুষ্ট, স্বতনুত্যাগ নিমিত্তীভূত হলেও ভ্রাতার প্রতি দয়ার মূর্তি ভগিনী তাই লোকধর্ম উক্তি ভয়েই দয়াবতী রুক্মিণীর প্রতি সদয় হলেন কৃষ্ণ। [শ্রীবলদেব - ভয়বিহ্বল ইতি ভগিনীর চোখের সামনে ভ্রাতৃবধ হল, এরূপ লোকাপবাদ ভয়ে, ভ্রাতৃস্নেহে বিহ্বল বা লোক ধর্মের অর্থাৎ লোকাচারের অপেক্ষা, তা কিন্তু নয়। কারণ পুরাণীদের প্রেম 'সমঞ্জস' রতি ব্রজসুন্দরীদের 'সমর্থা' রতি লোকাপবাদ অপেক্ষ ॥ বি° ৩৪ ॥

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দৃশুস্তত্র কল্লিণম্ ।

তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ।

বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। অর্থঃ : [অথ যত্নপ্রবীরাঃ] কৃষ্ণান্তিকং উপব্রজ্য (আগত্য) তত্র কল্লিণং দৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ভগবান্ বিভুঃ সঙ্কর্ষণঃ তং কল্লিণং তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা করুণঃ [সন্] বদ্ধং [তং] বিমুচ্য কৃষ্ণং প্রতি অবব্রবীৎ (উবাচ) ।

৩৬। মূল্যাবাদ : অতঃপর যত্নবীরশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের নিকট এসে তথায় কল্লীকে দেখতে পেলেন । ভগবান্ বিভু সঙ্কর্ষণ সেই কল্লীকে তথাভূত হতপ্রায় দেখে করুণার উদয়ে তার সেই বন্ধন মোচন করে দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি বললেন ।

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : চৈলেন তদীয়েনৈব শিরোবেষ্টনবস্ত্রেণ প্রবপন্ শৈনৈবাসিনেতি শেষঃ ; তচ্চাস্ম্যুচিতক্ষেপলাঘবেনৈব জ্ঞেয়ম্ । সম্মিশ্রকেশমিতি—শ্মশ্রুকেশাভ্যাং সহ বর্তমানং যথা স্মাদিত্যেব বিগ্রহপূর্বকোহর্থঃ ; বহুব্রীহিণৈষ ক্রিয়াবিশেষণত্বাসিদ্ধেঃ । টীকায়াস্ত নিগলিতার্থ এব দর্শিতঃ, অত্র স ইত্যধ্যাহার্যম্ ; যদ্বা, স শ্রীকৃষ্ণঃ শ্মশ্রুকেশমিতি দ্বন্দ্বেক্যং, ব্যরূপয়দিত্যাদৃশবিরূপতাপি সম্ভবতীতি । তথা চ ব্যাখ্যেয়ং তাবদিত্যি, কল্লিণরাজয়ং যাবদিত্যর্থঃ । উক্ততং মহাসাহসাদিয়ুক্তমপি ॥ জী° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : টীকালেন—কল্লীরই শিরোবেষ্টন বস্ত্রের দ্বারা প্রবপন্, ইতি—নিজ হস্তে ধৃত অসির দ্বারা স্থানে স্থানে রেখে মুগুন করে দিলেন তার চুল-দাড়ি ; এও করলেন তার অহঙ্কার নাশের জন্ত, এরূপ বৃত্তান্তে হবে । সম্মিশ্রকেশঃ ইতি—স্থানে স্থানে কিছু কিছু চুলদাড়ি অবশিষ্ট রেখে—তার চেহারাটা অদ্ভুত বানিয়ে । (এখানে শ্রীসনাতনের টীকার নিগলিত অর্থ দেখান হল) ।

অথবা 'স' শ্রীকৃষ্ণ, শ্মশ্রুকেশম্ ইতি = চুলদাড়ি স্থানে স্থানে রেখে কেটে দিয়ে কুংসিং রূপ বানালেন কৃষ্ণ । তাবৎমুগুনঃ—যতক্ষণ কল্লীর পরাজয় হল সেই সময়ের মধ্যেই বলদেবাদি যাদবগণ গর্বিত কল্লীসেনা দলিত করলেন ॥ জী° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিম্বনাথ টীকা : পুনরপি কল্লী প্রাতিকূল্যং মাকার্ষীদিত্যি তদুর্শ্বদনিবর্তকেন পরাভবস্মারকেণ দুর্লক্ষণেন কেনচিদঙ্কয়িত্ত্বৈব তমুপেক্ষাং চক্রে ইত্যাহ,—চৈলেন গ্রীবায়াং বদ্ধা বামহস্তেন তচৈলাগ্রদ্বয়ং বিধৃত্য দক্ষিণহস্তপুতেনাসিনা উষীষং দুরীকৃত্য সম্মিশ্রকেশং যথা স্মাং স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছাঃ শ্মশ্রুগুচ্ছাশ্চ যথা তিষ্ঠেয়ুস্তথা প্রকর্ষণেণ সমূলকর্তৃনেন রুধিরমুদগমস্তা বপন্ মুগুনং ব্যরূপয়ং বিরূপমকরোং ॥ বি° ৩৫ ॥

অসাম্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্তিতম্ ।

৩৩ । বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সূহৃদো বধঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭ । অন্নয়ঃ কৃষ্ণ ! (হে সর্বসুখপ্রদ) ত্বয়া কৃতম্, [কেশমুণ্ডনাদিরূপং] ইদং [কর্ম] অস্মজ্জুগুপ্তিতম্, (অস্মাকম্, নিন্দিতং) অসাম্বু [চ যতঃ] শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং (বপন লক্ষণম্ বৈরূপ্যং) সূহৃদঃ বধঃ [এব] ।

৩৭ । দ্ব্যতাপবাদঃ : হে কৃষ্ণ ! তোমার কৃত এই কেশমুণ্ডনাদি কর্ম আনাদের পক্ষে নিন্দিত ও অসাম্বু হয়েছে । কারণ স্থানে স্থানে চুল দাড়ি রেখে মুণ্ডনরূপ বিরূপতাকরণ অল্প দণ্ড নয়, ইহাতে সূহৃদদের বধস্বরূপই হয়ে থাকে ।

৩৫ । শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকাবুবাদঃ : পুনরায়ও রুক্মী যেন প্রাতিকূল্য করতে না আসে, এই আশয়ে সেই উন্মত্ততা নিবর্তক পরাভব-স্মারক তুল্লক্ষণ স্বরূপ কোন কিছু তার অঙ্গে একে দিয়ে তাকে উপেক্ষা করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, রুক্মীরই শিরোবেষ্টন বস্ত্রের দ্বারা তার গ্রীবায় বেঁধে বামহস্তে সেই বস্ত্রের অগ্রদ্বয় কষে ধরে দক্ষিণহস্তে ধৃত অসি দ্বারা উক্ষীণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাড়ি-গোফ সহিত কেশ বৈরূপ ছিল তার স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছ ও দাড়ি-গোফগুচ্ছ সেরূপই রেখে বাকীটা প্রবপন—‘প্র’ সমূলে কর্তনের দ্বারা রক্তোদগমণ করিয়ে মুণ্ডিত করত এক কিস্তুতাকার চেহারা বানিয়ে দিলেন তাকে কৃষ্ণ ॥ বি° ৩৫ ॥

৩৬ । শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ : কৃষ্ণান্তিকমিত্যর্দ্রকম্ । দদৃশুর্যতুপ্রবীরা ইত্যেব জ্ঞেয়ম্ ; এবমত্রাপি তথাভূতং হতপ্রায়মিতি রুক্মিণীশেষণে যোজ্যম্ । তথাভূতং প্রাপ্তবৈরূপ্যাদিকমতএব হতপ্রায়ম্ । নতু তাদৃশমহাপরাধিনো বিমোকো ন হি যুজ্যতে, তত্রাহ—ভগবান্ সর্বজ্ঞঃ ; রুক্মিণী-বস্ত্রজ্জানাতি, তথা রুক্মিণ্যাঃ দুঃখং শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবি-লীলাঞ্চ ইত্যর্থঃ । অতএব করুণঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমবৈবাহিকসম্বন্ধাচ্ছেতি ভাবঃ । কৃষ্ণমিত্যুপলক্ষণং রুক্মিণীক্ষেতি জ্ঞেয়ম্ । লজ্জাহতো রুক্মিণীঞ্চ কৃষ্ণমেব দৃষ্টাত্তবীদিতি তস্মৈব প্রাধাত্যং ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬ । শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদঃ : কৃষ্ণান্তিকম্, থেকে কৃষ্ণমত্রবীং পর্যন্ত দেড় শ্লোক একসঙ্গে । যাদবগণ দেখলেন, এরূপ বুঝতে হবে । এবং এখানেও তথাভূতং হতপ্রায়ম্, ইতি—রুক্মীর বিশেষণ রূপে যুক্ত করণীয় । আচ্ছা তাদৃশ অপরাধীর মুক্তি তো নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়—এরই উত্তরে ভগবান্ সর্বজ্ঞ (বলদেব) রুক্মিণীর মতই সেই সেই কথা জানেন—তথা শ্রীরুক্মিণীর দুঃখ ও শ্রীকৃষ্ণের ভাবিলীলা জানেন অতএব করুণঃ—করুণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতু, এরূপ ভাব । ‘কৃষ্ণ ইতি’—উপলক্ষণে, রুক্মিণীকেও বলা হল অর্থাৎ কৃষ্ণ-রুক্মিণী দুজনকেই বললেন—যদিও কৃষ্ণের দিকেই চেয়ে বলাতে তাঁরই প্রাধাত্য ॥ জী° ৩৬ ॥

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসুয়েথা ভ্রাতৃকৈরূপ্যচিন্তয়া ।

সুখদুঃখদো ন চান্যোহস্তি যতঃ স্বকৃতভূক্ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। অর্থঃ : (শ্রীকৃষ্ণীণঃ সাধ্ব্যতি) —

সাধ্বি ! ভ্রাতৃঃ [কৃষ্ণীণঃ] বৈরূপ্যচিন্তয়া অস্মান্ মৈব (মা+এব) অসুয়েথাঃ, যতঃ অতঃ সুখদুঃখদঃ নাস্তি, পুমান্ (জীবঃ) স্বকৃতভূক্ চ (নিশ্চয়াথে) (নিজ কর্মফলভূক্ এব ভবতি) ।

৩৮। শ্রীভগবাদ : হে সাধ্বি কৃষ্ণিণি ! তুমি ভাইয়ের কুৎসিৎ ভূতের মতন চেহারার কথা চিন্তা করত আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না, কারণ সুখ দুঃখের দাতা অতঃ কেউ নয়, জীব স্বকর্মফলভূক্ই হয়ে থাকে ।

৩৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : বিমুচ্য স্বয়মেব স্বহস্তেন কৃষ্ণবামহস্তাচ্চৈলখণ্ডমপসার্যো-
ত্যর্থঃ ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবৃত্তাদ : বিমুচ্য—বলদেব নিজেই নিজের হাতে কৃষ্ণের বাঁ হস্ত থেকে বস্ত্রখণ্ড ছাড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণীর বন্ধন মোচন করে দিলেন ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কৃষ্ণেতি—কেবলেন মূলনাগ্না সম্বোধনমগ্রজোচিত-
শুদ্ধাংসল্যোদয়েন । তথৈবাহাস্মাকং কুলতিলকীভূতভবংকানাং পরমপ্রতিষ্ঠাবতাং বৃক্ষীনাং
সম্বন্ধে জুগুপ্সিতং নিন্দিতং কৰ্ত্তুমযোগ্যমিত্যর্থঃ । কিম্বদিত্যপেক্ষায়াং লজ্জাদিনা প্রাগপ্রকাশিতমপি
নীচৈরিবাহ—বশনমিতি । ন চৈতদল্লং দণ্ডনমিত্যাহ—বৈরূপ্যমিতি, বিরূপতাপাদনমেবন্ত শ্রীকৃষ্ণোপা-
লন্তুনে কৃষ্ণিণ্যা এব সাধ্বনমুদেগাং, মৎসম্বন্ধেনৈবৈষ সম্প্রত্যপালন্তুবিষয়ো ভবতীতি তস্মা লজ্জোৎপত্তেঃ ।
তথা কৃষ্ণিণঃ প্রত্যপি ভৎসনমায়াতি, সাক্ষাত্তস্মা তিরস্কারানুবাদাৎ । তচ্চ তস্য শিক্ষার্থমেব
সম্পাদ্যত ইতি কারুণ্য এব ঽর্য্যবস্তুতি ; এবমগ্রেহপি ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবৃত্তাদ : কৃষ্ণ ! ইতি—কেবল মূল নাম ধরে সম্বোধন—
অগ্রজ-উচিতশুদ্ধ বাৎসল্য উদয়ে । সেইভাবেই বললেন আমাদের কুলতিলকভূত তোমার পরম প্রতিষ্ঠা-
বান বৃক্ষীদের সম্বন্ধে জুগুপ্সিতং—নিন্দিত কাজ করা উচিত নয়—কি সেই নিন্দিত কাজ, এ অপেক্ষায়
পূর্বে প্রকাশ করা উচিত হলেও লজ্জার পরের লাইনে বলা হল বপনয়, ইতি—চুলদাড়ি স্থানে স্থানে
ছেটে দেওয়া—এ অল্পদণ্ডও নয় এই আশয়ে বলা হল বৈরূপ্যম্, ইতি—বিরূপতা রূপ অপকৃষ্টতাদান
কিন্তু বধ স্বরূপই হয়ে থাকে । শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনাতে কৃষ্ণিণীকেই সাধ্বনা দান উদ্দেশ্য—মদীয় সম্বন্ধেই
এই কৃষ্ণ সম্প্রতি ভৎসনার বিষয় হয়েছে, তাই কৃষ্ণিণীর লজ্জা উৎপত্তির হেতু । তথা কৃষ্ণীর প্রতিও
ভৎসনা এসে যাচ্ছে, সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার তাতে আরোপিত হওয়া হেতু ।—এও তার শিক্ষার
জগাই সাধিত তাই ইহা তার প্রতি করুণাতে পর্যবসিত ॥ জী° ৩৭ ॥

বন্ধুর্বধাইদোষোহপি ন বন্ধোর্বধমহঁতি ।

ত্যাভ্যঃ স্বেনৈবদোষণে হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অর্থঃ : [পুনঃ কৃষ্ণমাক্ষিপতি] বন্ধুঃবধাইদোষঃ (বধায় 'অহ' উচিতঃ দোষো যস্য সঃ তাদৃশঃ) অপি বন্ধোঃ (নিজ বান্ধবাং) বধং ন অহঁতি, ত্যাভ্যঃ (কিন্তু পরিত্যাভ্যঃ এব) স্বেন (স্বকীয়েন) এব দোষণে হতঃ কিং পুনঃ হন্যতে ।

৩৯। মূল্যাবুদাঃ : (তথাপি দেবীর শোক নিবৃত্ত হল না দেখে তার নিরসনের জন্য শ্রীবল-দেব পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ।)—

হে কৃষ্ণ ! বন্ধু বধাইদোষে দোষী হলেও বন্ধুর নিকট বধযোগ্য হতে পারে না । কিন্তু পরিত্যাভ্যাই হতে পারে । আর দেখ, নিজ মনোহুঃখেই যে ব্যক্তি হতপ্রায় তাকে পুনরায় আর বধের কি আছে ?

৩৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : বরং বধঃ-অপ্যস্ত সাধুরভবিজ্ঞাদিদং খড়্গেন মুণ্ডনস্থতিবিভংসিত-মভূদিতি শোচন্ত্যা রুগ্নিণ্যাঃ সাস্ত্রনার্থং বহিঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিৎপালভমানোহন্তস্ত ভো ভ্রাতঃ, সমুচিত-কৃত্যচতুরেণ হয়া সাস্ত্রৈব কৃতমিতি প্রসীদম্নেবাহ,—অসাম্বিতি । সুহৃদঃ শ্যালকস্ত পক্ষে দুহৃদোহপি তস্ত সুহৃদ্বদ বাচাত্মেন বিপরীতলক্ষণা ব্যাভ্যা ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদাঃ : বরং এর বধও উত্তম হত । খড়্গের দ্বারা মুণ্ডনে কিন্তু বিভংসিত করে দিয়েছে মুখ—এরূপ শোককারী রুগ্নিণীকে সাস্ত্রনের জন্য বাইরে কৃষ্ণের প্রতি 'কিঞ্চিৎ তিরস্কার পরায়ণ হলেন বলবাম—অন্তরে অন্তরে কিন্তু রয়েছে এরূপ ভাব, যথা—হে ভ্রাতঃ চতুর শিরোমণি তোমার দাবা সমুচিত কাজই হয়েছে, যেন প্রসন্নতা প্রাপ্তই হয়েছেন এরূপ ভাবে বললেন । অসাম্বু তিতি—সুহৃদ শ্যালকের (রুগ্নীর) পক্ষে দুহৃদশব্দ হলেও তার যে সুহৃদ শব্দ অভিধেয়তায় ইহা হল বিপরীত বাঙ্গা লক্ষণা (বাঙ্গ্য-বিরুদ্ধতা) বাঙ্গ্যার্থের পর্যালোচনায় যদি প্রকৃত বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ হয়, তবে সেই অর্থদোষকে বাঙ্গ্যবিরুদ্ধতা বলে ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : এতাদৃশে তং প্রত্যাশ্বেহপি তস্যাঃ শোকাভ্যাগাৎ তামেব সাক্ষাৎ সাস্ত্রয়ন্বাহ—নৈবেতি । অস্মান্ শ্রীকৃষ্ণাদীন্ মাস্ত্রয়েথাঃ, দোষারোপেণ মা পশ্য ; এবেতি সাক্ষাত্তংকারণে সত্যপি অসূয়াং নিবারয়তি চেতি, পক্ষান্তরে নঞ তন্নিষেধেহতো নাস্তি, কিন্তু স্বয়মেবেত্যর্থঃ । পুমান্ জীবঃ ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদাঃ : কৃষ্ণের প্রতি উপযুক্ত প্রকারে বললেও রুগ্নিণীর শোক যদি গেল না তখন সাক্ষাৎ তাকেই সাস্ত্রনা দিবার জন্য বললেন 'ন চ অতোহস্তি' ইতি ।

কত্রিয়াণাময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ।

ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাৎঘেন ঘোরতরন্ততঃ ॥ ৪০ ॥

৪০। অন্নয়ঃ : কত্রিয়াণাং অয়ং ধর্মঃ প্রজাপতি বিনির্মিতঃ (‘প্রজাপতিনা’ ব্রহ্মণা ‘বিনির্মিত’ পরম পাল্যত্বেন নির্দিষ্টঃ) যেন [ধর্মেণ] ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হত্যাং, ততঃ (অস্মাৎ, অয়ং) ঘোরতরঃ (অতিদারুণ ধর্মঃ, অতঃ কোহয়মস্মাকমপরাধঃ)।

৪০। মূল্যানুবাদঃ : তথাপি শোক চলে না গেলে পুনরায় স্বধর্ম দেখিয়ে দেবীকে প্রবোধ দেওয়া হচ্ছে, যথা—

ইহাই কত্রিয়দের অদৃষ্টজনক কর্তব্যবিশেষ, যে ধর্মে চালিত হয়ে ছায়াভূগত যুদ্ধে ভাইও ভাইকে হত্যা করতে পারে। ইহা ব্রহ্মা দ্বারা বেদ অনুসারে নির্দিষ্ট। সে হেতু এই ভ্রাতৃহননে ঘোরতর ধর্মই হয়ে থাকে।

এই কৃষ্ণ প্রভৃতিকে দোষারোপের সহিত দেখে না। যাঁ এষ—‘এব’ শব্দে সাক্ষাৎ ভাবে সেই কারণ থাকলেও অস্ময়া নিবারণিত করা হচ্ছে পক্ষান্তরে সেই নিষেধে বুঝান হল, দোষী অন্য কেউ নয়, কারণ দোষী সে নিজেই, কারণ জীব স্বকর্ম ফলই ভোগ করে থাকে ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাখ্য টীকা : তস্যাঃ শোকাপনোদ্যার্থং বিবেকমুৎপাদয়তি,—মৈবেতি। স্বকৃতভূগতি অস্মিন্নতিহৃষ্টে স্বস্য ভর্ষশ্চ প্রতিকূলে কোহং তে যুথা স্নেহ ইতি তাং প্রত্যাশালন্তশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাখ্য টীকানুবাদঃ : ক্লিষ্টগীর শোক দূর করণের জন্য তাঁর বিবেক উৎপাদন করছেন, মৈবেতি শ্লোকে। জীব নিজ নিজ কর্মফলই ভোগ করে থাকে, তাই অতি হৃষ্টের প্রতি আর নিজের স্বামীর প্রতিকূলে, এ এমন কে যার প্রতি তোমার যুথ স্নেহ—এইরূপে এখানে ক্লিষ্টগীর প্রতি তিরস্কার ধ্বনিত হল ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ° ত্তো. টীকা : তথাপি দেব্যাঃ শোকং দৃষ্ট্বা তন্নিরাসার্থং শ্রীকৃষ্ণ-মাক্ষিপতি—বন্ধুরিতি, বন্ধোঃ সকাশাৎ, কিন্তু স ত্যাজ্য ইতি তস্য অত্যবজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়িত্বা কিঞ্চিদ-কর্তৃত্বমসামর্থ্যমপি দর্শিতম্। নম্ববধ্যস্য বধে যাবাংস্তাবান্ বধ্যস্যা রক্ষণে দোষঃ স্বর্য্যতে। তত্রাহ—স্নেহেন দোষণে হতঃ। সল্লোকবহিষ্কৃততা সাম্যেন এবং যো হতঃ স কিং পুনহ’ন্ততে? নৈবেত্যর্থঃ। সৌহর্যমপি ক্লিষ্টাণাং অত্ৰ দানেন তদ্বহিষ্কৃতো জাত ইতি ভাবঃ। বৈকৃত্যকরণং হৃদিং হননমেব মরণাদপি হৃৎখদত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ° ত্তো. টীকানুবাদঃ : তথাপি দেবীর শোক দেখে তা বর্জন করার

রাজ্যস্থ ভূমেবিত্তস্ত দ্বিত্বো মানস্য তেজসঃ ।

মানিনোহন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদাক্ষাঃ ক্রিপন্তি হি । ৪১ ॥

৪১। অন্নয়ঃ [পুনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রত্যাহ]—

মানিনঃ (অভিমানবতঃ) শ্রীমদাক্ষাঃ রাজস্বভূমেঃ বিত্তস্য দ্বিগুণঃ মানস্য তেজসঃ (বলস্য)
অন্যস্য বা হেতোঃ হি (নিশ্চিতঃ) ক্রিপন্তি (বন্ধু নু তিরস্করন্তি) ।

৪১। দ্ব্যবসাদঃ : পুনর্বার শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—অভিমানী ও ঐশ্বর্যমদে অন্ধ
জনগণ—রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, তেজ বা অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত বন্ধুগণকে তিরস্কার
করেই থাকে [কিন্তু হে কৃষ্ণ ! তাই বলে কি আমাদের তাই করা সাজে ?]

জগৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসন করছেন—বন্ধু ইতি—বন্ধুর নিকট বন্ধুর বধযোগ্য দোষ থাকলেও কিন্তু সে
বধযোগ্য নয় ত্যাজ্য । একপ দোষী বন্ধুর প্রতি অতি অবজ্ঞেয়তা দেখিয়ে কিঞ্চিৎ করণার্থে অসামর্থ্য-
তাও দেখান হল । আচ্ছা অবধ্যজনের বধে যতটা দোষ ততটা বধযোগ্য জনের রক্ষণে দোষ নয়
কি ? এরই উত্তরে—স্বৈর্য দোষেণ হতঃ—নিজের দোষেই হত । ভদ্রলোকের সমাজ থেকে
বহিস্কৃততা সাম্যের দ্বারা এইরূপে যে হত সে কি আর পুনরায় হত হতে পারে ? না পারে না ।
এই কল্লিগী ও কল্লীর দ্বারা অন্ত্র দানে—সেই বহিস্কৃত জাত, একপ ভাব । কুংসিত চেহারা করে
দেওয়া হত্যার সামিলই ইহা মরণ থেকেও দুঃখদায়ী, একপ ভাব ॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : দেব্যাঃ শ্রীণনার্থঃ কৃষ্ণঃ নীতিং শিক্ষয়ন্নিবাহ, — বন্ধুঃ শ্যালঃ
বন্ধোভগিনীপতেঃ সকাশাৎ ॥ বি° ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : দেবীর সম্ভাব বিধানের জন্য কৃষ্ণকে যেন নীতি
শেখাচ্ছেন, একপভাবে বললেন । বন্ধু শ্যালক । বন্ধোঃ—ভগিনীপতির থেকে ॥ বি° ৩৯ ॥

৪০। শ্রীজীবৈব° তো° টীকা : তথাপি শোকানপগমাৎ পুনর্দেবীং স্বধর্মপ্রদর্শনে
প্রবোধযতি—কত্রিয়াণামিতি ; অয়ং কত্রিয়াণাং ধর্মঃ, সদৃষ্টজনক-কর্তব্যবিশেষঃ, যেন ধর্মোণ
ন্যায়লক্ষণযুক্তেন ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাৎ । ধর্মহে হেতুঃ—প্রজাপতিনা বিনির্মিতঃ, বেদদৃষ্টা
নির্দিষ্ট ইত্যর্থঃ । ততস্তস্মাদ্ভ্রাতৃহননাক্তোৎপোরতরো ধর্মশ্চেতি ; এবমেবাহ টীকায়াং—ঘোরতরো
ধর্মশ্চেতি ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। শ্রীজীবৈব° তো° টীকাবুবাদ : তথাপি শোক চলে না গেলে পুনরায় স্বধর্ম দেখিয়ে
দেবীকে প্রবোধ দেওয়া হচ্ছে—কত্রিয়াণাম্, ইতি—ইহাই কত্রিয়দের ধর্ম—অদৃষ্টজনক কর্তব্য
বিশেষ, যে ধর্মে চালিত হয়ে ত্রায় লক্ষণ যুক্ত ভাইও ভাইকে হত্যা করে । ধর্মভাবে হেতু, ইহা

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্বভূতেষু দুঃখদাম ।

যন্মগ্ৰসে সদাভদ্রং সুখদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥

৪২। অজ্ঞবৎ : অজ্ঞবৎ সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণিষু) দুঃখদাম, (অহিতানাং) [রুগ্মাদীনাং] যং সদা ভদ্রং (শুভং) মগ্ৰসে (ইচ্ছসি) ইয়ং তব বিষমা (অসমীচীনা) বুদ্ধিঃ (যতঃ তদেব) সুখদাং অভদ্রং (অশুভং) ।

অথবা—অজ্ঞবৎ সদা সর্বভূতেষু দুঃখদাম [শিশুপালাদীনাম্] অভদ্রং সুখদাম, ভদ্রং যং মগ্ৰসে [অতঃ] তব ইয়ং বুদ্ধিঃ বিষমা (অসমীচীনা) ।

৪২। স্মৃতিবাদের : শ্রীবলদেব বলছেন হে রুক্মিণি! তুমি অজ্ঞ ব্যক্তির স্থায় সর্বপ্রাণীর অহিতকারী রুগ্মাদির প্রতি যে সদা মঙ্গল কামনা করছ, এ তোমার সমীচীনা বুদ্ধি নয়, কারণ ইহাই তোমার সুখদ গণের অমঙ্গল ।

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) দ্বারা বিবিস্তৃত—বেদ অনুসারে নির্দিষ্ট । ততঃ—সেহেতু ভ্রাতৃহননে ঘোরতর অর্থাৎ অতি বিষম, ধর্মই হয়ে থাকে—এই রূপই শ্রীধরের চীকারও বলা হয়েছে, যথা ঘোরতর ধর্ম ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিষ্ণুবাথ চীকা : নীতিমিমাংসদ্বয়জ্ঞো ন বেত্তীতি মনসা বদন্তীঃ দেবীঃ প্রত্যাহ—কত্রিয়াণামিতি । ভ্রাতৃহননং হত্যাং দিতি শাস্ত্রবিধিস্তত্র শালঃ খলু কো বরাক ইতি ভাবঃ ॥ বি° ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিষ্ণুবাথ চীকাবাদের : এই নীতি আপনার অজ্ঞ জানে না, একরূপ মনে মনে বলুনি দেবীর প্রতি বলছেন—কত্রিয়দের এই ধর্ম ইত্যাদি । ভ্রাতাকেও হত্যা করা উচিত, একরূপই শাস্ত্র বিধি, এ বিষয় শালক কোন্ তুচ্ছ, একরূপ ভাব ॥ বি° ৪০ ॥

৪১। শ্রীজীবৈব ভোঃ চীকা : দেবীসাম্বন্যার্থমেব পুনরপি শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতাপি পরমমহা—রাজ্যশ্চেতি । মানস পূজায়াঃ তেজসঃ কান্তের্বলস্য বা অশস্ত অল্পপানাদেঃ । মানিনোহভিমানবন্তঃ, তত্রাপি শ্রীমদেনাকাং, অতঃ ক্ষিপন্তি তত্তদ্ব্যাঘাতকানিতি শেষঃ । হি যস্মাৎ শ্রীমদাকা এব ক্ষিপন্তি, তস্মাদিন্দ্র-দ্বিধানাং তাদৃশভাবাদেতদ্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ জী° ৪১ ॥

৪১। শ্রীজীবৈব ভোঃ চীকাবাদের : দেবীকে সাম্বনা দানের জন্য পুনরায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রূঢ়ভাবে বলছেন—রাজ্যস্য ইতি—ম্বাণস্য—পূজার নিমিত্ত, তেজসঃ—তেজের নিমিত্ত, কান্তে—কান্তির নিমিত্ত, বলস্য—বলের নিমিত্ত বা অব্যাস্য—অল্প-পানাদির নিমিত্ত । ম্বাণিসঃ—অভিমান মন্ত, এর মধ্যেও আবার ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে থাকে, অতএব সেই পূজা তেজাদির বিঘাতক-দের উপরে ক্ষেপে যায় । হি—যেহেতু ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধজনেরাই বন্ধুদের তিরস্কার করে থাকে । সেহেতু আমাদের মত জনদের তাদৃশ দোষের অভাবে এই বন্ধুদের তিরস্কারাদি করা সমীচীন হয় না ॥ জী° ৪১ ॥

আত্মমোহো নৃণামেষ কল্যাতে দেবমায়য়া ।

। সুহৃদুহৃদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

৪৩। অর্থঃ : [কৃতঃ ইত্যত আহ] দেহাত্মমানিনাং (দেহ এব আত্মা ইতি মন্যমানানাং) নৃণাং সুহৃৎ হৃদাং উদাসীন (কশ্চিং সুহৃৎ কশ্চন হৃদাং কোপ্যদাসীন ইত্যেব) ইতি এব আত্মমোহঃ (আত্মনঃ মোহঃ) দেবমায়য়া (ঈশ্বরস্য মায়য়া) কল্যাতে ।

৪৩। মূল্যাবাদঃ : দেহকেই যারা আত্মা বলে মনে করে, এতাদৃশ জনগণের 'ইনি মিত্র, ইনি শত্রু, ইনি উদাসীন' এরূপ আত্মমোহ ঈশ্বরের মায়া দ্বারা উৎপন্ন হয় ।

৪১। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্যায় টীকা : নহু কত্রিয়ো বন্ধুঃ হস্তং বরং, কিন্তু তং বিভৎসিতবৈরূপ্যবন্তং কৰ্ত্তুং নারহীতি দেব্যাঃ স্বগতোক্তিমালাক্য তাং প্রসাদয়িতুং কৃষ্ণমাহ,—রাজ্যস্যোতি । রাজ্যাদেহে তৌর্মানিনোহহঙ্কারবন্ত এবান্যানাক্ষিপন্তি অস্মাক্ষেতদনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ বি° ৪১ ॥

৪১। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্যায় টীকাবুবাদ : কত্রিয় বন্ধুকে হত্যা করা বরং অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু বিভৎসিত ভাবে বিরূপতা করা উচিত হয় না—দেবীর এরূপ স্বগত উক্তি অনুমান করত তাকে প্রসন্ন করণার্থে বলরাম কৃষ্ণকে বলছেন—রাজ্যস্য ইতি । হে কৃষ্ণ ! রাজ্যাদির জন্যে মানীরা অহঙ্কার-মত্ত হয়ে অন্যদের প্রতি ক্ষোভিত হয়ে উঠে—আমাদের পক্ষে তা অনুচিত ॥ বি° ৪১ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : পূর্বং ধর্মদ্বারা দেব্যাং বোধিত্যামপি তথৈদৃশে শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যবক্তব্যোহপি দেব্যাঃ সাস্ত্রনার্থমুক্তেঃ । তস্যা শোকাত্যাগান্তং ত্যক্তা তামেব বিবক্ষিত-রহস্যার্থান্তরগর্ভেণ জ্ঞানোপদেশেন প্রবোধয়ন্নাদৌ সক্রোধমাহ—তবেতি । সর্বভূতেষু মধ্যে দুহৃদে প্রতীতানাং কেবাঞ্চিদ্যদভ্রমিচ্ছসি, তথা দুহৃদাং সুহৃদে প্রতীতানাং ক্লিষ্টাদীনাং যদভ্রমিচ্ছসি, তৎপারিশেছাদন্যেযু তু যদৌদাসীন্যং কুরুষে ইত্যর্থঃ । সেযং তবাজ্ঞানামিব বিষমা বুদ্ধিরিতি । অর্থান্তরে সুহৃদামিত্যপি দুহৃদামিত্যনেন বিশেষয়িতবাম্ । সর্বভূতেষু মধ্যে দুহৃদাং শত্রুত্বেন সম্মতানাং শিশুপালাদীনাং তৎসাহায্যেন তু তাদৃশামেব স্ব-সুহৃদাং ক্লিষ্টাদীনাং মপীতি যদি তেষভদ্রং মন্তবাং, তদৈতদ্বিধেষপি তদেব মন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ জী° ৪২ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদ : পূর্বে দেবীকে ধর্মদ্বারা প্রবোধ দান করলেও তথা ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যা বলা উচিত হয়না, তাও দেবীর সাস্ত্রনার জন্য বলা হয়েছে তাতে শোকের উপশম না হলে ও সব ত্যাগ করত তাঁকেই বক্তব্য-রহস্যান্তর-গর্ভ জ্ঞান-উপদেশে প্রবোধ দিতে গিয়ে প্রথমে সক্রোধে বললেন—তবেতি—সর্বভূতের মধ্যে দুহৃদরূপে প্রতীতদের উপর কোনও প্রকার যে গর্হিত আচরণ ইচ্ছা করছেন, তখ বন্ধু বলে প্রতীত শত্রু ক্লী প্রভৃতির যে শুভ ইচ্ছা

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্ ।
নানৈব গৃহ্যতে মুচৈর্ঘথা জ্যোতির্ঘথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

৪৪। অর্থঃ : সর্বেষাং দেহিনামপি পরঃ (পরম প্রেমযোগ্যঃ) এক এব আত্মা হি, মুচৈঃ (তদ্ব্যনভিজ্ঞে) যথা জ্যোতিঃ (চন্দ্র সূর্যাদিঃ) যথা নভঃ (আকাশঃ) [তথা] নানৈব গৃহ্যতে ।

৪৪। শ্রীভগবাদ্ভাষ্যঃ : সকল প্রাণীরই বিশুদ্ধ একই আত্মা, কিন্তু যেরূপ একই চন্দ্র-সূর্যাদি জলপূর্ণ পাত্রভেদে এবং একই আকাশ ঘটাদি পাত্রভেদে বহু বহু বলে গণ্য হয় সেইরূপ একই আত্মাকে মুঢ় ব্যক্তিগণ বহু বলে মনে করে ।

করছেন, এর পরিশেষ ফলে অশ্রুর প্রতি কিন্তু যে উদাসীনতা দেখান হচ্ছে । উহা আপনার অজ্ঞানের মত বিষম। বুদ্ধি ।

অর্থান্তরে—সুহৃদাম্, - অর্থাৎ ভক্ত-এরূপ হলেও দুহৃদাম্, -অভক্ত, তাই এই রুম্বীর সহিত অভক্ত বিশেষণই প্রযোজ্য । সর্বভূতের মধ্যে শত্রুরূপে সম্মত শিশুপালাদির রুম্বীর সাহায্যের জন্য আসা কিন্তু তাদৃশই স্ব-সুহৃদয়া রুম্বিণী প্রভৃতির জন্যও—এরূপে শিশুপালের উপর যদি অভক্ত মন্তব্য করা উচিত হয় তবে এতদ্বিধ রুম্বীর প্রতিও সেই মন্তব্য করাই উচিত, এরূপ ভাব ॥ জী° ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : নীতিরিয়ং যুদ্ধাদন্যত্রৈব । যুদ্ধেতু বৈরী পরাজিত্য তিরস্কিয়ত এবৈতীরমপি নীতিরিতি কৃষ্ণা স্বগতোজ্জিমাঙ্ক্য দেবীঃ প্রত্যাহ, -তবেয়মিতি । সুহৃদাং স্ববন্ধুনাং রুম্বিপ্ৰভৃतीনাং ভক্তমেব কৃষ্ণকৃতং মুণ্ডনং যৎ সদা অভক্তং মন্যসে ইয়ং তব বিষম্য বুদ্ধিঃ । অজ্ঞবৎ অজ্ঞানামিব তব বিজ্ঞায়া অপীতার্থঃ । কীদৃশাং সর্বভূতেষু দুহৃদাং দুষ্টমনসাম্ ॥ বি° ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাভাষ্যঃ : [বলরাম বলছেন]—এই নীতি কিন্তু যুদ্ধ বাদে অন্যত্রই, যুদ্ধে কিন্তু বৈরীকে পরাজিত করে তুচ্ছীকৃত করাই নীতি—এরূপ কৃষ্ণের স্বগত উক্তি লক্ষ্য করে দেবীর প্রতি বলছেন—তবেয়ং ইতি -সুহৃদাং—স্ববন্ধু রুম্বী প্রভৃতিদের কৃষ্ণকৃত মুণ্ডন অবশ্য ভক্ত যাকে তুমি অভক্ত মাননা করছ, তা তোমার বিষম্য বুদ্ধিঃ অজ্ঞবৎ—অজ্ঞানের মত বুদ্ধি, তোমার বিশেষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও । সর্বভূতেষু দুহৃদাং—সর্বভূতের প্রতি দুষ্টমনা ॥ বি° ৪২ ॥

৪৩। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকা : কশ্চিৎ সুহৃদিব কশ্চিদুহৃদীবৈত্যাди এক এব বা কদাচিৎ সুহৃদিবৈত্যাди অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণাদমজানতাম্বেষাত্ত সৌহৃদাদিফুর্তিঃ শ্রাদিত্যত আহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাভাষ্যঃ : কেউ সুহৃৎতুল্য কেউ শত্রুতুল্য ইত্যাদি ।

দেহ আত্মত্ববানেষ জব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।

আত্মত্ববিজ্ঞয়া রূপঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। অর্থঃ : জব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ (জব্যং পৃথিব্যাতিভূতপঞ্চকং প্রাণ ইন্দ্রিয়ানি গুণাঃ সম্বাদয়ঃ ত এব আত্মা স্বরূপং যন্ত সং) আত্মত্ববান্ (জন্মমরণ যুক্তঃ) এষঃ (বিবিধবিকারবদ্ধাদিনা দৃশ্যমানঃ) দেহঃ আত্মনি (জীবে) অবিজ্ঞয়া (প্রাকৃত্য) রূপঃ (রাগদ্বेषাদিবিষয়ীভূত সন্) দেহিনং (দেহাভিমানিনং) সংসারয়তি (জন্মাদিলক্ষণ সংসারং প্রাপয়তি) ।

৪৫। মূলানুবাদঃ : আধিভৌতিক পদার্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আধিদৈব এই ত্রিতয়াত্মক উৎপত্তি-ক্ষয়শীল দেহে অবিজ্ঞা আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া জীবকে সংসারী করে থাকে ।

একইজন কদাচিৎ সুহৃৎতুল্য, শত্রুতুল্য ইত্যাদি । অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আশ্বাদন-অজানা লোকের অজ্ঞাত সৌহার্দ্যাদি ক্ষুতি হয়ে থাকে, তাই বলা হচ্ছে আত্মা ইতি দুটি শ্লোকে ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্যায় টীকা : জানাম্যেবেদঃ যদয়ং আত্মা মে দুষ্ট এব তদপ্যত্র বদ্ধভাবো নাপযাতি কিঙ্করামীতি চেৎ সত্যমপ্রাকৃত্য ভবত্যা এবায়মবিবেকোহনুচিত ইত্যুচ্যতে সাংসারিক-লোকানাং স্বয়ং স্বাভাবিক এব ধর্ম ইত্যাহ, - আত্মোক্তি । দেহাত্মমানিনাং দেহ এবাশ্রয়তি মনুমানা-নামেব দেহাত্মমানিনামেব নৃণাং নহু জ্ঞানিনাম্, ॥ বি° ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্যায় টীকানুবাদঃ : এ আমি জানিই আমার এই ভাই দুষ্টই, তা হলেও এর উপর থেকে বদ্ধভাব অপগত হয় না, কি করব? এরূপ যদি বলা হয়, এর উত্তরে-সত্যই অপ্রাকৃত তোমার এই অবিবেক অনুচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে সাংসারিক লোকের কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ধর্ম-এই আশয়ে বলা হচ্ছে, আত্মমোহে ইত্যাদি ।—দেহাত্মমোহাঃ—দেহই আত্মা, এরূপ মাননাকারীদেরই আত্মমোহ-জ্ঞানিদের নয় ॥ বি° ৪৩ ॥

৪৪। শ্রীজীব ষষ্ঠঃ স্তোঃ টীকা : নহু জগতো বৈচিত্রী সাক্ষাদেব দৃশ্যতে, তয়া চ সুহৃদা-দির্ঘটত এব । কথমুচ্যতে? আত্মমোহ ইত্যুচ্যতে চিন্মাত্রত্বেনৈকরূপাণাং জীবানাং বস্তুতত্ত্ব তত্ত্বেনো ন সম্ভবতীত্যাহ - এক ইতি । একঃ পরমাশ্রয়শ্চেন মিথস্তস্যস্বরূপ ইত্যর্থঃ । ভানুস্থানীয়স্চাচিন্ত্যশক্তি-ময়-পরমাশ্রয়স্তুতস্বাশ্রয়েন রশ্মিশরমাণুস্থানীয়স্বাত্ত্ব তত্র চাচিন্ত্যশক্তিময়স্বাদেবোভয়ত্রাপি ন কস্মাপি পূর্বপক্ষস্তাবকাশ ইতি জ্ঞেয়ম্ । হি যতঃ পরো দেহান্ত্রিঃ, অতো দেহান্ত্রৈব বৈচিত্রী, ন স্বাত্মন ইতি ভাবঃ । তর্হি শান্ত্বাদিনা বিবিধোহসৌ কৃতঃ প্রতীয়তে? অধিষ্ঠানৈশ্চ বৈচিত্র্যাদিতি সদৃষ্টা-ন্তমাহ-নানেনিতি । প্রথমদৃষ্টান্তে বিষ-প্রতিবিম্বয়োর্ভেদপ্রতীতেরূপরোত্তরো দৃষ্টান্তঃ । অর্থান্তরে হি যস্মাৎ । 'আততত্বাচ্চ মাতৃবাদাত্মা হি পরমোহরিঃ' ইত্যুক্তেঃ । যঃ খলু সর্বেষামপি দেহিনাং

দেহাভিমানিনামেক আত্মা হরিঃ, স এব বস্তুতন্তেষাং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ। যন্তু নানা পৃথক্ পৃথগাত্মা দেহাভিমানিবর্গস্তন্মধ্যে যুট্টেবৈব পর ইব স গৃহ্যতে, কেবুচিং কশ্চিন্মোহবিবর্তে প্রেমাভাসময়ৈবৈব যথাস্ব তদদেহাগ্যতয়া প্রতীয়তে স্মাত্রং, তত্র দৃষ্টান্তো যথা—রবেরেবালাভে দীপো মর্ত্যৈঃ পরতয়া গৃহ্যতে, যথা বিস্তৃতেনভস এবালাভে উদ্ভূতরমণকৈস্তদন্তর্গতনভস্তত্তয়া গৃহ্যত ইতি ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকানুবাদ : আত্মা জগতের বৈচিত্রী সাক্ষাৎই দেখা যায়— আরও হে ঋক্লিণী এই বৈচিত্রী হেতুই ব্রহ্মদাদি জাত হয়। কি নামে একে প্রকাশ করা যাবে—একে ‘আত্মমোহ’ নামে বলা হয়—চিন্মাত্র হওয়া হেতু একরূপ জীব সকলের বস্তুতন্তু সেই ভেদ সম্ভব নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে এক ইতি—একই পরমাত্মার অংশ হওয়া হেতু পরস্পর তুল্য স্বরূপ। সূর্য-স্থানীয় অচিন্ত্য শক্তিময় পরমাত্মার তটস্থ অংশ হওয়া হেতু রশ্মিপরিমাণ স্থানীয় হওয়া হেতু তারও অচিন্ত্যশক্তিময়তা হেতুই উভয়েই কোনই পূর্বপক্ষের অবকাশ নেই। একরূপ বৃত্তান্ত হবে। হি—যেহেতু পারা—দেহ থেকে ভিন্ন [আত্মা]—অতএব দেহেরই বৈচিত্রী, আত্মার নয়, একরূপ ভাব। তা হলে অবিকৃত ভাবে থাকায় এ বিবিধরূপে কি করে প্রতীত হয়। অধিষ্ঠানেরই অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রেরই বৈচিত্রী হেতু প্রতীত হয়—ইহাই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—লালা ইতি—প্রথম দৃষ্টান্তে বিষ্ণু (সূর্যমণ্ডল) ও প্রতিবিশ্বের ভেদ প্রতীতি উত্তরোত্তর দৃষ্টান্ত। অর্থান্তরে হি—যার থেকে ‘অপরিমিত মাতৃহ হেতু আত্মাই পরম হরি’ এরূপ উক্তি থাকা হেতু। যিনি নিশ্চয় সকল দেহিণাম্—দেহাভিমানীদের অদ্বিতীয় আত্মা হরি। সেই বস্তুত তাদের পরঃ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমপ্রেমযোগ্য কিন্তু যিনি লালো—পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, দেহাভিমানি বর্গ মধ্যে যুট্টের দ্বারাই বহুস্থান ব্যাপক বলে সেই আত্মা গৃহীত হয়,—কাকুর কাকুর কখনও মোহের অপগমে প্রেমাভাস সময়েই জীবাত্মা স্বরূপ তা সেই সেই যোগাত্মা অনুসারে প্রতীতির বিষয় হয় মাত্র তথায় দৃষ্টান্ত—যথা সূর্যের অলাভেই দীপকেই মর্তবাসীগণের দ্বারা প্রধানরূপে গৃহীত হয়, যথা বিস্তৃত আকাশের অলাভে ডুমুরগাছের মশকের দ্বারা উহার অন্তর্গত স্থানটাই অ’কাশ বলে গৃহীত হয় ॥ জী°৫৪ ॥

৪৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দেহাভিমানিণাং মতং দ্বাভ্যাং খণ্ডয়ন্ প্রথমং দেহঃ পরমাত্মা ন ভবতীত্যাহ,—এক ইতি। পর আত্মা দেহিণাং দেহবতাং জীবানাং হি নিশ্চিতমেক এব প্রেরকো ভবতি একঃস্ববাধিষ্ঠান বাহুল্যে সতি নানাভে দৃষ্টান্তো। জ্যোতিরগ্নিদীপকৃ। নভ আকাশং ঘটেষ্ণু। যত্বেকং প্রথমে—“যথাহ্যাহিতো বহ্নির্দীপকঃ স্বয়োনিষু। নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পূমান্” ইতি ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : দেহাভিমানিদের মত ছুই শ্লোকে খণ্ডন করত প্রথমে দেহ পরমাত্মা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে এক ইতি শ্লোকটি। পর- আত্মা দেহিণাং—দেহধারী জীব-

নাতুনোহন্তোম সংযোগো বিরোগশ্চাসতঃ সতি ।

তদ্বৈতত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধেদৃগ্ রূপাত্ম্যৎ যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** (তদেবাদৌ সহৈতুকং সদৃষ্টান্তমভিব্যঞ্জয়তি - নেতি ।) সতি (হে বিচক্ষণে !) যথা রবেঃ (আকাশস্থ সূর্য্যাস্ত) দৃগ্ রূপাত্ম্যং ('দৃক্' আদিত্যোনাহুগ্রাণ্ড চক্ষুঃ, 'রূপং' তেন প্রকাশ-শ্রামাদিরূপং তাভ্যং তথা) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) অন্তেন (জড়েন) সংযোগঃ-বিরোগশ্চন-
[কৃতঃ] তৎপ্রসিদ্ধেঃ (তস্য জড়স্য প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য) তদ্বৈতত্বাৎ (জীবাত্ম হেতুত্বাৎ) ।

৪৬। **অনুবাদঃ** প্রথমে উহাই সহৈতুক দৃষ্টান্তের সহিতট পরিষ্কৃ করা হচ্ছে—হে বিচক্ষণে! যে রূপ সূর্য্যদেবের অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নেই, সূত্ররূপ সংযোগ-অভাব হেতু বিরোগেরও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সেই সূর্য্যই আবার চক্ষু ও রূপের প্রকাশক হয়ে থাকে, সেইরূপ আত্মার আধিভৌতিকাদি দেহের সহিত সংযোগ ও বিরোগ সম্ভবে না, কারণ দেহ অসং, আত্মা সং। আবার আত্মাই ভূতেন্দ্রিয়াদির প্রকাশের প্রতি একমাত্র কারণ ।

দের হি—নিশ্চয়ই একজন প্রেরক আছে একেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রের বাহুল্য স্বীকার করলে নানা অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত ত্রুটি উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—জ্যোতিঃ—অগ্নি কার্ণে এবং মভঃ—আকাশ ঘটে, বা বল্য হয়েছ প্রথমে “যথা অবহিতো” ইত্যাদি ॥ বি° ৭৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা** : দেহ ইতি তৈর্যাখ্যাতম । যদ্বা, প্রাণেন ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে । গুণা রূপরসাদয়ঃ । অর্থাৎ ত্বরে চাবস্থাবশে হেতুমাং—দেহ ইতি । এষ ইতি রুক্মীদেহং দর্শয়তি, এতদ্বিধ ইত্যর্থঃ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা** : দেহ ইতি [শ্রীধর—কেন তা হল চন্দ্রাদিবং আত্মাকে শুদ্ধ বলে বোধ হয়না,—এরই উত্তরে দেহ ইতি । জ্বাম্—অধিভূত, প্রাণা—ইন্দ্রিয় সকল আধ্যাত্ম । গুণ শব্দে আধিদেব এই ত্রয়ী আত্মক দেহোপাধি হেতু শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হ'ল না ।]

অথবা প্রাণ—এই শব্দে ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে । গুণা—রূপ-বসাদি । অর্থাৎ ত্বরে অবস্থা বেশে হেতু বললেন—দেহ ইতি শ্লোকটি । এষ ইতি—এই শব্দে রুক্মীদেহ দেখালেন—এর অর্থ হচ্ছে এইরূপ হল রুক্মীদেহ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা** : দেহো জীবাত্মাপি ন ভবতীত্যাহ,—দেহ ইতি । যঃ স্তম্ভদ্ব্যাপাল্যঃ হৃদ্বদ্ব্যাপা বধাঃ । স এষ দেহ আত্মমধিভূতঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়গাধ্যাত্মঃ গুণশব্দেনাধিদেবং তলিতয়াত্মকঃ । আত্মনি জীবে অবিচল্যৈব কল্লিতঃ । রাগদ্বेषাদিবিষয়ীভূতঃ সন্ দেহিনঃ সংসার-বন্তঃ করোতি ॥ বি° ৪৫ ॥

নাতুনোহন্তেন সংযোগো বিরোগশ্চাসতঃ সতি ।

তদ্বৈতত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধেদৃগ্ রূপাত্মাৎ যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। অর্থঃ : (তদেবাদৌ সহৈতুকং সদৃষ্টান্তমভিব্যঞ্জয়তি - নেতি ।) সতি (হে বিচক্ষণে !) যথা রবেঃ (আকাশস্থ সূর্য্যস্ত) দৃগ্ রূপাত্মাৎ ('দৃ' আদিত্যেনানুপ্রাণাৎ চক্ষুঃ, 'রূপা' তেন প্রকাশ-শ্রামাদিরূপাং তাত্মাং তথা) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) অন্তেন (জড়েন) সংযোগঃ-বিরোগশ্চন- [কুতঃ] তৎপ্রসিদ্ধেঃ (তস্য জড়স্য প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য) তদ্বৈতত্বাৎ (জীবাত্ম হেতুত্বাৎ) ।

৪৬। ভুলাবুলাদঃ : প্রথমে উহাই সহৈতুক দৃষ্টান্তের সহিতট পরিষ্কৃ করা হচ্ছে- হে বিচক্ষণে ! যে রূপ সূর্য্যদেবের অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় প্রাণ রূপের সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নেই, সুতরাং সংযোগ-অভাব হেতু বিরোগেরও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সেই সূর্য্যই আবার চক্ষু ও রূপের প্রকাশক হয়ে থাকে, সেইরূপ আত্মার আধিভৌতিকাদি দেহের সহিত সংযোগ ও বিরোগ সম্ভবে না, কারণ দেহ অসং, আত্মা সং । আবার আত্মাই ভূতেন্দ্রিয়াদির প্রকাশের প্রতি একমাত্র কারণ ।

দের হি- নিশ্চয়ই একজন প্রেরক আছে একেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রের বাহুল্য স্বীকার করলে নানা অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত ত্রুটি উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা- জ্যোতিঃ- অগ্নি কার্ণে এবং মভঃ - আকাশ ঘটে, যা বলা হয়েছে প্রথমে "যথা অবহিতো" ইত্যাদি ॥ বি° ৭৪ ॥

৪৫। শ্রীজীব বৈঃ ভ্যোঃ টীকাবুলাদঃ : দেহ ইতি ভৈরব্যাত্মাতম । যদ্বা, প্রাণেন ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে । গুণা রূপরসাদয়ঃ । অর্থাৎ ত্বরে চাবস্থাবেশে হেতুমাং-দেহ ইতি । এষ ইতি রুক্মীদেহং দর্শয়তি, এতদ্বিধ ইত্যর্থঃ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীজীব বৈঃ ভ্যোঃ টীকা : দেহ ইতি [শ্রীধর - কেন তা হল চন্দ্রাদিবং আত্মাকে শুদ্ধ বলে বোধ হয়না, -এরই উত্তরে দেহ ইতি । জ্বাম্ - অধিভূত, প্রাণা-ইন্দ্রিয় সকল আধ্যাত্ম । গুণ শব্দে আধিদেব এই ত্রয়ী আত্মক দেহোপাধি হেতু শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হ'ল না । ৭

অথবা প্রাণ-এই শব্দে ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে । গুণা-রূপ-রসাদি । অর্থাৎ ত্বরে অবস্থা বেশে হেতু বললেন- দেহ ইতি শ্লোকটি । এষ ইতি- এই শব্দে রুক্মীদেহ দেখালেন- এর অর্থ হচ্ছে এইরূপ হল রুক্মীদেহ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দেহো জীবাআপি ন ভবতীত্যাহ, -দেহ ইতি । যঃ স্তনুদ্ব্যাক্ষ্য পাল্যঃ স্তনুদ্ব্যাক্ষ্য বধাঃ । স এষ দেহ আত্মমধিভূতঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়ানাধ্যাত্মঃ গুণশব্দেনাধিদেবঃ তত্রিতয়াত্মকঃ । আত্মনি জীবে অবিভূত্বৈব কল্পিতঃ । রাগদ্বेषাদিবিষয়ীভূতঃ সন্ দেহিনঃ সংসার-বন্তং করোতি ॥ বি° ৪৫ ॥

জন্মাদয়ন্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ কচিৎ ।

কলানামিব নৈবেন্দোমূর্তিহাস্য কুহুরিব ॥ ৪৭ ॥

৪৭। অর্থঃ : জন্মাদয় বিক্রিয়া তু—(জন্মাদয় বিকারন্তু) দেহস্য [এব] আত্মনঃ (জীবস্য) কচিৎ ন [ভবন্তি] যথা ইন্দোঃ (চন্দ্রস্য) কলানামিব জন্মাদয়ঃ ন এব ইন্দোঃ তথা অস্য (জীবস্য ইন্দোর্বা) মূর্তির্হি (মরণমপি) কুহুরিব (অমাবস্যাৎ—যথা 'চ' কলানাশাদেব ইন্দুক্ষয় উচ্যতে তদং জীবস্য দেহনাশাদেব মরণ উচ্যতে) ।

৪৭। মূল্যাবাদ : যেরূপ চন্দ্রকলারই (চন্দ্রের ১৬ ভাগের এক ভাগ=কলা) হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রের নয়, সেইরূপ জন্মাদি বিকার দেহেরই, আত্মার নয়—সেইরূপ দেহের বিনাশেই আত্মার নাশ কল্পনা করে থাকে ।

৪৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : দেহ জীবাশ্রয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহ ইতি শ্লোকটি । যা সুস্থদ বুদ্ধিতে পাল্য, শত্রু বুদ্ধিতে বধ্য, উহা ঐ দেহ এই দেহ আদ্যন্তবাল্—জন্ম-মরণশীল । সেই এ দেহ আদ্যন্তবাল্—‘আদ্যম্’ অধিভূতং অর্থাৎ প্রাণমকল ॥ বি° ৪৫ ॥

৪৬। শ্রীজীবৈব তো টীকা : সংযোগো নাস্তি সংযোগাপেক্ষাদ্বিয়োগোহপি নাস্তি । সংযোগাভাবে হেতুঃ—অসতেতি । আত্মনীত্যর্থাৎ ত্রিকালমপ্যাত্মনি তস্য স্পর্শাভাবাদিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—তস্যাত্মস্য প্রসিদ্ধেঃ শব্দে স্তুত্বোক্তোহাৎ ; চিত্রপাত্মৈকহেতুহাৎ এবং সতি তং কথং স্পৃশেদিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্ত —রবেরজানজদেববিশেষস্য সূর্য্যস্য দিবানন্তমপ্যচ্যবমানস্য দৃগ্ৰূপাত্যাঃ তল্লক্ষপ্রকাশাপ্রকাশ-শক্তিভ্যাং যথাস্পৃগ্ৰূপাভাবাৎ সংযোগ-বিয়োগৌ ন স্তঃ, তদং । হে সতি বিচক্ষণে ; অর্থান্তরে চ তদপ্যন্তু নাম, তব তু শ্রীকৃষ্ণনিতালক্ষ্মীকৃপায়া কৃষ্ণাদিমা সম্বন্ধ এব নাস্তীতিহ—নেতি । আত্মনস্তব, নস্বতদ্বিশ্বস্তল্লক্ষ্যাহায়া প্রসিকঃ কথমসৌ ন স্যাৎ ? তত্রাহ—সা পরমলক্ষ্মী রূপা স্বমিব হেতুর্ভব তদ্রূপাত্মস্যাঃ প্রসিদ্ধিরিতি অবতরিত্যন্তব দৃষ্টিপ্রভাবোদয়াদেব সৈষামেষা প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । তর্হি মম সম্বন্ধে সতি কথং সংযোগবিয়োগৌ ন স্তঃ ? তত্রাহ—দৃগ্ৰূপাত্যা-মিতি প্রাগ্‌বৎ ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীজীবৈব তো টীকাবুবাদ : জীবাশ্রয় জড়ের সহিত সংযোগ নেই, সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় বিয়োগও নেই । সংযোগ না থাকার হেতু ‘অসত ইতি’—অন্ত বস্তুর সত্ত্বা না থাকায় । আত্মন ইতি—জীবাশ্রয় ত্রিকালেও জড়ের সহিত সংযোগ-বিয়োগ নেই । সে বিষয়ে হেতু—সেই অন্ত বিষয়ের নিজস্ব প্রবৃত্তি থাকা হেতু । শক্তির সেই হেতু থাকা হেতু [হেতু শব্দে—অন্ত বিচার রহিত ফলসিদ্ধি বিষয়ে যোগ্য ব্যাপারই ‘হেতু’ ।] শক্তি-ত্রিগুণ ও তৎকার্য মহাদি—

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান ফলমেব চ ।

অনুভুঙক্তেহ্যসত্যার্থে তথাপ্নোত্যনুধো ভবম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৮। অর্থঃ : যথা শয়ানঃ (নিদ্রাণঃ পুরুষঃ) অসতি (অস্থিরঃ) অপি অর্থে (স্বাপ্নে বস্তুনি) আত্মানং (ভোক্তারং) বিষয়ান্ (স্বাপ্নান্ ভোগাদীন) ফলমেব চ (সুখ দুঃখাদিকমপি) অনুভুঙক্তে (অনুভবতি তথা) অবুধঃ (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞঃ) ভবম্ (সংসারং) আপ্নোতি (অনুভবতি) ।

৪৮। স্মৃতিবাদের : যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় লোকে 'আমি রাজা-প্রজা ইত্যাদি রূপে সুখ-দুঃখ অনুভব করে প্রকৃত অবস্থা ও রূপ না হলেও, সেইরূপ অবিবেকী লোক সংসারে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হচ্ছে ।

অথবা অঘটন ঘটনা-সামর্থ্য । চিদ্রূপাত্মক হেতুত্বাৎ একরূপ হলে জীবাশ্মা কি করে জড়কে স্পর্শ করবে ।

এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বাৰাঃ—দিবা-রাত্রি চ্যুতিরহিত অজানজ দেববিশেষ সূর্যের দৃগ্-রূপাভ্যাং—দিবা রাত্রিকেও নৈত্ররূপ তল্লক প্রকাশ অপ্ৰকাশ—শক্তিদ্বারা স্পর্শযোগ্যতা অভাব হেতু সংযোগ বিয়োগ নেই সেইরূপ, হে সতি—হে বিচক্ষণে অর্থাত্ত্বরেও উগাই নাম হোক, তোমার তো শ্রীকৃষ্ণনিত্যলক্ষ্মীরূপা হওয়া হেতু রুম্মী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধই নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ন ইতি সংযোগবিয়োগো ন স্ত ? সংযোগ-বিয়োগ নেই কি ? এরই উত্তরে দৃগ্-রূপাভ্যাং ইতি—ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ॥ জী' ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ দীক্ষা : কিন্তু জীবাশ্মনো দেহলিপ্তত্বাদেব দেহ এবাশ্মেতি প্রতীতি-ভবতি । বস্তুতস্ত দেহেন লেপস্তস্ম জীবাশ্মনো নৈবাস্তি । পরমাশ্মনস্ত জীবাশ্মনোহপি লেপো নাস্তীত্যাহ—নেতি । প্রথমং জীবাশ্মপক্ষো ব্যাখ্যায়তে হে সতি, আশ্মনো জীবস্ত অশ্মেন জড়েন দেহেন অসত্য আত্মতত্ত্ববাদসর্বকালস্থায়িনা সংযোগো লেপো নাস্তি সংযোগাভাবাদেব বিয়োগোহপি নাস্তি । কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ দেহপ্রকাশস্ত তদ্বৈতত্বাৎ জীবাশ্মহেতুকত্বাৎ অতোহধ্যাত্মাদিময়দেহস্য জীবাশ্মপ্রকাশত্বাত্তেন সহ জীবাশ্মনো ন লেপঃ নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যেন ক্বাপি লিপ্যতে । অথ পরমাশ্মপক্ষঃ আশ্মনঃ পরমাশ্মনঃ । অশ্মেন জীবেন অসত্য অচিরস্থায়িনা দেহেন চ ন সংযোগো ন বিয়োগশ্চ কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ । তয়োর্জীবদেহয়োঃ প্রকাশস্ত তদ্বৈতত্বাৎ পরমাশ্মহেতুকত্বাদতঃ পরমাশ্মনঃ স্বপ্রকাশাভ্যাং জীবদেহাভ্যাং নৈব লেপঃ । নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যস্য লিপ্তঃ ক্বাপি ভবতি । উভয়পক্ষ এব দৃষ্টান্তঃ রবেরাকাশস্থসূর্য্যস্য স্মেন প্রকাশিতাভ্যাং দৃগ্-রূপাভ্যাং দৃশ্য চক্ষুযা তৎপ্রকাশ্যেন রূপেণ চ ন লেপঃ । অত্র রবিস্থাতীয়াঃ পরমাশ্মা, দৃক্স্থানীয়ো জীবঃ, রূপস্থানীয়ো দেহঃ ॥ বি° ৪৬ ॥

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।

তত্ত্বজ্ঞানেন নিহৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ৪৯ ॥

৪৯। অর্থঃ : তস্মাৎ শুচিস্মিতে! (হে নির্মলহাস্যে! হে প্রসন্নহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) আত্ম-
শোষবিমোহনং (আত্মানম্, শোষয়তি বিমোহয়তি চ তথা তং) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাতম্)
শোকং তত্ত্বজ্ঞানেন নিহৃত্য (অপাকৃত্য) স্বস্থা (স্বভাবস্থা) ভব।

৪৯। মূলানুবাদ : অতএব হে প্রসন্নহৃদয়ে! আত্মার শোষক ও মোহোৎপাদক অজ্ঞান-
সম্মত শোক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিদূরিত করত স্থস্থা হও।

৪৬। শ্রীবিষ্ণুবাখ্য টীকানুবাদ : কিন্তু জীবাত্মার দেহ আবরণ হওয়া হেতুই দেহই আত্মা
এইরূপ প্রতীতি হয়ে থাকে, বস্তুত কিন্তু দেহের দ্বারা আবরণ জীবাত্মার হয়ই না। আবার পরম
আত্মারও জীবাত্মার আবরণ নেই এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'বেতি' শ্লোকটি।

প্রথমে জীবাত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে হে সতি, আত্মাবঃ জীবাত্মার আত্মাবঃ- জড়দেহের
সহিত অসং- আদি-অন্তবান হওয়া হেতু সর্বকালস্থায়ী সংযোগ—লিগুতা নেই। সংযোগ অর্থাৎ
হেতুই বিয়োগও নেই, কি করে একথা বলা যায়? তৎপ্রসিদ্ধঃ- দেহ প্রকাশের তাদ্ধত্বত্বাৎ—
জীবাত্মা উপাদান হওয়া হেতু। সুতরাং আধিভৌতিকাদি দেহের প্রকাশক জীবাত্মা হওয়া হেতু
তার সহিত জীবাত্মার লেপ হতেই পারে না, প্রকাশক প্রকাশ্য বস্তুর সহিত কি করেই বা লিগু হবে।

অতঃপর পরমাত্মপক্ষ আত্মাবঃ—পরমাত্মার আত্মাবঃ—জীবের সহিত অসং- সংযোগ
বিয়োগ—অচিরস্থায়ী দেহের সহিতও সংযোগও নেই বিয়োগও নেই, ইহা প্রসিদ্ধ থাকা হেতু সেই
জীব দেহের প্রকাশের তাদ্ধত্বত্বাৎ—পরমাত্মা উপাদান হওয়া হেতু, সুতরাং পরমাত্মার
স্বপ্রকাশ জীবদেহের দ্বারা 'লেপ' অর্থাৎ লেপন হতেই পারে না প্রকাশক প্রকাশ্য বস্তুর অন্তর্গত কি
করে হতে পারে?

জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয় পক্ষেরই দৃষ্টান্ত বাবঃ—আকাশস্থ সূর্যের নিজের দ্বারা প্রকাশিত
দৃক্-রূপাত্মাঃ—চক্ষুদ্বারা এবং তৎপ্রকাশ্য রূপের দ্বারা আবরিত হতে পারে না, এখানে রবিস্থানীয়
পরমাত্মা, দৃকস্থানীয় জীব, রূপস্থানীয় দেহ ॥ বি° ৪৬ ॥

৪৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : একদেশে কলানাং ক্রমবৃদ্ধিহাসম্বন্ধক-সূর্য্যচ্ছায়ারূপত্বং,
ইন্দোস্ত স্বতো জলমণ্ডলরূপত্বং ব্যাখ্যাস্ততে। অর্থাস্তরে নব্বৈতৎকুলে জাতয়া মম কথমেতৈস্তৌ ন
স্তঃ? তত্রাহ—জন্মাদয় ইতি। যদ্যাত্মনো জীবস্তাপি ন সন্তি, তদা সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়া ভগবৎ-
স্বরূপশক্তেষু তু কিমুতেতি ভাবঃ ॥ জী° ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং ভগবতা তস্মৈ রামেণ প্রতিবোধিতা ।

বৈমলস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥

৫০। অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে রাজা পরীক্ষিৎ !] ভগবতা রামেণ এবং প্রতিবোধিতা (প্রবোধিতা) তস্মৈ (কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী ইত্যর্থ, বৈদর্ভী) বৈমলস্যং (ভ্রাতৃবৈরূপ্য করণেন চিত্তা) পরিত্যজ্য বুদ্ধ্যা মনঃ সমাদধে (সমাহিতমকরোৎ) ।

৫০। শ্রুতানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—

হে রাজা পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ শ্রীবলদেব কর্তৃক উক্তপ্রকারে প্রবোধিতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণীসুন্দরী বিবেক বুদ্ধিদ্বারা স্থিরচিত্তা হলেন, ভ্রাতা কৃষ্ণীর বৈরূপ্যকরণ হেতু যে মনোহুঃখ তা পরিত্যাগ করত ।

৪৭। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকানুবাদঃ ১৬ কলা চন্দ্রের একদেশে ক্রমবর্ধমান হ্রাসধর্মক

সূর্য্যছায়াস্বরূপ অবস্থা । চন্দ্রের তো স্বতো জলবিন্দুস্থানীয় বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ।

[শ্রীসনাতন—দেহেরই জন্মাদিকে সদৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে—জন্ম ইতি । দেহস্যা বিক্রিয়াঃ—দেহের বিকার ৬ প্রকার ক্রটিঃ—কদাচিৎ অবশ্য সিদ্ধ মহাত্মাদের লীলাতেও জন্মাদিও দেখা যায় । জন্মাদিতে বাল্য অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি নিয়োজিত চেতয়িত্ব প্রভৃতি দ্বারা অভিন্নতা হেতু দেহেরই জন্মাদি হটুক-না, মরণে কিন্তু চৈতন্য-অভাব হেতু আত্মাই মৃত, এরূপ প্রতীতি অবশ্য হয়ে থাকে । এরই উত্তরে মূর্তিরিতি+হি=অপি অর্থাৎ মূর্তিও যথা অমাবস্যাতে চন্দ্রের বিম্ব দর্শনাদি ইন্দুকয় প্রতীতি জন্মায়, আবার সময়ান্তরে প্রায় বিম্বদর্শনাদি থেকে কলারই জন্মসমূহ প্রতীতি জন্মায় তথা মরণে দেহের অচেতনত্বের দ্বারাই দেহেরই মূর্তি আত্মার নয় ।

অথবা আচ্ছাদ্য অমাবস্যাতে চন্দ্রের অবিদ্যমানতায় তার মরণ-অনুমিতই হয়, ইহা অযোগ্য দৃষ্টান্ত নয়কি ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—এই চন্দ্রের অমাবস্যায় কলা সকলের ক্ষয়ই মরণের মতই, তদ্বৎ মৃত্যুর অভাব হেতু ॥ জী' ৪৭ ॥

৪৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ জন্মাদিভিরপি সংযোগাভাবং বক্ষুঃ তেষাং দেহধর্মত্বমাহ— জন্মাদয় ইতি কথং তর্হি জাতোহং, বাসোহং, বন্ধোহিমিত্যাশ্রয়ি জন্মাদিপ্রতীতিঃ দেহজন্মাদি- নৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ,—ইন্দোঃ কলানামেব জন্মাদয়ো নৈবেন্দোরসংখ্যকলায়কশ্চ যথা তদং । তথা চান্ধেন্দোঃ কুলুঃ কলাক্ষয় এব মূর্তিরূচ্যতে । 'সা নষ্টেন্দুকলাকুলু' রিত্যমরঃ । তদ্বদস্যাত্মনো দেহ- নাশাদেব মূর্তিব্যবহারঃ ॥ বি' ৪৭ ॥

৪৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : জন্মাদি দ্বারাও সংযোগ অভাব বলার জন্ত তাদের দেহ ধর্ম ভাব বলা হচ্ছে—জন্মাদয় ইতি। কি করে তা হলে আমি জাত, আমি বালক, আমি বৃদ্ধ—এই রূপ আত্মাতে জন্মাদি প্রতীতি, দেহের জন্মাদি প্রতীতি হয় না। এই কথাটি দৃষ্টান্ত সহিত বলা হচ্ছে,—চন্দ্রের কলারই জন্মাদি, অসংখ্য কলায়ক চন্দ্রের জন্মাদি যেমন নয় সেইরূপ। আরও সেইরূপ চন্দ্রের কুহুঃ—কলার ক্ষয়ই মূর্তি বলা হয়—‘স নষ্টেন্দু কলা কুহু’ ইত্যমরঃ ॥ বি° ৪৭ ॥

৪৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অনু জাগরণসাদৃশ্যে ভুঙ্ক্তেই অনুভবতি, তত্রাত্মানমনু-ভুঙ্ক্তে ইতি রাজাদিরূপেণ পশ্যতীত্যর্থঃ। অর্থান্তরে নম্বেবাক্তেভ্যং, তদ্ব্যয়ং কথং শ্রদ্ধাপি স্বভাবাবিষ্ট এব লক্ষ্যতে ? তত্রাহ—যথেন্তি। অবুধোহয়ং কুম্বী ॥ জী° ৪৮ ॥

৪৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অবুভুঙ্ক্তে—‘অনু’ জাগরণ সাদৃশ্যে ‘ভুঙ্ক্তে’ অনুভব করে। তথায় আত্মানম্ অনুভুঙ্ক্তে ইতি নিজেকে রাজাদিরূপে অনুভব করে। তা হলে কি করে শুনেও স্বভাব-আবিষ্ট লক্ষিত হয় ? এরই উত্তরে—যথা ইতি শ্লোকটি। অনুধা ইতি—নির্বোধ এই কুম্বী (স্বভাবাবিষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ইত্যাদি) ॥ জী° ৪৮ ॥

৪৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : এবম্ “অসম্ভোহয়ং পুরুষঃ” ইতি শ্রুতেরাত্মনো বস্তুশো দেহলেপাভাবেপাতর্ক্যশক্ত্যা অবিভ্যেব দেহসম্বন্ধমননাং সংসার ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি। অসত্যর্থো কস্মিন্শ্চিদপি বস্তুনি বর্তমানেহপি শয়ানঃ আত্মানঃ চতুরঙ্গসেনায়ুক্তং বিষয়ান্ জেতব্যদেশান্ ফলং তজ্জয়ান্ শক্ চন্দনবনিতাদিভোগস্থং কদাচিদজয়াং সবন্ধনতাড়ন-তিরস্কারাদিকং চ অনুভুঙ্ক্তে অনুভবতি। তথৈব অবুধঃ অবিবেকী ভবং অসত্যপি দেহসম্বন্ধোৎসুখং সংসারম্। যথাচোক্তং, “অর্থেন্ধবিভ্যমানেহপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে। ধ্যায়তোবিষয়ানশ্রু স্বপ্নেনহনর্থংগমো যথেন্তি ॥ বি° ৪৮ ॥

৪৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : এইরূপে “নিম্পৃহই এই আত্মা” ইতি শ্রুতিবাক্য থেকে দেখা যাচ্ছে আত্মার বস্তুত দেহ লেপ অভাবেও অর্কাশক্তি অবিভ্যাদ্বারাই দেহসম্বন্ধ মনন হেতু সংসার—এই আশয়েই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে, যথা ইতি শ্লোকটি। অসত্যার্থে—কোনও প্রকার বস্তু অবর্তমানেও শয়ান নিদ্রিত আত্মানঃ—নিজেকে চতুরঙ্গ সেনায়ুক্ত দেখে বিষয়ান্—জেতব্য দেশ সকল ও ফলম্—শক্-চন্দন বনিতাদি ভোগ স্থং, কদাচিং জয় না হওয়া হেতু স্ববন্ধন তাড়ন ও তিরস্কারাদি অনুভুঙ্ক্তে—অনুভব করে, সেইরূপই অনুধা—অবিবেকী জন ভবম্—সংসার না থাকলেও দেহ সম্বন্ধোৎসুখং সংসার অনুভব করে ॥ বি° ৪৮ ॥

৪৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অর্থদ্বয়মুপসংহরতি। তস্মাদাত্মনঃ শোষণঃ—নীরসতা-পাদনম্। হে শুচিচ্ছিত্তে, হে প্রসন্নহৃদয়ে ইত্যর্থঃ। তব সাক্ষাৎসাক্ষীদ্বারেষদপ্যজ্ঞানস্পর্শঃ, কিন্তু লৌকিক-লীলয়ৈব ত্রিমিখং ব্যবহরসি, ময়াপি তথোপদিষ্টম্ ইতি ভাবঃ ॥ জী° ৪৯ ॥

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড়্ভিঃ হতবলপ্রভঃ ।

স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মনোরথঃ ।

চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরম্ ॥ ৫১ ॥

৫১। অর্থঃ : দ্বিড়্ভিঃ (শক্রভিঃ) হতবলপ্রভঃ (হতং-বলং-প্রভা-তেজশ্চ यस্য সঃ) [অতএব] প্রাণাবশেষঃ (জীবনমাত্রাবশিষ্টঃ) উৎসৃষ্টঃ (পরিত্যক্তঃ) [রুগ্নী] বিরূপকরণং স্মরন্ বিতথাত্মনোরথঃ (বিতথঃ ব্যর্থঃ আত্মনঃ স্বস্য মনোরথঃ यस্য তথোক্তঃ চ সন্) নিবাসায় ভোজকটং নাম মহৎপুরং চক্রে (কৃতবান্) ।

৫১। মূল্যাবুদাদ : হতবল, নিস্তেজ, শক্রপরিত্যক্ত, প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ব্যর্থমনোরথ রুগ্নী নিজের বৈরূপ অবস্থা চিন্তা করতে করতে পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে নিজ বাসের জগ্ন ভোজকট নামক এক বৃহৎ নগর নির্মাণ করিল ।

৪৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদাদ : অর্থদ্বয়ের উপসংহার করা হচ্ছে—তস্মাৎ, সেহেতু আত্মাশ্রয়ঃ—নিজের নীরসতা আপাদনকারী [শোক] । [হে] শ্রুচিন্মিত্ত—হে প্রসন্নহৃদয়ে । তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হওয়া হেতু তোমার কিঞ্চিৎ মাত্রও অজ্ঞান স্পর্শ নেই । কিন্তু লৌকিক লীলাতেই তুমি এরূপ ব্যবহার করছ, আমার দ্বারাও সেইরূপ লীলাতেই উপদেশ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, এরূপ ভাব ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : যস্মাদেবং তস্মাৎ স্বস্তা স্বভাবস্থা ভব । হে শ্রুচিন্মিতে, মুখস্থ স্বভাবিকীং প্রফুল্লতাং প্রকাশয় ন স্বং প্রাকৃতী সাংসারিকী বধুরিতি ভাবঃ ॥ বি° ৪৯ ॥

৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুদাদ : যেহেতু প্রকৃত অবস্থা এরূপ, সেহেতু হে প্রসন্নহৃদয়ে ! স্বস্তা—স্বভাবস্থা হও ।—মুখের স্বভাবিকী প্রফুল্লতা প্রকাশ কর । তুমি প্রাকৃতী সাংসারিকী বধু নও ॥ বি° ৪৯ ॥

৫০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : তথৈব সাপ্যনুক্রমতবতীত্যাহ—এবমিতি । প্রতিবোধিত্যেত্যত্র সা তবং স্বয়মেব মহাচিন্তাক্রুরত্বান্নিত্যং বৃণ্ধব, প্রত্যুত তদংশ-সম্বন্ধাদেব শ্রীসঙ্কর্ষণাদীনাং মপি বোধাদিকঃ ততস্তেন তস্মা বোধং প্রতিদানরূপমেবেতি প্রতিশব্দসমার্থঃ ॥ জী° ৫০ ॥

৫০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদাদ : রুগ্নীও শ্রীবলদেবের কথা মত বিবেক বুদ্ধিদ্বারা স্থিরচিন্তা হলেন, এই আশায়ে বলা হচ্ছে এবং ইতি শ্লোকটি—প্রতিবোধিত্য ইতি—‘প্রতি’ শব্দের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে রুগ্নীও তৎকালে নিজেই মহাচিন্তাক্রুর হওয়া হেতু নিত্য জ্ঞানবতীই, প্রত্যুত তদংশ-সম্বন্ধ হেতুই শ্রীসঙ্কর্ষণাদিরও জ্ঞানদানাদি, অতঃপর সঙ্কর্ষণের দ্বারা রুগ্নীর বোধন প্রতিদান রূপই—এইরূপই ‘প্রতি’ শব্দের অর্থ ॥ জী° ৫০ ॥

অহং তুর্ন্যতিং কৃষ্ণমপ্রত্যাহ যবীয়সীম্ ।

কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্তা তত্রাবসজ্জসা ॥ ৫২ ॥

৫১। অর্থঃ : তুর্ন্যতিং কৃষ্ণং অহং যবীয়সীম্ (অনুজাঞ্চ) অপ্রত্যাহ (অগৃহীত্বা) কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি ইতি উক্তা কৃষ্ণা (ক্রোধেন) তত্র (ভোজকটে) অবসং (উবাস) ।

৫২। শ্রীভগবাদ্ভাঃ : তুর্ন্যতি কৃষ্ণকে হনন না করে এবং কনিষ্ঠা ভগিনীকে আনয়ন না করে বিদর্ভপুরে প্রবেশ করব না, কৃষ্ণী রোষ বশতঃ এরূপ বলে ভোজকটে বাস করতে লাগল ।

৫০। শ্রীনিশ্চবাস্য টীকা : লোকা মাং কিং বদিগ্যন্তীতি বৈমনস্যং চিন্তাং সমাদধে সমাহিতমকরোং ॥ বি° ৫০ ॥

৫০। শ্রীনিশ্চবাস্য টীকাবাস্য : লোকে আমাকে কি বলবে ?—এরূপ চিন্তা করে মনকে সমাদধে—সংযত করলেন ॥ বি° ৫০ ॥

৫১। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকা : প্রাণেতি সার্ককম্ । পূর্বং দ্বিড্ভিহঁতবলপ্রভঃ, ততো বিতথ্যস্বম্নোরথঃ, ততো বৈরূপ্যপর্যন্তকরণং প্রাণমাত্রাবশিষ্টীকৃতঃ তত উৎসৃষ্টঃ পশ্চাদ্বিরূপকরণং স্বরমিতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ । ব্যংক্রমোক্তিভিস্ত্বর্ণনেহনাদরং সূচয়িত্বা তস্যাত্যনাদৃত্বং বোধয়তি—বলং সৈন্ত্য বীর্য্যঞ্চ, একশেষত্বং উপভূক্ত ইতি ভোজো যুবরাজঃ । যদ্বা, ভোজো বিদর্ভরাজবংশঃ, তত্রেশ্বরেন ক্রথকৈশিকানাং ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্ট ইতি রঘুবংশ কাব্যং । তস্য কটঃ শপথো যত্র তৎ ‘কটঃ কলিঙ্গে শপথে গজগণ্ডে কটাবপি’ ইতি নানার্থ্যং । সরস্বতীমতে তু ভোজস্য তস্য কটঃ শ্বশানমিব ‘কটধূমস্য সৌরভ্যম্’ ইতি, তদ্বাচিন্ত্যং ॥ জী° ৫১ ॥

৫১। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকাবাস্য : প্রাণাবশেষ থেকে পুরম্পর্যন্ত দেড় শ্লোকক এ সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ।

প্রথমে দ্বিড্ভিঃ—শক্রবারা বল-প্রভা-তেজ বিনষ্ট হল কৃষ্ণীর অতঃপর ব্যর্থ নিজের মনোরথ, অতঃপর বৈরূপ্য পর্যন্ত করণ হেতু প্রাণমাত্র অবশিষ্টীকৃত অতঃপর উৎসৃষ্টা—পশ্চাৎ বৈরূপ্যকরণ স্বরণ, এইরূপ ক্রম জন্মতে হবে ।—বিশেষভাবে ক্রমভঙ্গ উক্তি হেতু উহা বর্ণনে অনাদর জ্ঞাপন করত কৃষ্ণীর অতি অনাদৃত্ব জ্ঞাপন করলেন । বলং—সৈন্ত্য ও বীর্য চরম অবস্থায় পৌঁছানো হেতু চরম অবস্থায় পতিত ইতি । ভোজকটঃ—ভোজ শব্দে যুবরাজ, অথবা ভোজঃ—বিদর্ভরাজবংশ, এই অর্থ করা হল রঘুবংশ কাব্য অনুসারে, যথা—‘তত্রেশ্বরেন ক্রথকৈশিকানাং ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্ট’ বিদর্ভ রাজবংশের ‘কটঃ’ শপথ

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরুদহ ॥ ৫৩ ॥

৫৩। অন্বয়ঃ কুরুদহ (হে কুরুকুল তিলক পরীক্ষিৎ ?) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং ভূমিপান্ (বাজ্ঞঃ) নির্জিত্য (পরাজিত্য) ভীষ্মকসুতাং (রুক্মিণীং) পুরম্, আনীয় বিধিবৎ উপযেমে (বিবাহিতবান্)

৫৩। মূল্যাবাদঃ হে কুরুকুলতিলক পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ একরূপে নৃপতিগণকে পরাজিত করত ভীষ্মক হুহিতা শ্রীরুক্মিণীকে নিজ পুরীতে নিয়ে এসে তাঁকে যথাবিধি বিবাহ করলেন।

যথায়। এই 'কটঃ' শব্দে নানা অর্থ থাকা হেতু যথা 'কটঃ কলিঙ্গে শপথে গজগণ্ডে'। সরস্বতী মতে কিন্তু 'ভোজকটঃ' শব্দের অর্থ সেই বিদভ'রাজ বংশের 'কটঃ' শাসানের মত 'কটধূমের সৌরভ্য ইতি' ॥ জী° ৫১ ॥

৫১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ দ্বিড়্ভিরিত্যনেন কৃষ্ণপার্শ্বান্ততঃ পদ্যাক্ষলন্ যত্বেসৈশ্চৈরিপি তিরস্কারভৎসনতাড়নাদিভিঃ স বিড়ম্বিত ইতি বুধ্যতে ॥ বি° ৫১ ॥

৫১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ দ্বিড়্ভিহঁতবলপ্রভঃ—শক্রদ্বারা হত বল-তেজ—এই কথায় কৃষ্ণের পাশের থেকে পায় হেঁটে চলতে চলতে যত্বেসৈশ্চৈরি দ্বারাও তিরস্কার-ভৎসন-তাড়নাদি দ্বারা সে বিড়ম্বিত হয়েছিল, একরূপ বুঝা যাচ্ছে ॥ বি° ৫১ ॥

৫২। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ পুরাকৃতং শপথমেব দর্শয়তি—অহংহেতি; অপত্ন্যাহেতি দীর্ঘমধ্যস্থমার্বম্ ॥ জী° ৫২ ॥

৫২। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদঃ পূর্বে কৃত শপথই দেখান হচ্ছে—অহং ইতি শ্লোকে। অপত্ন্যাহ্য—আনয়ন না করে ॥ জী° ৫১ ॥

৫৩। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ জয়তেদ্বিকর্মকহাৎ কর্মদ্বয়ম্; তন্ পরাভবন্ তামা-চ্ছিত্ত্যর্থঃ। তব্রানীয়োপযেমে ইত্যনেন ভীষ্মকসুতামিত্যশ্চ মুখ্যশ্রবাস্বয়ঃ ॥ জী° ৫৩ ॥

৫৩। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদঃ [শ্রীসনাতন টীকা—ভগবান্ ইতি—ছষ্টমপ-বর্গকে পরাভূত করণাদি দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য প্রকটন অভিপ্রায়ে ভগবান্ ভীষ্মকসুতায়—রাজা ভীষ্ম-কের কন্যা, এই কথায় স্নেহাদি প্রকাশের দ্বারা পরে বিবাহ সামগ্রী সহিত তাঁর আগমন সূচনা করা হল। অতঃপর অগ্রে ৫৮ শ্লোকে ভীষ্মকাদি বিদভ' বংশীয়দের দ্বারকায় আমোদ বলা হয়েছে, অতএব বিধিবিবাহে যে প্রকার নিয়ম, সেই অনুসারে আমন্ত্রণে কি প্রকার উপস্থিতি তা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে—এই অপেক্ষায় বলা হচ্ছে—হে কুরুকুল তিলক পরীক্ষিৎ! মহা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হওয়া হেতু তুমিতো সব জানই ॥ শ্রীসনাতন ৫৩ ॥]

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুৰ্য্যাং গৃহে গৃহে ।

অভূদনশ্চ ভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতো নৃপ ॥ ৫৪ ॥

নরা নার্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমুগ্ধমণিকুণ্ডলাঃ ।

পারিবর্ষ্য পাজহুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥

৫৪। অন্নয় : নৃপ ! (হে রাজন্) তদা যদুপুৰ্য্যাং গৃহে গৃহে যদুপতো (শ্রীকৃষ্ণে) অনন্ত ভাবানাং (ন বিজ্ঞতে অশ্রুশ্চিন্ ভাবঃ [প্রেমা] যেযাং তে তেযাং) নৃণাং মহোৎসব অভূং ।

৫৪। মুলাবুদাদ : হে রাজন্ ! এই বিবাহ উৎসবে যদুপুরীর ঘরে ঘরে কৃষ্ণে অনন্তভাবে জনগণের মহোৎসব আরম্ভ হল ।

৫৫। অন্নয় : প্রমুগ্ধমণিকুণ্ডলাঃ মুদিতাঃ নরাঃ নার্যশ্চ বিচিত্রবাসসোঃ (বিচিত্রং নানাবর্ণং বাসো যয়োস্তয়োঃ) বরয়োঃ (বরবধোঃ) পারিবর্ষ্য (দেয়মুপস্করং) উপাজহুঃ (সমীপে আনিহ্যঃ) ।

৫৫। মুলাবুদাদ : নির্মলীকৃত মণিময় কুণ্ডল পরিহিত নর নারীগণ হৃষ্টচিত্ত হয়ে নানাবর্ণে চিত্রিত বসনে বিভূষিত হয়ে সেই বর ও বধূকে দা-যোগ্য উপহার তাঁদের নিকটে আনয়ন করতে লাগলেন ।

৫৪। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : গৃহে গৃহে ইতি বিভূত্বাং শ্রীকৃষ্ণস্তাপি যুগপৎ প্রার্থিতস্ত তত্রাবিভাবো জ্ঞেয়ঃ । অত্র হেতুর্ন বিজ্ঞতে শ্রীকৃষ্ণাদশ্রুশ্চিন্ ভাবঃ প্রেমা যেযাম্ ॥ জী° ৫৪ ॥

৫৪। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদাদ : [শ্রীসনাতন টীকা—মহোৎসব—‘মহান্’ বৈকুণ্ঠ থেকেও অধিক উৎসব গীত বাজাদি আনন্দ কর্ম বিশেষ নৃণাং—যদুপুরীর সকল মনুষ্যেরই গৃহে । যেহেতু কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ভগবানে বা সর্বচিত্তাকর্ষকে অবলম্ব্য ভাবানাং এদের ভিতরে অন্ত প্রকার ফলাপেক্ষার অবিজ্ঞমানতা তাদৃশ ‘ভাব’ অর্থাৎ ভক্তি তাদের কথা আর বলবার কি আছে ? যদুপতো - যদুকুলপালন দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য প্রকটন হেতু । অথবা ইহা যদুপুরীর মহোৎসব, ইহাই হেতু । অথবা যাদবশ্রেষ্ঠ ভাবে ভাবিত, ঈশ্বর ভাবে নয় । অথবা কৃষ্ণ ছাড়া অন্ত্র ‘ভাব’ প্রেমা নেই যাদের অর্থাৎ এরা কৃষ্ণেতে ঐকান্তিক । হে নৃপ—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীশুকদেবের অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু এই সম্বোধন—হর্ষধ্বনি । অথবা নিজপ্রভুর নববিবাহে যদুদের তাদৃশ উৎসব যুক্তিযুক্তই বটে । আরও সেই নৃপতিদের পক্ষে বুদ্ধিরই পরিচয় হয়েছে ইহা ॥ সনাতন ৫৪ ॥]

৫৫। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : বরয়োঃ বরবধোরিতি স্বশ্রেণ্যরিতিবৎ । চিত্রং নানাবর্ণং বাসো যয়োঃ রিতি বিবাহে শোভাবিশেষ উক্তঃ ॥ জী° ৫৫ ॥

সা বৃষ্টিপুষ্করভিত্তিকৈতুভিবিচিত্রমাল্যাস্বররত্নতোরণৈঃ ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যপকঃপুণ্ড্রমঙ্গলৈরাপূর্ণকুম্ভাণ্ডরুধুপদীপকৈঃ ॥ ৫৬ ॥

৫৬। অর্থঃ : সা বৃষ্টিপুষ্কর (যাদবনগরী) উভভিত্তিকৈতুভিঃ (উচ্চত্যা প্রতিবন্ধৈঃ 'ইন্দ্র-
কৈতুভিঃ' ধ্বজাবিশেষৈঃ) বিচিত্রমাল্যাস্বররত্নতোরণৈঃ (বিচিত্রানি মাল্যানি অশ্বরাগি রত্নতোরণানি
চ তানিতৈঃ) প্রতিদ্বারি (প্রতিদ্বারম্) আপূর্ণকুম্ভাণ্ডরুধুপদীপকৈঃ (সমস্তাং পূর্ণৈঃ কুম্ভৈঃ অণ্ডরুধুপ-
দীপকৈশ্চ) পকঃপুণ্ড্রমঙ্গলৈঃ (বিরচিত মঙ্গলিক জ্যৈষ্যৈঃ) বভৌ (শুভভে) ।

৫৬। স্তোত্রানুবাদ : সেই যত্নপুরি তখন শোভা পেতে লাগল—উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজা, বিচিত্র
মাল্য, বস্ত্র ও রত্নতোরণ, দ্বারে দ্বারে ছিটিয়ে দেওয়া খৈ প্রভৃতি মঙ্গল্যবস্ত্র এবং চতুর্দিকে স্থাপিত
পূর্ণকুম্ভ, অণ্ডরু, ধূপ দীপপঞ্জি দ্বারা ।

৫৫। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকানুবাদ : [শ্রীসনাতন—প্রঘৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ—'প্র' শব্দের
দ্বারা অগ্নসময় থেকে সেই সেই স্থানের উৎকর্ষ বুঝানো হল। বরয়োঃ—[বরবধোঃ—(শ্রীজীব)]
বরবধুর সমীপে চিত্রং—তৈলহরিদ্রাদি দ্বারা রঞ্জিত মনোহর বসনে সজ্জিত সেই বরবধুকে দেয়
সামগ্রী উপাভূতু—তাদের কাছে এনে ধরলেন ॥ সনাতন ৫৫ ॥]

৫৪ ৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অগ্ন্যা একান্তভাবস্তদতাম্ বরয়োর্বর-বধোঃ ॥ বিং ৫৪-৫৫ ॥

৫৪-৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : অব্যভাবাবাং—একান্তভাবে ভাবিত। বরয়োঃ—
বর ও বধুরা ॥ বিং ৫৪-৫৫ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা : সেতি যুগাকম্। বিচিত্রানি মাল্যাাদীনাং তোরণানি
তৈঃ, উপ আধিক্যেন শোভিতা ॥ জীং ৫৬

৫৬। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকানুবাদ : [শ্রীসনাতন—সা—সর্বসম্পত্তিময়ী, বা সেই
মহোৎসবমণ্ডিতা বা অনির্বচনীয় মহিমাময়ী। বিচিত্রৈঃ—স্থানে স্থানে বিস্তৃত মালাদি দ্বারা বিচিত্র
অথবা বিচিত্র হল স্থানে স্থানে বিস্তৃত মালাদি দ্বারা অথবা বিচিত্র মালাদির তোরণসমূহ এতসবের
দ্বারা শোভায় অতিশয় উজ্জল হয়ে উঠল ॥ সনাতন ৫৬ ॥]

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : উভভিত্তিকৈতুভিঃ—উভভিত্তিকৈতুভিঃ—উভভিত্তিকৈতুভিঃ—উভভিত্তিকৈতুভিঃ—
পতাকাযুক্তৈঃ ॥ বিং ৫৬ ॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : উভভিত্তিকৈতুভিঃ—অতি উচ্চস্তম্ভের মত উত্তোলিত
ইন্দ্রকৈতুভিঃ—ইন্দ্রপুরুষার্শি পতাকাযুক্ত হয়ে শোভা পেতে লাগল ॥ বিং ৫৬ ॥

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্রিরাহুতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্ ।

গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরস্তাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

কুরুশৃঙ্গয়কৈকেয়-বিদভযদুকুন্তয়ঃ ।

মিথো যুযুদিরে তস্মিন্ সন্ত্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥ ৫৮ ॥

৫৭। অর্থঃ : [সা বৃক্ষপূরী] আহুতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্, (আহুত যে 'প্রেষ্ঠাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ 'ভূভুজঃ' রাজানঃ তেবাং) মদচ্যুদ্রিঃ (মদস্রাবিভিঃ) গজৈঃ সিক্তমার্গা দ্বাঃসু পরামৃষ্টরস্তা পূগোপশোভিতা (পরামৃষ্টাঃ উচ্ছ্রিতাঃ 'রস্তাঃ' কদল্যঃ পূগাশ্চ তৈঃ 'উপশোভিতা' অতিশয়ং শোভিতাঃ, অভূৎ) ।

৫৭। মূলানুবাদ : আরও সেই যাদবনগরী অতিশয় শোভিত হল—নিমন্ত্রিত নরপতি-গণের মদমত্ত হস্তী সকলের মদস্রাবে সিক্ত পথের দ্বারা এবং প্রতি বাড়ীর দ্বারদেশে স্থাপিত উচ্চতর কদলী ও সুপারি বৃক্ষ দ্বারা ।

৫৮। অর্থঃ : তস্মিন্ [উৎসবে] সন্ত্রমাৎ (ঔৎসুক্যাৎ) পরিধাবতাং ('পরিতঃ' তদ্বিবাহ-যোগ্য স্ব স্ব প্রয়োজনার্থমিতস্ততঃ ধাবতাং) কুরুশৃঙ্গয়-কৈকেয়বিদভযদুকুন্তয়ঃ (কুরবঃ শ্রীভীষ্মধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদয়শ্চ, 'শৃঙ্গয়াঃ' দ্রুপদাভ্যাশ্চ, 'কৈকেয়াঃ' সম্বর্দনাদয়শ্চ, 'বিদভাঃ' ভীষ্মক-ক্রথ কৈশিকাদয়শ্চ, 'যদবঃ' উগ্রসেনাদয়শ্চ 'কুন্তয়ঃ' কুন্তিভোজাভ্যাশ্চ তে) মিথঃ (পরস্পরং সমেতা) যুযুদিরে (যুদং প্রাপুঃ) ।

৫৮। মূলানুবাদ : সেই উৎসবে ঔৎসুক্যবশতঃ সেই বিবাহযোগ্য স্ব স্ব প্রয়োজনে ইতস্ততঃ ধাবমান শ্রীভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডাদি এবং দ্রুপাদি এবং সম্বর্দনাদি, এবং ভীষ্মক-ক্রথ-কৈশিকাদি উগ্রসেনাদি এবং কুন্তি-ভোজাদি সকলে পরস্পর মিলিত হয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন ।

৫৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : সিক্তেতি তৈর্য্যাখ্যাতম্ । তত্র প্রথমপক্ষে মদচ্যুদ্রিগজৈঃ সিক্তমার্গাঃ, স্থানে স্থানে গজানাং মদক্ষরণাৎ । উচ্ছ্রিতা উর্দ্ধতয়া স্থাপিতা রোপিতা লোকৈরিত্যর্থঃ । তৈরেবেতি - যৈরেব সিক্তমার্গাস্তৈরেব সংস্পৃষ্টা ইত্যেনানুপঘাতত্বোতনাদগজানাং মত্তত্বেপি সুবশতঃ, তলে বিলাসন্তিস্তৈ রস্তাদীনামত্যাচ্ছিত্বং শোভমানত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্ ॥ জী' ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদ : [শ্রীসনাতন—পরামৃষ্টাঃ - রোপিত সেই সেই কদলি-প্রভৃতি বৃক্ষের ফলাদি খাওয়ার জন্য পাছে সংস্পৃষ্ট বা ধৃত হয় তাই স্থানে স্থানে রোপিত সেই সেই কদলিবৃক্ষ উচ্চবেদির উপর স্থাপিত করে পথ উপাশোভিতা চতুর্দিক কিম্বা পথ স্বতঃ শোভমান থাকলে এর দ্বারা অধিক রূপে শোভা পেতে লাগল । আর এর দ্বারা হাতীদের উত্তম আহার সিদ্ধ হল—কলা

কল্পিণ্যা হরণং শ্রদ্ধা গীয়মানং ততস্ততঃ ।

রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুভুশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৯। অর্থঃ : রাজানঃ রাজকন্যাশ্চ ততস্ততঃ (স্ব স্ব দেশে) গীয়মানং (লোকৈঃ কীর্তিতং)
কল্পিণ্যাঃ হরণং শ্রদ্ধা ভূশবিস্মিতাঃ ('ভূশং' অত্যর্থ 'বিস্মিতাঃ' চমৎকৃতাঃ) বভূবুঃ ।

৫৯। যুগ্মানুবাদঃ : অত্যাশ্রয় রাজগণ ও রাজকন্যাগণ আপন আপন দেশে গীয়মান
শ্রীকল্পিণীহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে পরম বিস্মিত হলেন ।

গাছ তাদের দ্বারা মর্দিত প্রভৃতি না হওয়ায় উহাদের বৃহৎ-দৃঢ় প্রভৃতি মঙ্গল সূচক বোঝা
গেল । [আর যা কিছু স্বামিপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে] তথায় প্রথম পক্ষে স্থানে স্থানে
ক্ষরণশীল হস্তীর মদের দ্বারা পক্ষান্তরে গন্ধজলাদি দ্বারা পথ সিক্ত হয়ে গেল] ॥ জী° ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুলাল টীকা : মদচ্যুতিরাহৃত প্রেষ্ঠভূজাং গজৈর্দর্শাসু পরামৃষ্টরস্তাপূগোপ-
শোভিতা ॥ বি° ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুলাল টীকানুবাদ : আহৃত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মদশ্রাবী হস্তীর দ্বারা রাজপথ
সিক্ত হল । আর দ্বারদেশ দীর্ঘ কলা ও সুপারি গাছের দ্বারা অতিশয় শোভিত হল ॥ বি° ৫৭ ॥

৫৮। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকা : প্রেষ্ঠভূজ এব প্রায়ো নির্দিশংস্তেষামতোহনুসঙ্গত্যা
প্রহরোদয়মহ—কুর্বিতি কুরবো শ্রীভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদয়ঃ, সঞ্জয়া দ্রুপদাভ্যাং, কৈকেয়াঃ সমুদ্ভিদনা-
দয়ঃ, বিদর্ভা ইতি কন্যাস্নেহাং । ক্ষত্রিয়েষু তাদৃশহরণশ্চ প্রশস্তত্বেন পূর্বমেব চ শ্রীকৃষ্ণস্ত স্বাভি-
কচিত্ত্বেন যোগ্যবরলাভাং প্রায়ঃ শ্রীবলদেবাদিভিমুনিজনাদিদ্বারা বোধয়িত্বা তেষামানীতত্বেনা-
সঙ্কোচাচ্চ । শ্রীভীষ্মকাদীনামপাগমনং বোধ্যতে । তে চ ভীষ্মক-ক্রথ-কৈশিকাদয়ঃ । যদব—
উগ্রসেনাদয়ঃ, তদভেদাং শ্রীমন্দাদয়োহপীত্যেকৈ ; তথা চ পাণ্ড্বোত্তরথগে—'নন্দগোপোহথ গোপালৈ-
র্গোপবৃদ্ধৈঃ সমাগতঃ । স্বলঙ্কৃত্যভিষোধিষ্টির্ষশোদাপি সমাগতাঃ ॥' ইতি । তত্রাভিপ্রায়বিশেষণ
পূর্বমেব শ্রীব্রজেশ্বরস্ত সম্মতিপ্রার্থনা কংসবধানস্তরং 'জাতীন বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং
সুখম্' (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইত্যত্রৈব সূচিতা, কুন্তয়ঃ—কুন্তিভোজাভ্যাং, পরিতস্তদ্বিবাহযোগ্য স্বশ্বপ্রয়ো-
জনার্থমিতস্ততো ধাবতাম্ ॥ জী° ৫৮ ॥

৫৮। শ্রীজীব বৈ° ভা° টীকানুবাদ : অতিশয় প্রিয় রাজন্যবর্গ যাদের নাম উল্লেখ করা
হল, পরস্পর মিলিত তাদের যে আনন্দোচ্ছ্বাস উদয় হল তা বলা হচ্ছে, 'কুরুঃ' ইতি । কুরুকুলের
শ্রীভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদি, সঞ্জয় দ্রুপদাদি, ঋষভদেবের পুত্র বিদর্ভ—এরা সব এলেন কন্যা
কল্পিণীর প্রতি স্নেহে । ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তাদৃশ বিবাহ অতিশয় প্রশস্ত থাকা হেতু এবং পূর্বেই

দ্বারকায়ামভূজাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্ ।

রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

রুক্মিণ্যুদ্বাহে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

৬০। অশ্বয়্যঃ : রাজন্ ! দ্বারকায়াং 'শ্রিয়ঃ' (সর্বাশ্রয়ভূতায়ঃ পরম লক্ষ্ম্যঃ) পতিং কৃষ্ণং রময়া (শ্রীরমারূপয়া) রুক্মিণ্যা উপেতং (যুক্তং) দৃষ্ট্বা পুরৌকসাং (দ্বারকাবাসিনাং) মহামোদঃ অভূং ।

৬০। ঘুলাবুবাদঃ : হে রাজা পরীক্ষিৎ ! দ্বারকায় সর্বাশ্রয়ভূতা পরম লক্ষ্মীর পতি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরমারূপা শ্রীরুক্মিণীর সহিত সঙ্গত দেখে দ্বারকাবাবাসী জনগণ অতিশয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিকচিত হওয়া হেতু যোগা অভীষ্ট লাভ হেতু শ্রীবলদেবাদি মুনিজনের দ্বারা বুঝানোতে ঐসব রাজত্ববর্গকে আনার বিষয়ে কোনও সঙ্কোচ হয়নি । পিতা ভীষ্মকাদির আগমন যে হয়েছিল তা বুঝা যাচ্ছে পিতা ভীষ্মক বলতে ভীষ্মক-ক্ৰথ-কৈশিকাদি । যহ উগ্রসেনাদি যাদবগণ । এদের সহিত অভেদ হেতু শ্রীনন্দাদিগোপগণও এলেন এই উৎসবে, ইহা কেউ কেউ বলে থাকেন, যথা - [তথাচ পান্মোত্তরখণ্ডে—“নন্দগোপোহথ গোপালৈর্গোপবৃদ্ধৈঃ সমাগতঃ । স্বলঙ্কৃত্যভিষৌষির্দ্বিষশোদাপি সমাগতা ॥”]

অর্থাৎ অনন্তর শ্রীনন্দগোপ গোপালক রুক্মগোপগণের সহিত এবং যশোদা উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃত্য যৌষিগণের সহিত আগমন করেছিলেন এই বিবাহ-উৎসবে । তৎ বিষয়ে অভিপ্রায় বিশেষের দ্বারা পূর্বেই শ্রীব্রজেশ্বর নন্দের সম্মতি প্রার্থনা কংস-বধের পর—‘হে পিতঃ ! আপনারা সম্প্রতি ব্রজে গমন করুন, আমরাও বসুদেবাদি সুহৃদগণের অভিলষিত কর্মসকল সমাপন দ্বারা তাদিকে সন্তুষ্ট করত বিরহ দুঃখকাতর জ্ঞাতিভাবাপন্ন আপনাদিকে দেখতে যাব ।’ (শ্রীভাঃ ১০।৪৫ ২৩) এখানেই স্মৃতি হয়েছে । কুন্তয়ঃ—কুন্তিবংশীয় ও বিদভরাজ ভোজাদি বংশীয়গণ চারদিকে সেই বিবাহযোগ্য প্রয়োজনের জন্তু ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করছিলেন ॥ জী• ৫৮ ॥

৫৯। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকা : ততস্ততঃ স্বস্বদেশে ভ্রমত্যর্থঃ বিস্মিতাঃ, তেন প্রকারেণ হরণাং তত্র সতামাকাঙ্ক্ষাজনিষ্ট, অসতান্ত ভয়মিতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ জী• ৫৯ ॥

৫৯। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকাবুবাদঃ : অতঃপর অত্যাঁত রাজন্যবর্গ নিজ নিজ দেশে গীয়মান রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হয়েছিল ।—সেই প্রকারে হরণ হেতু তথায় সাধু লোকদের সেই ভাগ্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আর অসং লোকদের ভয় জন্মাল ॥ জী• ৫৯ ॥

৬০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : বিবাহানন্তরঞ্চ তয়োঃ সুখসঙ্গতিদর্শনাৎ-দ্বারকাবাসিনঃ সর্বৈ পরমানন্দতুন্দ্রিণা বভূবুরিত্যাহ—দ্বারকায়ামিতি । কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবন্তমতঃ শ্রিয়ঃ সর্বাশ্রয়ভূত্যাঃ পরমলক্ষ্ম্যাঃ পতিমিতি তস্মৈ তাদৃশী শ্রীরবশমেবাপেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ । সা চাধুনা মিলিতৈবেত্যাহ—রময়েতি তস্তাপি রমণহেতুত্বেন তন্মায়্যা, অতো মহান্ মোদঃ সর্বোৎকৃষ্টানন্দোহভূৎ ॥ জী° ৬০ ॥

৬০। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদ : বিবাহের পর কৃষ্ণরুক্ষিণীর সুখমিলন-দর্শন হেতু দ্বারকাবাসীরা সকলে পরমানন্দ ক্ষুণ্ণি লাভ করল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দ্বারকায়াম্, ইতি—শ্লোকটি । কৃষ্ণঃ—স্বয়ং ভগবান্কে অতএব শ্রিয়ঃ—সর্বাশ্রয়ভূতা পরমলক্ষ্মীর পতি, তাই তাঁর জন্য তাদৃশী লক্ষ্মীর অপেক্ষা অবশ্যই আছে, এরূপ ভাব । সেই লক্ষ্মীই অধুনা মিলিত হল, এই আশয়ে রময়া ইতি । রময়া—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী তারও প্রাণবল্লভ হওয়া হেতু সেই নামে অভিহিত, অতএব দ্বারকাবাসী মহামোদঃ—অতিশয় আনন্দ হল ।

[শ্রীসনাতন—হে রাজন্, হে রাজা পরীক্ষিৎ ! এই বার্তা শ্রবণে উদিত অতিশয় হর্ষের সহিত বিরাজমান তাঁর সেইরূপ সম্বোধনে হেতু, অথবা মহাহর্ষে দীপ্ত তাই 'রাজন্' বলে সম্বোধন । ॥ জী° ৬০ ॥

৫৮-৬০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : পরিধাবতাং বন্ধুনাং মধ্যে মিথঃ সমেত্য ॥ বি° ৫৮-৬০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিত্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

চতুপ্পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ো দশমেহজনি সঙ্গতঃ ॥

৫৮-৬০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : স্মিতোপরিধাবতাং—সঞ্চরমান বন্ধুগণ পরস্পর মিলিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন ॥ বি° ৫৮-৬০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নৃপুংরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছ দীনমণিকৃত

দশমে চতুপ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।